BANGLA POST Year: 23 ◆ Issue: 1070 ◆ Friday 31 October - Thursday 06 November 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

বিভেদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি

--০২ পৃষ্ঠায়

বিএনপি-জামায়াত সম্পর্কে বাড়ছে তিক্ততা

● জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে বিতর্ক ● নভেম্বরে গণভোট চায় জামায়াত ● একদিনে দুই ভোট দাবি বিএনপির

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে মঙ্গলবার হস্তান্তর করেছেন। এরপর থেকে নতুন করে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে দ্বন্দের জন্ম দিয়েছে। গণভোট, নোট অব ডিসেন্টসহ অনেকগুলো বিতর্ক জারি রেখে সুপারিশ করায় এ অবস্থা দেখ দিয়েছে। সুপারিশে বলা হয়েছে- আগামী জাতীয় সংসদ নিয়মিত আইন প্রণয়ন কাজের পাশাপাশি প্রথম ২৭০ দিন সংবিধান সংস্কার পরিষদ হিসেবে কাজ করবে। এ সময়ের মধ্যে গণভোটে পাস হওয়া সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সুপারিশে বলা হয়েছে- আগামী জাতীয় সংসদ নিয়মিত কাজের পাশাপাশি প্রথম ২৭০ দিন (৯ মাস) সংবিধান সংস্কার পরিষদ হিসেবে কাজ করবে।

গণভোটে পাস হওয়া প্রস্তাবগুলো এই সময়ের মধ্যে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করবে। পরিষদ ব্যর্থ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে যুক্ত হবে। এ ছাড়াও সংসদ নির্বাচনের দিন বা আগে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট আয়োজনের কথা বলা হয়েছে সুপারিশে। সংবিধান সংশ্লিষ্ট ৪৮টি বিষয়কে সামনে রেখেই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। জুলাই সনদ সংক্রান্ত সরকার একটি আদেশ জারি করবেন। আদেশটি হবে 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫'। গণভোটে একটি প্রশ্নই থাকবে। প্রশ্নটি হবে- 'আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫ এবং ইহার তফসিল-১ সন্নিবেশিত সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত খসড়া বিলের প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?'। সংবিধান সংস্কার পরিষদের বিষয়ে সুপারিশে বলা হয়, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে। যা সংবিধান সংস্কার বিষয়ে গাঠনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। ন্যূনতম ৬০ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন এই পরিষদের। যে বিষয়গুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব এবং যেগুলো অফিস অর্ডারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব সেসব বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছে কমিশন। ওদিকে কমিশনের জমা দেয়া সুপারিশে অনেক বিষয় --১৬ পৃষ্ঠায়

১২৮ জন জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মিথ্যা তথ্য দিয়ে গেজেটভুক্ত হওয়ায় ও দু-বার নাম থাকায় ১২৮ জন জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল করেছে সরকার। বুধবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। যারা প্রতারণার মাধ্যমে গেজেটভুক্ত হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও এতে জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, জুলাই --১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ দক্ষ কর্মী নেবে জাপান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ থেকে এক লাখ দক্ষ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রগতি জানাতে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে জাপানের 'ন্যাশনাল বিজনেস সাপোর্ট কম্বাইন্ড কোঅপারেটিভস' (এনবিসিসি) এর প্রতিনিধিদল ।

গত সোমবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গত রোববার বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন যমুনায় এনবিসিসি'র ২৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ সময় প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান --১৬ পৃষ্ঠায়

এক মাসে ১ কোটি ১৭ লাখ মানুষের ওমরাহ পালন

পোস্ট ডেস্ক : সৌদি আরবে হিজরি মাস রবিউস সানীতে রেকর্ড ১ কোটি ১৭ লাখেরও বেশি মানুষ ওমরাহ পালন করেছেন। যা এ পর্যন্ত অন্যতম সর্বোচ্চ মাসিক সংখ্যা বলে জানিয়েছে দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় এবং হারামাইন বিষয়ক সাধারণ কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওমরাহ পালনকারীদের মধ্যে ১৫ লাখেরও --১৬ পৃষ্ঠায়

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার ঘিরে তোলপাড়

পোস্ট ডেস্ক : গত বছর গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার একযোগে শেখ হাসিনার তিনটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলো প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স, এএফপি এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক দৈনিক দ্য ইনডিপেনডেন্ট। সাক্ষাৎকারগুলো নেওয়া হয়েছে ইমেইলে।

সাক্ষাৎকারে সাবেক প্রধানমন্ত্রী গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা হত্যায় তাঁর দায়, আসন্ন নির্বাচন, দেশে ফেরা, ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার এবং রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে লিখিত প্রশ্নের জবাব

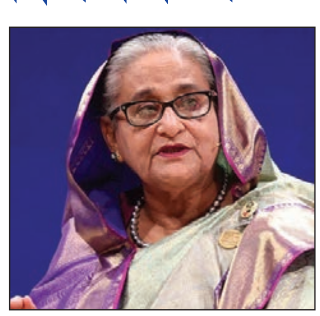

দিয়েছেন। এগুলোই পলাতক জীবনে তাঁর দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকার।

তিনটি সাক্ষাৎকারেই শেখ হাসিনা একই ভাষায় কথা বলেছেন। নিজে কোনো কিছুর দায় নেননি, কোনো কিছুর জন্যই অনুশোচনা করেননি। ছাত্র-জনতার হত্যার জন্য মাঠপর্যায়ে থাকা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দায়ী করেছেন। এমনকি তাঁর ভাষায়, সহিংস বিদ্রোহ দমনকে সাংবিধানিক অধিকার বলেও বর্ণনা করেছেন।

আবার নিজে পরপর তিনটি একতরফা নির্বাচনের আয়োজন করলেও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন চেয়েছেন। নিজে প্রধান বিরোধী দলকে নির্বাচনের বাইরে রেখে বিভেদ বাড়ালেও এখন বলেছেন, আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশ নিতে না দিলে দেশে বিভেদ বাড়বে।

ক্ষমা চাইতে অস্বীকার

দ্য ইনডিপেনডেন্ট তাদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনে বলেছে, ১৫ বছরের বেশি সময় --১২ পৃষ্ঠায়

সংসদ নির্বাচন বানচালের আশঙ্কা সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ সংশয় নতুন নয়। অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনের ঘোষনার পর থেকেই এই সন্দেহ জনমনে দানা বাঁধতে থাকে। আদৌ কি ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হচ্ছে? তা নিয়ে সরকারে থাকা কয়েকজন উপদেষ্টা ছাড়া কারও মুখে এখনো পর্যন্ত জোরালো ভাবে শুনা যাচ্ছে না কথাবার্তা! বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য উদগ্রিব হয়ে থাকলেও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এখনো দেশে যাওয়ার কোন দিন তারিখ ঠিক করেন নি। তবে জামায়াতে ইসলামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পক্ষে এখনো নয়। যদিও তারা ৩০০ আসনে তাদের প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে। বাকী দলগুলোও নির্বাচন নিয়ে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করছে না।

এদিকে ভারতে বসে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সাথে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তা ফলাও করে প্রচারের পর সরকার নড়েচড়ে বসেছে। খোঁদ সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন নিয়ে শংসয় প্রকাশ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের চেষ্টা হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'নির্বাচন বানচালের জন্য ভেতর থেকে, বাইরে থেকে অনেক শক্তি কাজ করবে। ছোটখাটো নয়, --১৬ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের প্রথম রোবটমন্ত্রী কে এই ডিয়েলা

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বে প্রথমবারের মতো মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছে একটি রোবট নারী। নাম তার ডিয়েলা। তাকে রাষ্ট্রীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আলবেনিয়া সেপ্টেম্বরে তাকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলেও বিলম্বে এ খবর জানা যায়। এর মধ্য দিয়ে ডিয়েলাই বিশ্বে কোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মন্ত্রী। একই সঙ্গে প্রথম নারী এআই মন্ত্রী। বিশেষ করে আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামার একটি ঘোষণার পর ডিয়েলার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে সবার। এডি রামা বলেছেন, ডিয়েলা গর্ভবতী। তার গর্ভে আছে ৮৩টি সন্তান। কৌতুক করে তার এমন দাবির পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন

তিনি। বলেছেন, ডিয়েলার এক একটি সন্তান হবে এক একজন সংসদ সদস্যের সহকারী। অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের কাজের সহযোগী হয়ে উঠবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা রোবট। তাহলে কি বিশ্ব এর মধ্য দিয়ে পুরোপুরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে আশ্রয় নিচ্ছে! এমনিতেই সব --১৭ পৃষ্ঠায়

দিল্লিতে কৃত্রিম বৃষ্টি নামাতে ব্যর্থ হলো বিজেপি সরকার

পোস্ট ডেস্ক : সাত মন তেল পুড়ল, কিন্তু রাধা নাচল না। ঢাকঢোল পিটিয়ে, ধুমধাম ও বিপুল খরচ করে অনেক আশা জাগিয়ে মেঘের মধ্যে রাসায়নিক ছড়িয়ে বৃষ্টি ঝরানোর চেষ্টা চালানো হলেও সব বিফলে গেল। বৃষ্টিস্নাত হলো না রাজধানী দিল্লি।

অথচ এ জন্য দিল্লির বিজেপি সরকার খরচ করল ৩ কোটি ২১ লাখ রুপি। কানপুর আইআইটি বলছে, বৃষ্টি হয়তো হয়নি, কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য তারা সংগ্রহ করতে পেরেছে।

কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরিয়ে রাজধানীর তীব্র দূষণের মাত্রা কমাতে --১২ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটসে বিশাল শান্তি র‍্যালী

বিভেদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি

বিভেদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলো টাওয়ার হ্যামলেটস। শনিবার দুপুরে হোয়াইটচ্যাপেল টাউন হলের সামনে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসমাবেশে সমবেত হয় বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের হাজারো মানুষ। রূপ নেয় এক বিশাল জনসমুদ্রের। পূর্ব ঘোষিত এ শান্তি র‍্যালিতে অংশ নেন রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতা এবং বিভিন্ন কমিউনিটির প্রতিনিধিরা।

উপস্থিত সকলেই একবাক্যে বলেন, বর্ণবাদ ও বিভেদের কোনো স্থান নেই টাওয়ার হ্যামলেটসে। নেই কোনো বিভাজনের সুযোগ। ডানপন্থীদের উগ্র কর্মসূচি ও মিছিল আমরা ঐক্যবদ্ধ শান্তিপূর্ণভাবে ঠেকিয়েছি এবং ভবিষ্যতে ও আমাদের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। এই বিজয় কোনো সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর নয়, এটি শান্তিকামী মানুষের বিজয়। তারা বলেন, ফার রাইট বা বর্ণবাদী মতবাদকে কখনোই টাওয়ার হ্যামলেটস প্রশ্রয় দেয়া হবে না। বিশাল এ সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, ইয়োর পার্টির প্রধান জেরেমি করবিন এমপি, ইউনাইটেড ইস্টএন্ড এর চেয়ার ড. গ্লিন রবিন সহ আরো অনেকে।

স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম এর কো চেয়ার সাবি দেলু ও ইউনাইটেড ইস্টএন্ড এর ফাউন্ডিং মেম্বার ড. আবদুল্লাহ ফালিক এর পরিচালনায় বক্তারা বলেন, এই বিজয় শান্তিকামী মানুষের। কোনো সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর নয়। কোনো ফার রাইট বা বর্ণবাদী মতবাদকে প্রশ্রয় দেবেনা টাওয়ার হ্যামলেটস। ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট থেকে আজ পর্যন্ত উগ্রবাদীরা কখনো টাওয়ার হ্যামলেটসকে ভাঙতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

সমাবেশে নির্বাহী মেয়র লুৎফর বলেন, "এই সমাবেশ আমাদের বৈচিত্র্য উদযাপনের এবং কমিউনিটিকে একত্রিত রাখার একটি উদাহরণ। আমরা অতীতের মতো এবারও প্রমাণ করেছি যে বিভেদের শক্তি কখনোই ইস্টএন্ডে জয়ী হতে পারেনি, এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।" মেয়র শান্তিপূর্ণ সমাবেশের পেছনে ভূমিকা পালনকারী সকল সংগঠন, পুলিশ এবং কাউন্সিলের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের ধন্যবাদ ও অকৃতজ্ঞতা জানান।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও এমপি জেরেমি করবিন, মেয়র লুৎফর রহমান সহ সকল সংগ্রামী মানুষদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "আমরা সবসময় টাওয়ার হ্যামলেটসের পাশে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো। এখানে টমি রবিনসনের মতো বর্ণবাদীদের কোনো স্থান এখানে নেই। তিনি আরো বলেন, আমার মা ১৯৩৬ সালে ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট জুইস কমিউনিটিকে সমর্থন জানাতে এখানে এসেছিলেন, আজ আমি এসেছি আপনাদের পাশে দাঁড়াতে।

সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন, জুইস স্যোসালিস্ট ফোরামের চেয়ার ডেভিড রোজনবাগ, ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনেদ আহমেদ, স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম এর ওয়েম্যান বেনেট, ক্রাইস্ট অ্যাপোস্টলিক চার্চ এর রেভারেন্ড ফাদার জেমস ওলানিপেকুন, মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন এমসিএ এর প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ, লোকাল চার্চ নেত্রী মাদার বেনেডিক্ট, সোমালি অ্যাক্টিভিস্ট সাফা জামা এমবিই, ইউনাইটেড ইস্টএন্ড এর এক্টিভিস্ট সামিরা আলি, এবং টাওয়ার হ্যামলেটস্ ইন্টারফেইথ ফোরামের প্রতিনিধি সুফিয়া আলম সহ আরো অনেকে।

বক্তারা বলেন, "বর্ণবাদ, সহিংসতা এবং বিভেদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্য প্রদর্শনের জন্য আজ আমরা এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে একত্রিত হয়েছি। ঐক্যই আমাদের শক্তি।"

তারা বলেন, শনিবার টাওয়ার হ্যামলেটসে ইউকিপ এর বিক্ষোভ কর্মসূচি কমিউনিটিতে গুরুতর অস্থিরতা তৈরীর আশঙ্কা থাকায় মেট পুলিশ এখানে তাদের এ সমাবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারপরও ঐক্য, সম্প্রীতি ও বৈচিত্র্যের প্রতীক হিসেবে শনিবার হোয়াইটচ্যাপেলে এই শান্তি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কিন্তু আমরা জানি, ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, ফার রাইট অর্থাৎ উগ্রপন্থীরা কখনো টাওয়ার হ্যামলেটসকে বিভক্ত করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।”

চলতি মাসের শুরুতে টাওয়ার হ্যামলেটস ফুল কাউন্সিল মিটিংয়ে ডানপন্থী উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রস্তাব পাশ হয়, যেখানে তারা অঙ্গীকার করেন যে, বরার বাইরে থেকে আসা ফার রাইট কর্মীদের উপস্থিতি প্রত্যাখ্যান করা হবে, যাতে বহিরাগতরা স্থানীয় কমিউনিটিকে টার্গেট করতে না পারে। একই সাথে মেট পুলিশ তাদের এক বিবৃতিতে জানানো হয় যে, জননিরাপত্তার স্বার্থে এবং বিশৃঙ্খলা রোধে ইউকিপ ইভেন্টটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম বীর প্রতীককে গ্লোবাল জালালাবাদের আজীবন সম্মাননা প্রদান

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ৩য় আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে স্পেনের বার্সেলোনায় এক বর্ণাঢ্য আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবকে ঘিরে পূর্ব লন্ডনের স্ট্রাটফোর্ড এলাকার একটি অভিজাত হোটেলে এক বিশেষ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট অতিথি জি.এস. কিডনি ফাউন্ডেশন সিলেটের অন্যান্য প্রতিস্টাতা কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম বীর প্রতীক-কে তাঁর জাতীয় ও সামাজিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কর্তৃক আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়।

এছাড়াও, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকা-এর সম্মানিত সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ড. এ কে আব্দুল মুবিন-কে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব সংগঠনের উপদেষ্টা ড. আলা উদ্দিন, সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট নজরুল ইসলাম বাসন, চিফ ট্রেজারার রফিকুল হায়দার, বাংলাদেশ সেন্টারের সাবেক ট্রেজারার সিরাজুল ইসলাম, সংগঠনের সহসভাপতি মো: আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, আশিকুর রহমান আশিক, মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন, ড. সৈয়দ মাসুক আহমেদ, অলিউদ্দিন শামীম, শেখ ফারুক আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ দিপক, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, দপ্তর সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ, মহিলা নেতৃবৃন্দসহ সংগঠনের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম বীর প্রতীক দেশের স্বাধীনতা, সমাজকল্যাণ ও মানবিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর কর্মপ্রেরণা আগামী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সবশেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রবাসে বাংলাদেশি ঐক্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়নে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অব্যাহত ভূমিকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনালের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত

আনন্দগন পরিবেশের মধ্যদিয়ে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনালের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার দুপুরে লেইটনের নিজস্ব হলে এ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়, প্রথম পর্বে সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগটনের চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম চৌধুরী। অনুষ্টান পরিচালনা করেন জেনারেল সেক্রেটারী লুৎফুর রহমান সায়েদ। অর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন ট্রেজারার হোসাইন আহমেদ। সভায় দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। নির্বাচন কমিশনারের দায়ীত্ব পালন করেন সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, কান্সিলার রহিমা রহমান ও পারভেজ কোরেশী । নির্বাচনে অন্য কোন প্যানেল না থাকায় ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নাম ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার।

নবনির্বাচিতরা হলেন, চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান জামাল আহমেদ খাঁন, জেনারেল সেক্রেটারী লুৎফুর রহমান সায়েদ, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী সামিমা বেগম মাতিন, ট্রেজারার হোসাইন আহমেদ, কমিটির ডাইরেক্টররা হলেন, হারুন রশিদ, সৈয়দা বিলকিস মনসুর, সোহেল আমিন, জেসমিন খান, মোহাম্মদ জাকারিয়া, মাসুদ চৌধুরী, রশনারা মনি, মোহাম্মদ আলী জিলু। পরে নবনির্বাচিতদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। এসময় নির্বাচিত আগামীতে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জগন্নাথপুর স্বরূপ চন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সভা

লন্ডনে জগন্নাথপুর স্বরূপ চন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সমন্বয় পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে লন্ডনস্থ গরপৎড় ইঁংরহবংংবং সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শতবর্ষ উদযাপন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা আবুল মুকিত চুনু (এম বি ই)-এর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব মোঃ আবুল হোসেনের পরিচালনায় দুই পর্বের সভার প্রথম পর্বে অনুষ্ঠানকে সফল করার লক্ষ্যে বক্তাগন দীর্ঘ দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ মূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পরে সভাপতি আলোচিত বিষয় থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিরতি ও নৈশভোজের পর শতবর্ষ উদযাপন বিষয়ক সমন্বয় পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক আশিকুল হকের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ।এই সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল শতবর্ষ পূর্তি উদযাপনকে সার্বিক সফল করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন উপ কমিটি গঠন করা প্রসঙ্গে। এই বিষয়ে সমন্বয়ক পরিষদের সদস্য সচিব আবুল হোসেন ৮টি উপ কমিটির নাম উপস্থাপন করে এই কমিটি গুলো গঠনের

লক্ষ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সদস্য সচিব আবুল হোসেনকে এই কমিটি গুলো গঠনের জন্যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরে সভাপতি অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দ্য পূর্ণ পরিবেশে সভার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন এস আই আজাদ আলী, আনোয়ার হোসেন, মোঃ ইছরাক আলী, আবুল খায়ের, সায়েক আহমদ, মোঃ দরছ উল্লাহ, সুলতান আহমেদ, লুৎফুর রহমান, বেলালুর রহমান, আশিকুর চৌঃসায়াদ আহমদ, শেলিনা বেগম, আকতার হোসেন মিজান, মোঃ আশিকুল হক, আবু সুফিয়ান চৌধুরি, মোঃ এম এ কাদির, তৌফিক আলি মিনার, মোঃ বশির মিয়া, হোসেন আহমদ, আজিজুর রহিম মিছবা, সিরাজ উদ্দিন, শামসুজ্জামান ঝুনু, আবুল কালাম রাজু, সুজাতুর রেজা সুজাত, জাকির হোসেন, বদরুল ইসলাম রফু, ফারুক আহমদ,সব্বির আহমদ খান, জুনেদ আহমদ, মির্জা নিকসন, সামছুল ইসলাম রাজন, আকিকুর রহমান চৌধুরী, মাছুম আহমদ, মোঃ নূর মিয়া, মিজানুর রহমান, কাজল মিয়া, আশরাফুল হুদা বাবুল, রিজিক হাসান, ইমরুল হক হীরক, আবুল হোসেন (কেশব পুর), দবির আহমদ, কামাল মিয়া, ওয়াদুদুর রহমান মাখন, ইকবাল হোসেন, কবির আহমদ, মামুনুর রশিদ রবিউল আলম নানু, সাজিদুর রহমান, আনছার মিয়া, এমরানুল হক, মোঃ জাহিদ হোসেন লিটন, শাহ মোঃ মনির, মোঃ সুমন চৌধুরী, দিলোয়ার হোসেন, সোহেল ভুঁইয়া, লাহিন আকরাম, তাইফ সারওয়ার কলিন, আল-আমিন, সায়েদ চৌধুরী (পিকলু), আবু খালেদ, রুবেল আহমদ, মো সুমন আহমদ (হবিবপুর), আবুল আমিন রুম্মান, মোঃ আলিফ মিয়া, জাকির হোসেন (হরিহরপুর), আবুল খায়ের, ওয়ারকান হাসান, তানজিরুল হক ইবন, জাকারিয়া আহমেদ, জয়নাল আবেদীন, আলমগির হোসেন, জোবের আহমদ, জাকারিয়া হোসেন, হাবিবুর রহমান মুন্না, এমরান আহমদ প্রমুখ।

বালাগঞ্জ-গহরপুরে রুকন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের স্বপ্নের মেগা প্রকল্প

মাত্র দুই হাজার পাউন্ডে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও এক হাজার পাউন্ডে আজীবন সদস্য হওয়ার সুযোগ

লন্ডন, ২৮ অক্টোবর: সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার দেওয়ানবাজার ইউনিয়নের উত্তর-পশ্চিমে ওসমানী নগর উপজেলার সীমান্তবর্তী রুকনপুর গ্রামে রুকন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ইউকে'র উদ্যোগে গড়ে তোলা হচ্ছে আততাকওয়া মেগা প্রকল্প। আর্তমানবতার সেবায় আলী আহমেদ নেছাওর এর পরিবারের সদস্যদের দানকৃত ১৫০ শতক জমিতে আততাকওয়া মেগা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মেগা প্রকল্পটির বিস্তারিত তুলে ধরতে ২৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের তাড়াতাড়ি রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রুকন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ইউকে'র মিডিয়া পার্টনার 'বালাগঞ্জ প্রতিদিন' এর প্রধান সম্পাদক ও সাপ্তাহিক সুরমা'র কমিউনিটি নিউজ এডিটর মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান এবং সংগঠনের চিফ ফান্ডরেইজিং অ্যাডভাইজার ফরহাদ হোসাইন টিপুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রুকন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ইউকে'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলী আহমেদ নেছাওর।

সংবাদ সম্মেলনে আলী আহমেদ নেছাওর বলেন, আজকে আমাদের রুকন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের "আততাকওয়া মেগা প্রকল্প" এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনাদেরকে এবং আপনাদের মাধ্যমে দেশের মানুষকে অবহিত করতেই আমরা এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি। আমাদের এই 'রুকন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ইউকে' হলো ব্রিটিশ বাংলাদেশি মানবদরদী, দেশপ্রেমিক প্রবাসীদের অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংগঠন। হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি জনাব নজরুল ইসলাম চৌধুরী উপদেষ্টা হিসেবে এই মেগা প্রকল্পের সাথে যুক্ত আছেন। এছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনহিতৈষী লোকজন প্রকল্পের সাথে যুক্ত আছেন। আর্ত মানবতার সেবায় সম্পূর্ণ অলাভজনক এই প্রকল্পে থাকছে একটি এতিম খানা, একটি হাফিজিয়া নূরানী মাদ্রাসা, একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, একটি বৃদ্ধাশ্রম ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ একটি মেটারনিটি হাসপাতাল। দেশের সেরা প্রকৌশলীদের দিয়ে আততাকওয়া মেগা প্রকল্পের নকশা এবং স্থাপত্য পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের জমি পরিষ্কার, মাটি ভরাট, রাস্তা নির্মাণ, দুটি প্রবেশ পথ নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগ ও সীমানা প্রাচীরসহ মূল ফটকের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বৃক্ষরোপন কাজ চলমান রয়েছে। আগামী বছরের প্রথমদিকে মূল প্রকল্পের কাজ শুরু করে এবং অতিদ্রুত নির্মাণ কাজ শেষ করে মানুষের সেবা কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এলাকার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে মেটারনিটি হাসপাতাল নির্মাণকে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে। আপনারা জানেন মেটারনিটি হাসপাতাল হলো এমন একটি হাসপাতাল যেখানে গর্ভবতী মহিলা এবং নবজাতকদের গর্ভাবস্থা ও প্রসবকালীন সময়ে বিশেষ যত্ন প্রদান করা হয়। যেখানে মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্লিনিক্যাল সুবিধা থাকে। আমরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন একটি মেটারনিটি হাসপাতাল নির্মাণ করার পরিকল্পনা করছি।

তিনি বলেন, বালাগঞ্জ গহরপুরে আমরা কেবল আততাকওয়া মেগা প্রকল্প গড়ছি না; আমরা দেশের হতদরিদ্র, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য একটি আশার বাতিঘর বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। যেখানে আর্তমানবতার সেবাই হবে আমাদের সর্বোচ্চ অঙ্গীকার। আমাদের এতিম খানার শিশুরা, আমাদের হাফিজিয়া নূরানী মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা কেউ পিছিয়ে থাকবে না। কেউ কোন কিছুর অভাববোধ করবে না। যুক্তরাজ্যে যেভাবে বৃদ্ধ বাবা-মাকে সেবা করা হয়, ঠিক সেভাবেই আমাদের বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দাদের সেবা দেওয়া হবে। সেবা দিয়ে সেই সব অসহায় বাবা-মায়ের বৃদ্ধ বয়সের সময়কে আরও নিরাপদ করে তোলা হবে। আমাদের নির্মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মেটারনিটি হাসপাতালে প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আধুনিক এবং মানসম্মত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হবে। যা দেশের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আগামী প্রজন্ম দেখবে, কীভাবে প্রবাসী মানুষের দেশপ্রেম, ঐক্য, ত্যাগ ও নিষ্ঠা দেশের অসহায় প্রান্তিক মানুষের ভবিষ্যৎ পাল্টে দিতে পারে।

তিনি আরও বলেন, আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে রুকন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ইউকে ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনারা সাংবাদিক ভাই-বোনেরাসহ সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের আততাকওয়া মেগা প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। যেকোন দেশপ্রেমিক প্রবাসী চাইলে এই মেগা প্রকল্পে যুক্ত হতে পারবেন। প্রকল্পটিতে প্রবাসীরা অংশ নিতে চাইলে মাত্র দুই হাজার পাউন্ডে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও মাত্র এক হাজার পাউন্ডে আজীবন সদস্য হতে পারবেন। পরিবেশের কথা চিন্তা করে প্রকল্পটিতে আনুমানিক দুইশত গাছ রোপন করা হবে। এই গাছের ফল দরিদ্র মানুষের পাশাপাশি মাদ্রাসার শিক্ষক, এতিমখানার শিক্ষার্থী, ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দাদের ফলের চাহিদা পুরণ করবে। বৃক্ষরোপন কাজে কেউ শরিক হতে চাইলে শরিক হতে পারবেন। অনুদান এককালীন অথবা কিস্তিতে দেওয়া যাবে। প্রকল্পটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আজীবন সদস্যদের রুকন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ইউকে'র পক্ষ থেকে বিশেষ সন্মাননা দেওয়া হবে। উক্ত মেগা প্রকল্পটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আজীবন সদস্য হতে চাইলে রুকন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ইউকে'র ওয়েবসাইট (https://rukondf.org/) ভিজিট করে এই ফোন- ০৭৯৩১ ৬৩২ ৪৮৪ নাম্বারে অথবা এই ইমেইলে info@rukondf.org যোগাযোগ করার অনুরোধ জানাই। অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করতে চাইলে আমাদের সকল প্রকল্পের বিস্তারিত জানতে ও অনুদান দিতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করার বিনীত অনুরোধ জানাই। আপনারা সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ, আমরা আপনাদের মূল্যবান পরামর্শসহ সর্বাত্মক সহযোগিতা চাই।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন- রুকন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ইউকে'র চিফ অ্যাডভাইজার ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নর্দাম্পটন করবি বারা কাউন্সিলের সাবেক মেয়র মুজিবুর রহমান, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সর্বজনাব সুহেল আহমেদ, ছহুল মুনিম, শহীদ আবুল কালাম সেতু, আতিকুর রহমান ও বিবিসিএ লন্ডন রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট কদুরুল ইসলাম এবং বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মীরু।

এসময় বাংলাদেশে পরিকল্পনাধীন আততাকওয়া মেগা প্রকল্পের বিশেষ পরামর্শক হাসনাত আরিয়ান খান ও রুকন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও ফাউন্ডিং মেম্বারগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং মেগা প্রকল্পটির বাস্তবায়নে সাংবাদিকরাসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

Al Mustafa Welfare Trust
Charity Number: 1118492

আপনি যদি আপনার নিজের এলাকায় একটি ক্যাম্পের জন্য দান করতে চান
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

If you wish to donate for a camp in your chosen area
please contact us

Call: +44 (0)20 8569 6444
Visit: www.almustafatrust.org

100% ZAKAT POLICY
Registered with FUNDRAISING REGULATOR

Organisation for the Recognition of 'BANGLA' as an Official Language of the UN

অর্গ্যানিজেশন্ ফর দ্যা রেকগনিশন্ অফ্ বাংলা
এ্যাজ এ্যান অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ অফ্ দ্যা ইউনাইটেড নেশন্স

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ,
আস্সালামু আলাইকুম।

বিষয়: সাধারণ সভা এবং ইতিবৃত্ত বিষয়ক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, ২০২৫।

এতদ্বারা সকল কার্যকরী পরিষদ এবং সাধারণ সদস্যের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২রা নভেম্বর এক সাধারণ সভা ও সংগঠনের ইতিবৃত্তসম্বলিত দ্বিতীয় সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

নিম্নে সময়, স্থান এবং আলোচ্যসূচী উল্লেখ করা হলোঃ

সময় ও তারিখঃ দুপুর ১ ঘটিকা, ২রা নভেম্বর
স্থানঃ বাংলাদেশ মাল্টি পারপাছ সেন্টার,
136-148 Victoria Rd,
Birmingham, B6 5HH

আলোচ্যসূচীঃ
১। সভাপতির স্বাগত ভাষণ
২। সম্মেলন এবং সংগঠনের আলোকে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির ইতিহাস
৩। সংগঠনের ইতিবৃত্ত নিয়ে বইয়ের
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনা উদযাপন
৪। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
৫। অন্য কোনো বিষয়

মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা রয়েছে।

অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে কৃতজ্ঞ করবেন।

অনুরোধক্রমে,

তাফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, সভাপতি।
ফয়জুর রহমান চৌধুরী এমবিই, মহাসচিব।

C/O Bangladesh Centre, 97 Walford Road, Sparkbrook, Birmingham B11 1NP
E-Mail: tafazzalchowdhury@gmail.com / faizchoudhurymbe@hotmail.com
Mobile: 0789 7618 548 / 0787 0592 109

UK Government

যুক্তরাজ্য সরকারের সাথে মিলে যৌথভাবে প্রকাশিত

নতুন একটি আবাসন আইন প্রণীত হয়েছে

Make things right

নতুন এ আবাসন আইন অনুসারে বাড়িওয়ালাদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জরুরী ঝুঁকি আর ক্ষতিকর স্যাঁতসেঁতে অবস্থা এবং ফাঙ্গাসের সমস্যা খতিয়ে দেখে তার সমাধান করতে হবে।

নতুন আইনে কী কী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সে সম্পর্কে আরও জানতে ভিজিট করুন **gov.uk/socialhousing**

নতুন আবাসন আইন এসেছে, এতে কী আছে জেনে নিন

তদন্ত পরিচালনা ও বাড়িকে ঝুঁকিমুক্ত করতে আইনটি বাড়িওয়ালাদের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং সঠিক রক্ষণাবেক্ষণসহ বাড়ি প্রত্যেকেরই প্রাপ্য। ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বসবাস আপনার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে। আওয়াবের আইন হল এমন একটি নতুন আইন যা বাড়িওয়ালাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার মাধ্যমে দ্রুত বাড়ির সমস্যা তদন্ত করতে এবং বাড়িকে ঝুঁকিমুক্ত করতে সহায়তা করে।

আওয়াবের আইন কী?

আওয়াবের আইনের নামকরণ করা হয়েছে দুই বছর বয়সী আওয়াব ইসহাকের নামে, যে তার বাড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে ছত্রাকের সংস্পর্শে থাকার কারণে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। সামাজিক আবাসনে থাকা ভাড়াটেদের আরও সুরক্ষা প্রদানের জন্য নতুন আইনের প্রথম পর্যায়টি **২৭ অক্টোবর ২০২৫** তারিখে কার্যকর হবে।

এর অর্থ কী?

ভাড়াটেদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল, ভাড়াটিয়া এখন কোনও সমস্যার কথা জানালে বাড়িওয়ালাদের কতটুকু সময়ের মধ্যে সাড়া দিতে হবে তার জন্য কঠোর সময়সীমা প্রবর্তন করা।

- জরুরী সমস্যা (যেমন: বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক ত্রুটি, ক্ষতিগ্রস্ত বাইরের দরজা বা জানালা এবং পানির লাইনে বড় ধরনের লিক) তদন্ত করতে হবে এবং **২৪ ঘন্টার** মধ্যে ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে।
- উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিসমূহ (যেমন: স্যাঁতসেঁতে অবস্থা এবং ফাঙ্গাসের সমস্যা) **১০ কার্যদিবসের** মধ্যে তদন্ত করতে হবে এবং অতপর আরও **৫ কার্যদিবসের** মধ্যে ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে।

সমস্ত জরুরী সমস্যা ও সকল স্যাঁতসেঁতে অবস্থা এবং ফাঙ্গাসের কারণে সৃষ্ট সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি থেকে ভাড়াটেদের সুরক্ষার বিষয়টি অক্টোবর থেকে আওয়াবের আইনের আওতায় আসবে। ২০২৬ এবং ২০২৭ এর মধ্যে আরও বেশ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ সমস্যাকে নতুন আইনের আওতায় আনা হবে।

আপনার বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কী আশা করবেন

যদি আপনার বাড়িতে কোনও সমস্যা থাকে, বিশেষ করে যদি আপনি মনে করেন যে এটি আপনার স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তাহলে অবিলম্বে আপনার বাড়িওয়ালাকে তা অবহিত করুন। এটি অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে - সরাসরি আপনার বাড়িওয়ালার ওয়েবসাইট থেকে, ইমেলের মাধ্যমে, ফোনে বা ব্যক্তিগতভাবে।

বাড়িওয়ালারা বিষয়টি বিবেচনা করবেন এবং নির্ধারণ করবেন যে এটি আওয়াবের আইনের আওতাভুক্ত কিনা এবং যদি তাই হয়, তাহলে তাদের নতুন সময়সীমার মধ্যে আপনার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য তাৎক্ষণিক এবং উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ঝুঁকি তৈরী করে এমন জরুরী সমস্যাগুলি তদন্ত করতে হবে এবং **২৪ ঘন্টার** মধ্যে তা ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে। স্যাঁতসেঁতে অবস্থা এবং ফাঙ্গাসজনিত গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকিগুলো **১০ কার্যদিবসের** মধ্যে তদন্ত করতে হবে এবং **৫ কার্যদিবসের** মধ্যে আপনার বাড়ি ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে।

কোনও সমস্যার ঝুঁকি মূল্যায়ন করার সময় একজন বাড়িওয়ালাকে ভাড়াটেদের পরিস্থিতিও বিবেচনা করতে হবে। সমস্যাটি অবহিত করার সময় ভাড়াটেদের নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্যাটি তাদের পরিবারকে কীভাবে প্রভাবিত করছে।

বাড়িওয়ালার প্রতিক্রিয়ায় অসন্তুষ্ট?

আপনি যদি কোনও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তা সমাধান না করা হয় অথবা আপনি খুশি না হন, তাহলে আপনার বাড়িওয়ালার নির্ধারিত অভিযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার বাড়িওয়ালার কাছে অভিযোগ করুন। যদি আপনি আপনার বাড়িওয়ালার কাছে অভিযোগের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ায় সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আপনি এটি হাউজিং অমবাডসম্যানের কাছে পাঠাতে পারেন। তারা স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং ন্যায্যভাবে তদন্ত করবে।

আওয়াবের আইন ও সুনির্দিষ্ট এবং জরুরী ঝুঁকি কী এবং সময়সীমা সম্পর্কিত আরও তথ্য জানতে অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন **gov.uk/social-housing**

সঠিক সমাধান, দ্রুত সময়ে।

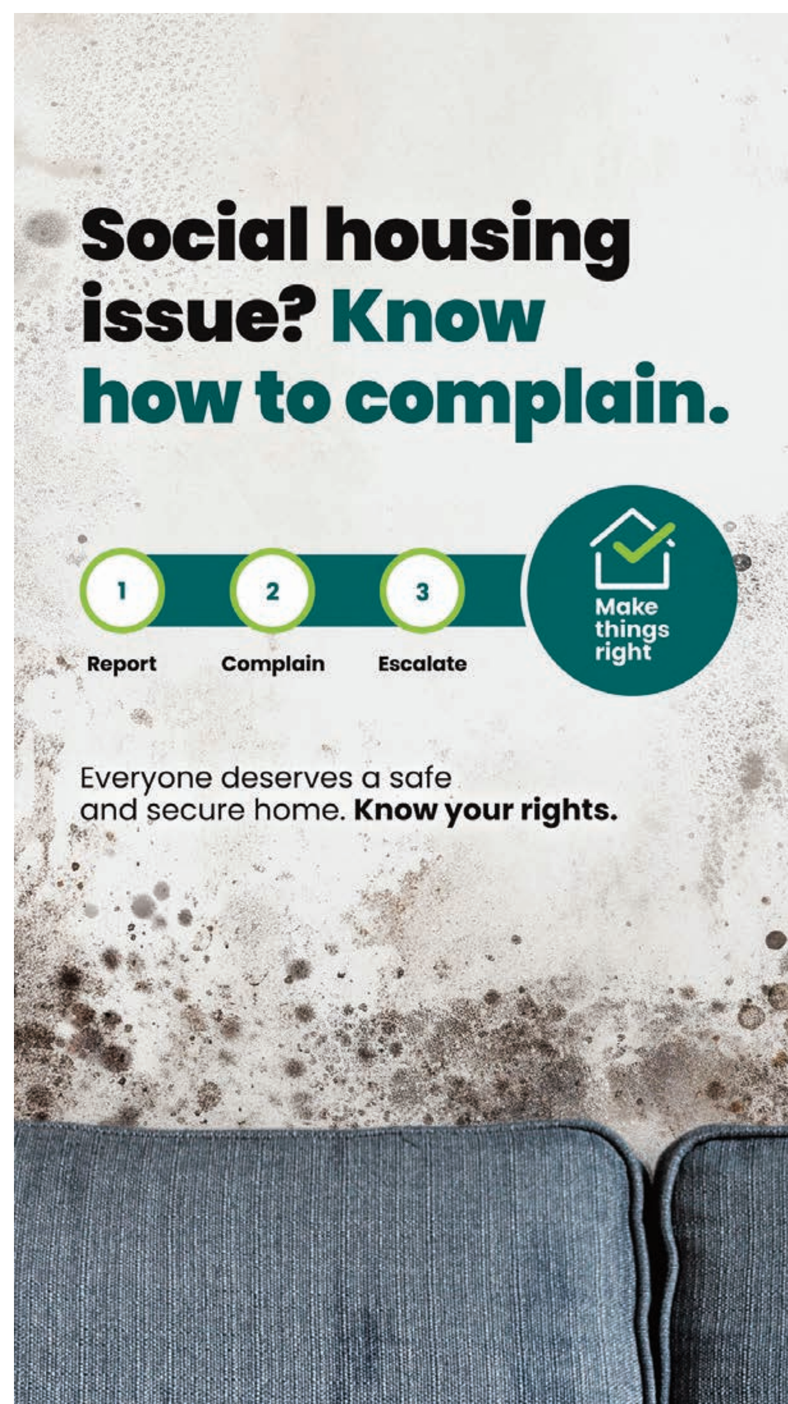

জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট সহ ৫ দফা দাবীতে লন্ডনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দফা দাবিতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে লন্ডনের ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্কে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখা।

গত (২৫ অক্টোবর) শনিবার অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান। সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদের পরিচালনার অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক ও লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন, যুক্তরাজ্য শাখার সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান, লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া, মাওলানা মুছা আহমদ, আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদরুল ইসলাম, মাওলানা তুফায়েল আহমদ, প্রমূখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ঘোষণা করা জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করার জন্য আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে নভেম্বরের মধ্যেই গণভোট আয়োজন করতে হবে এবং এর ভিত্তিতেই আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ঘোষিত পাঁচ দফা দাবি কেবল আমাদের দলের দাবি নয় - এটি দেশের সর্বস্তরের জনগণের প্রাণের দাবি।নেতৃবৃন্দ, অন্তর্র্বতীকালীন সরকার কে অবিলম্বে জনগণের দাবি মেনে নিতে আহ্বান জানান।

কর্মবীর মাওলানা আব্দুর রহমান সিংকাপনী জীবনী গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

বিশেষ প্রতিনিধিঃ বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও ইতিহাসবীদ সৈয়দ জয়নাল আবেদীন এডভোকেট রচিত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, আজাদী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন ও সিলেট গনভোটের সংগ্রামী নেতা, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বাগ্মী মাওলানা আব্দুর রহমান চৌধুরী সিংকাপনী গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২৬ অক্টোবর রবিবার ভ্যালেন্স রোডের কমিউনিটি হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কবি-কলামিষ্ট শিহাবুজ্জামান কামালের সভাপতিত্বে ও কে এম আবু তাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনায় অংশ নেন মুফতি শায়েখ সালেহ আহমদ, শেখ মোঃ মফিজুর রহমান, অধ্যাপক এ কে শহীদুর রহমান, কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী, খান জামাল নুরুল ইসলাম, হাজী আবুল বাশার, ডাঃ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, শফিক মিয়া প্রমুখ।

সভায় আগামী ১৬ বা ২৩ নভেম্বর প্রকাশনা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় একটি প্রকাশনা উদযাপন কমিটি গঠণ করা হয়। এ কমিটির কর্মকর্তারা হলেন, আহ্বায়ক -মাওলানা আব্দুল মালিক, যুগ্ম আহ্বায়ক -মুফতি শায়েখ সালেহ আহমদ, শেখ মোঃ মফিজুর রহমান, ডঃ মোহাম্মদ আবুল লায়েছ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, অধ্যাপক এ কে শহীদুর রহমান ও খান জামাল নুরুল ইসলাম।

সদস্য সচিব - কে এম আবু তাহের চৌধুরী, যুগ্ম সদস্য সচিব -মিছবাউর রহমান চৌধুরী, অর্থ সচিব-কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী, যুগ্ম অর্থ সচিব - রুহুল আফসার মোর্শেদ, প্রেস সচিব -খালেদ মাসুদ রনি, যুগ্ম প্রেস সচিব - আমিনুর চৌধুরী।

সদস্যবৃন্দ -মাহিদুর রহমান, হাফেজ সৈয়দ নায়ীম আহমদ, মাওলানা আব্দুল বাছিত, হাফিজ হোসাইন আহমদ, মাওলানা আবুল হাসনাত চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, আলহাজ্ব রফিক উল্লাহ, এম এ রব, হাজী ফারুক মিয়া, মো: শফিক আহমদ, হাজী সুরুক মিয়া, শফিক মিয়া, নোমান চৌধুরী, ইকবাল হামিদ চৌধুরী, সুহেল হামিদ চৌধুরী, মিফতাহ চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী. আবু আনাছ চৌধুরী, আবু আক্কাছ চৌধুরী, রায়হান চৌধুরী, আব্দুল কাদির আদিল চৌধুরী, মোহাম্মদ হেলাল, সাংবাদিক জয়নাল আবেদিন, শেখ ফারুক আহমদ, মশাহিদুর রহমান, হারুনুর রশীদ, শামসুল ইসলাম মুরাদ ও রেদওয়ানুর রহমান।

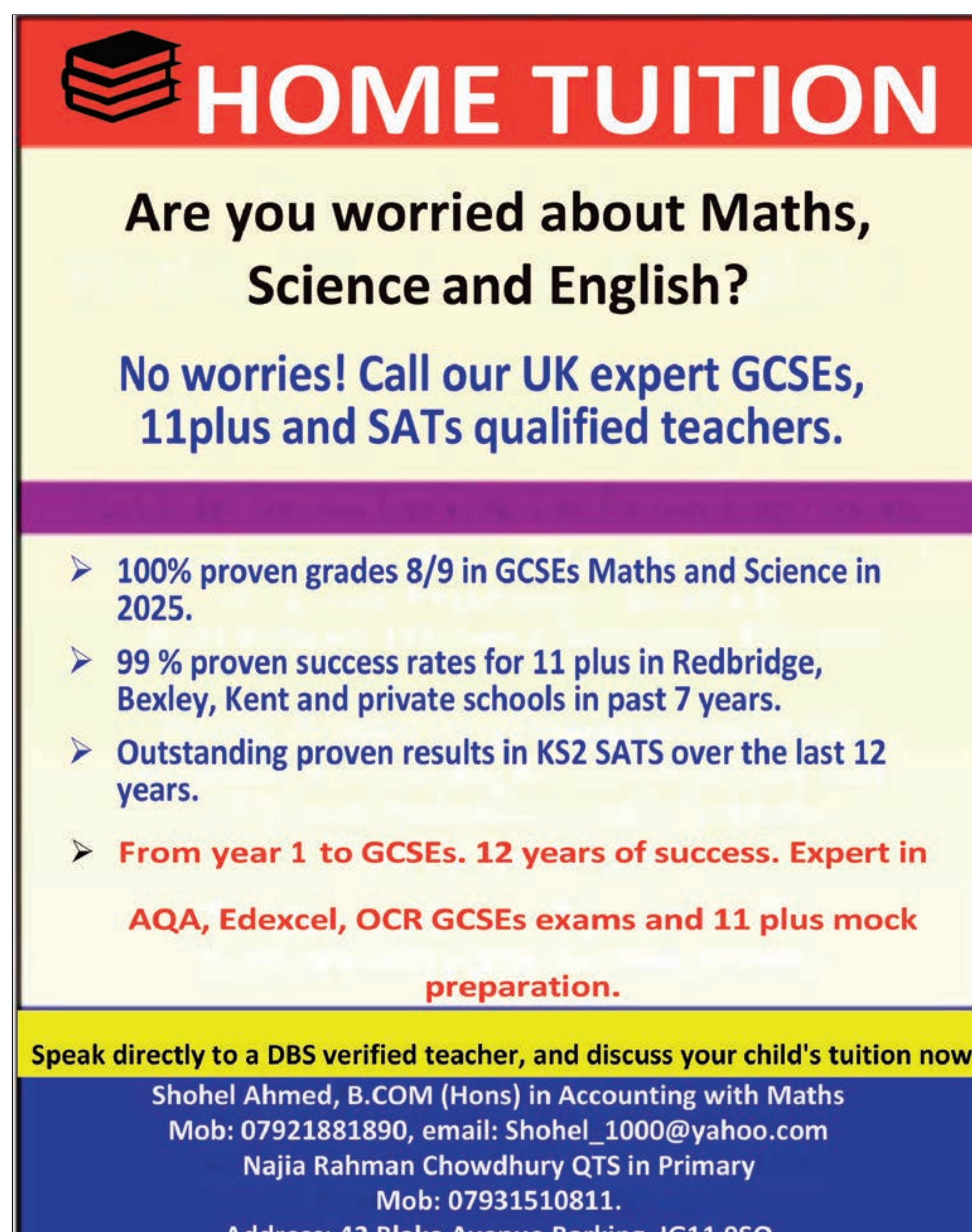

লন্ডনে আলোকচিত্রী শহীদুল আলমকে সম্মাননা প্রদান

তৌহিদুল করিম মুজাহিদঃ লন্ডনে মানবাধিকারকর্মী ও বিশ্বখ্যাত আলোকচিত্রী শহীদুল আলমকে সম্মাননা জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইউকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইস্ট লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইউকে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশের অন্যতম গুণীজন শহিদুল আলমকে সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বিশ্বখ্যাত আলোকচিত্রী শহীদুল আলম বলেন, "বাংলাদেশে তিন শ্রেণির মানুষই প্রকৃত হিরো, তারা হলেন, কৃষক-কৃষাণী, গার্মেন্টস শ্রমিক ও প্রবাসীরা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এযাবৎকালে তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে ব্যার্থ হয়েছি।

তিনি আরো বলেন, এখন সময় এসেছে

তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করার। অন্তবর্তীকালীন সরকারের সমালোচনা করলেও তিনি আশা হারাননি বলে জানান এই বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট শাকির হোসাইন, পরিচালনা করেন সেক্রেটারি তৌহিদুল করিম মুজাহিদ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী, ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ, ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট জুনায়েত রিয়াজ, সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি মাহবুবা জেবিন, আইটি সেক্রেটারি রাজিব হাসান, পাবলিকেশন সেক্রেটারি আবদুল কাদের জিলানী, ক্লাব সদস্য আব্দুল মোমিন, লেখক ও কলামিস্ট ও বাংলাদেশ লেবার পার্টির যুগ্ম মহাসচিব রাকেশ রহমান সহ অন্যান্য সদস্যরা।

বক্তৃতার শুরুতেই শহীদুল আলম তাকে সম্মান জানানোর জন্য বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রবাসী সংগঠনগুলোকে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকার আহ্বান জানান। শহীদুল আলমের এই বক্তব্যে বাংলাদেশ ও প্রবাসী সমাজে ইতিবাচক আলোচনা তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান জানাতে ও নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দুঃসাহসিক অভিযান ফ্লোটিলায় অংশ নেয়া বাংলাদেশের বিশ্বখ্যাত আলোকচিত্রী শহীদুল আলম সম্প্রতি ইসরাইলি সেনাদের হাতে আটক হওয়ার পর মুক্তি পেয়ে তিনি বাংলাদেশে ফিরে যান এবং সেখান থেকে তিনি বৃটেনে আসেন আন্তর্জাতিক বেশ কিছু সেমিনারে অংশ নিতে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে তার এই দুঃসাহসিক উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং তার এ সকল ভাল কাজের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যাখ্যা করেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লীডস শাখা নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লীডস শাখার নবগঠিত কমিটির প্রথম নির্বাহী সভা গতকাল ২৭শে অক্টোবর সোমবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য শাখার সহসাধারণ সম্পাদক ও লীডস শাখার নবনির্বাচিত সভাপতি মাওলানা ছাদিকুর রহমান।নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মুফিজুর রহমান মারুফের সঞ্চালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করেন শাখার সিনিয়র সহ সাইদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ শাহনূর সেলিম,বায়তুল মাল সম্পাদক মাওলানা বিলাল আহমদ প্রমুখ।

আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা হুসাইন আহমদ, হাফেজ মাওলানা সালমান, হাফিজ মাওলানা সাইফুল ইসলাম, জাকির আহমদ, মোহাম্মাদ ওমর, প্রমূখ।

সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রম আরো জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সভাপতি হাফেজ আখলাকুর রহমান চৌধুরী।

সভায় ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ।

শাখার দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি মাওলানা শফিকুর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সভায় নেতৃবৃন্দ, ঘোষিত জুলাই সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট সহ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ঘোষিত ৫ দফা দাবি অবিলম্বে মেনে নিয়ে তা বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্ট রিজিওন এর অভিষেক ও ডিনারপার্টি অনুষ্ঠিত

আমাদের রেমিট্যান্সের টাকায় দেশের অর্থনীতি সচল হয়,কিন্তু আমরা সিলেটবাসী প্রতি মুহুর্ত প্রশাসনিক অবহেলার ছায়ায় বঞ্চনার শিকার হচ্ছি, এটা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া হবে না গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্ট রিজিওন এর অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বক্তারা এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও আনন্দঘন পরিবেশে বিপুল সংখ্যক সিলেটবাসীর উপস্থিতিতে প্রকৃতির অপরূপ সাজে সজ্জিত ঐতিহ্যাবাহী কেন্ট শহরের স্থানীয় সেন্টারে ২৩ শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৭ টায় সংগঠন এর সাউথ ইস্ট রিজিওনাল চেয়ারপার্সন কমিউনিটি লিডার হারুনুর রশিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতেই নবগঠিত কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও শপথ বাক্য পাঠ করান গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব মোহাম্মদ মকিস মনসুর।

সংগঠন কেন্ট রিজিওনের ভাইস চেয়ার আবুল কালাম আজাদ ও সাউথ ইস্ট রিজিওনাল কেন্দ্রীয় কো-কনভেনর বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী জামাল হোসেন এর যৌথ পরিচালনায় উক্ত সম্মেলন ও ডিনারপার্টিতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্যাট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসাইন এম বি ই, বিশেষ অতিথি গ্রেটার সিলেট ইউকের সাবেক চেয়ারপার্সন বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী নুরুল ইসলাম মাহবুব, প্রাক্তন সেক্রেটারি ৭১ এর বীর মুক্তিযুদ্ধা সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম কায়সর, সংগঠন এর কেন্দ্রীয় কো-কনভেনর মসুদ আহমদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান, সাউথ ইস্ট রিজিওনাল জয়েন্ট কনভেনর রেজাউল করিম সিপার, সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক শাহ শাফি কাদির, আব্দুর রহিম রনজু, সৈয়দ সায়েম করিম, আব্দুল বাছিত রাফি, সৈয়দ কাহের, রেজাউল কবির রাজা, মুস্তাফিজ খন্দকার পায়েল, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কবি নুরজাহান রহমান শিল্পী, ও জায়েদ ইমতিয়াজ চৌধুরী, সহ কেন্দ্রীয় ও রিজিওনাল অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের কেন্ট রিজিওনাল নতুন কমিটিতে যুবসংগঠক মুক্তার আলীকে চেয়ারপার্সন, তাহামুল হোসেন লিটনকে জেনারেল সেক্রেটারী, আব্দুল আহাদকে ট্রেজারার, ও কবি নুরজাহান শিল্পীকে উইমেন্স অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি ও ১৫ সদস্য উপদেষ্টা পরিষদকে অভিষিক্ত করা হয়েছে।

সংগঠন এর প্রয়াত নেতৃবৃন্দের ইসহালে সওয়াব উপলক্ষে মাগফেরাত কামনা, অসুস্থ রুগীদের সুস্থতা, ও মুসলিম উম্মার সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া পরিচালনা করেন আসফোড মসজিদের ঈমাম ও খতীব মাওলানা মিজানুর রহমান।

সভায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর লিখিত প্রস্তাবে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ছয় লেন প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন, এয়ারপোর্টে প্রবাসীদের নানা ধরনের হয়রানি বন্ধ, সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু, বাংলাদেশ হাইকমিশনে নো-ভিসা ফি ও বিমানের ভাড়া কমানোর জোর দাবি জানিয়েছেন। যাহা উপস্থিত সবাই করতালির মাধ্যমে সম্মতি প্রদান করেছেন।

প্রধান অতিথি সংগঠনের প্যাট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসাইন এম বি ই, সতর্ক করে বলেন, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক, রেলওয়ে ও বিমানপথে চলমান জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এই অঞ্চলের জনগণ প্রতিদিন নানামুখী ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এই সব ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুজিবুর রহমান বলেন, প্রবাসীদের মধ্যে ঐক্য জোরদার করা এবং সিলেট বিভাগের সার্বিক উন্নয়নে ও মানবতার কল্যাণে এবং বৃটেনের বাংলাদেশ কমিউনিটি উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখাই সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

সভাপতির বক্তব্যে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের সাউথ ইস্ট রিজিওনাল চেয়ারপার্সন হারুনুর রশিদ সিলেট বিভাগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ন্যায্য দাবী দাওয়া বাস্তবায়নে যদি সময়মতো কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে সিলেটবাসী ন্যায্য অধিকার আদায়ে রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধসহ বিশ্বময় কঠোর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলে হুশিয়ারি প্রদান করেছেন।

এছাড়াও সংগঠনকে গতিশীল করতে ও আগামীতে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে দীপ্ত শপথ সহ সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে টাওয়ার হামল্যাটস শাখার উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ সমাবেশে জমিয়ত নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ

২৫ অক্টোবর ২০২৫ শনিবার চরমপন্থী বর্ণবাদী শক্তি ইউকিপ, লন্ডনের টাওয়ার হামল্যাটস এলাকায় চরমপন্থা ও বর্ণবাদকে শ্লোগান বানিয়ে নববৃটিশ উৎখাতের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। টাওয়ার হামল্যাটস এলাকায় তাদের অপতৎপরতা বৃটিশ পুলিশ সফলভাবে রুখে দেয়। এসময় টাওয়ার হামল্যাটসের হাজার হাজার অধিবাসী ওয়াইটচ্যাপল এলাকায় রাস্তায় নেমে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হাজার হাজার মানুষ বর্ণবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ রেকর্ড করান। কমিউনিটির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে নেতৃবৃন্দও টাওয়ার হামল্যাটস জমিয়তের ব্যানারে বিক্ষোভ সমাবেশ স্থলে একত্রিত হন। এসময় ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে এবং বর্ণবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিডিয়ার উদ্দেশ্যে তাঁদের ম্যাসেজ তুলে ধরেন। ইউকে জমিয়ত টাওয়ার হামল্যাটস শাখার সভাপতি মাওলানা হাফিজ মুহাম্মদ ইলিয়াস ও সেক্রেটারি মাওলানা নাজমুল হাসানের তত্বাবধানে বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশে প্রতিবাদী বক্তব্য দেন ইউকে জমিয়তের সভাপতি ডক্টর মাওলানা শুয়াইব আহমদ, ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি বিশিষ্ট মিডিয়া ভাষ্যকার মুফতি আবদুল মুনতাকিম, কমিউনিটি নেতা কে,এম আবু তাহের চৌধুরী, ইউকে জমিয়তের সহ-সভাপতি মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, সহ-সভাপতি হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ ও হেকনী জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ বলেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ব্রিটেনের সুনাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। মাল্টি কালচারের দেশ হিসেবে এ দেশের পরিচিতি গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। লন্ডনের টাওয়ার হামল্যাটস এলাকা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ঐতিহাসিক সুনাম রক্ষা করে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে টাওয়ার হামল্যাটস এলাকাকে টার্গেট করে অশান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস যুগ যুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে। আজ টাওয়ার হামল্যাটস এলাকায় হাজার হাজার অধিবাসী রাজপথে নেমে অশান্তি, অশৃঙ্খলা ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ ভাবে তাদের জোরালো প্রতিবাদ রেকর্ড করিয়েছে। বক্তারা বলেন ইউকেতে শান্তি ও নিরাপত্তার দুশমন বর্ণবাদীদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান তৈরি করে এ অসৃঙ্খলাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিতে হবে। অন্যথায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখানে বেড়েই চলবে । নেতৃবৃন্দ বলেন চরম ডানপন্থী দল ইউকিপ চরমপন্থা ও বর্ণবাদকে শ্লোগান বানিয়ে মূলতঃ মানবাধিকার ও মানবতার দুশমনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এদেরকে রুখে দাঁড়ানো সরকার ও প্রশাসনের উপর গুরু দায়িত্ব। জনগণকে মানবতার এসব দুশমনদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান ইউকে ও টাওয়ার হামল্যাটস জমিয়ত নেতৃবৃন্দ।

ভিক্টোরিয়া পার্কে নতুন গ্রাস ক্রিকেট পিচের উদ্বোধন টাওয়ার হ্যামলেটসে ক্রিকেটে নতুন যুগের সূচনা

টাওয়ার হ্যামলেটসের ভিক্টোরিয়া পার্কে ঘাসের (গ্রাস) নতুন ক্রিকেট পিচের কাজ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বারায় নিরাপদ, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং কমিউনিটি বান্ধব পরিবেশে ক্রিকেটের নতুন অধ্যায় তৈরি করা হল।

সিক্স ওভার ম্যাচ খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ইংল্যান্ড ক্রিকেটার মাইয়া বুশিয়ার এর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে আউটফিল্ড ও ক্রিকেট স্কোয়ার বাস্তবায়নের জন্য আগামী তিন বছরের একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।

এই পরিকল্পনায় নারী এবং মেয়েদের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠুক যে, তারা যেন একে খেলাধুলা করার এবং নিজেকে বিকশিত করার একটি নিরাপদ স্থান মনে করেন। তৃনমূল পর্যায়ে খেলাধুলার উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা তৈরিতে এই উদ্যোগ টাওয়ার হ্যামলেটসকে আরো শক্তিশালী করবে।"

গ্রাস ক্রিকেট পিচ বড় একটি প্রকল্পের অংশ:

যার মধ্যে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে দৃষ্টান্ত তৈরির মতো নকশা ও ল্যান্ডস্কেপিং, যেখানে পরিবারের সদস্য ও দর্শকদের জন্য আরামদায়ক বসার

সহযোগিতা করে গর্ববোধ করছি যেখানে নারী এবং মেয়েদের ক্ষমতায়ন, তরুণ সমাজ এবং কমিউনিটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।"

ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার এবং সিকেসি'র পৃষ্ঠপোষক মাইয়া বুশিয়ার বলেছেন, "বছরের পর বছর স্থানীয় প্রচারণার পর এমন ইতিবাচক কিছু দেখে সত্যিই দারুণ লাগছে। এখন ভিক্টোরিয়া পার্ক এমন এক জায়গা যেখানে সবাই মিলে নিরাপদ পরিবেশে ক্রিকেট উপভোগ করতে পারবে। প্রস্তাবিত গ্রাউন্ড উন্নয়ন কাজ শেষ হবার সাথে সাথে এখানে সন্তানদের

জন্য খেলাধুলার নিরাপদ স্থান তৈরি, উদ্ভাবনীমূলক গ্রাউন্ড নকশা এবং ল্যান্ডস্কেপিং এবং উচ্চ পর্যায়ের লীগ ক্রিকেটে স্থানীয় টিমগুলোর অংশগ্রহণের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, কালচার এন্ড রিক্রিয়েশন বিষয়ক লিড মেম্বার কাউন্সিলর কামরুল হোসেইন, টিএইচসিসি-টাওয়ার হ্যামলেটস ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিনিধি এবং সিকেসি-ক্যাপিটাল কিডস ক্রিকেট এর সিইও এমডি শহিদুল আলম উপস্থিত ছিলেন। তারা ক্রিকেট স্কয়ার এর ধারাবাহিক উন্নয়ন কাজে কমিউনিটির চাহিদাকে অগ্রাধিকারে রাখতে কাউন্সিলের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, "আমাদের লক্ষ্য হলো ক্রিকেটের জন্য ভিক্টোরিয়া পার্ককে একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবার বান্ধব, বিশেষ করে নারী এবং মেয়েদের জন্যে একটি আদর্শ স্পোর্টস হোম হিসেবে গড়ে তোলা। আমরা চাই, কমিউনিটির সবার মধ্যে এই জায়গা, যেখানে নিশ্চিন্তে বসে অভিভাবকরা তাদের শিশুদের খেলা দেখতে পারবেন।

নারী, মেয়ে এবং তরুন খেলোয়াড়দের জন্য আরো সুযোগ-সুবিধা তৈরির মাধ্যমে ওমেন্স ক্রিকেট আয়োজনে আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী পরিবেশ গড়ে তোলা।

নান্দকিতার মাধ্যমে ইতিবাচক কমিউনিটি উপস্থিতি বাড়ানো এবং অসামাজিক আচরণ হ্রাস করা সম্ভব।

এছাড়াও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, খেলাধুলায় নারী ও মেয়েদের সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কাউন্সিল বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সব প্রশিক্ষণ সেশনে নারী কোচরা উপস্থিতি, রবিবার থাকবে নারী ও মেয়েদের ক্রিকেটের জন্য নির্ধারিত দিন এবং আগামী বছর ভিক্টোরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হবে "মাইয়া বুশিয়ার লন্ডন ক্রিকেট লিগ"।

কাউন্সিলর কামরুল হুসেইন বলেছেন, "ভিক্টোরিয়া পার্কের এই নতুন পিচ টাওয়ার হ্যামলেটসে কমিউনিটির কল্যান এবং সবার জন্য খেলাধুলার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। আমরা এমন একটি প্রকল্পে খেলাধুলায় প্রেরণা দিতে অভিভাবকদের আত্মবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দেবে। এই গ্রাউন্ড অন্যেদের উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে দিতে পারে কিভাবে একটি পার্ক নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রেরণাদায়ক হতে পারে সবার জন্য, বিশেষ করে নারী এবং মেয়েদের জন্য।"

মিডলসেক্স ক্রিকেট ইন দ্যা কমিউনিটির ম্যানেজিং ডাইরেক্ট এবং সাবেক ইংল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার অ্যাঙ্গাস ফ্রেজার বলেছেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, ক্যাপিটাল কিডস ক্রিকেট এবং আমাদের কমিউনিটির পার্টনার গুলোর সাথে মিলে খেলাধুলায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পেরে মিডলসেক্স সব সময় গর্ববোধ করছে। এই বারাজুড়ে খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখব। এটি চমৎকার বিষয় যে, টাওয়ার হ্যামলেটসের এখন সত্যিকারের হোম গ্রাউন্ড আছে, যেখানে স্থানীয় খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদেরকে উচ্চ পর্যায়ে খেলার জন্য তৈরি করার প্রেরণা পাবে।"

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

বৃহত্তর ছাতকের ইতিহাস-ঐতিহ্য সর্ম্পকিত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে লেখা আহবান

পাঠকের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে লেখক-গবেষক রুহুল ফারুক রচিত ছাতকের হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে ২০০৪ সালে প্রকাশিত চারশত পৃষ্টার বইটি পুন:প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৃত্তর ছাতক থানার বর্তমান দোয়ারাবাজার, কোম্পানিগঞ্জ ও ছাতক উপজেলার ইতিহাস নিয়ে প্রকাশিত বইটি সর্ব-মহলে সমাদৃত এবং দাবীর প্রেক্ষিতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছাতকের ইতিহাস-ঐতিহ্য বইটি পুন:প্রকাশের জন্য সবার কাছে লেখা আহবান করা যাচ্ছে। ছাতক-দোয়ারাবাজার ও কোম্পানিগঞ্জ তথা বৃহত্তর ছাতকের ইতিহাস-ঐতিহ্য সর্ম্পকিত তথ্য-উপাত্ত, দলিল-দস্তাবেজ, ছবি, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ এবং ঐতিহাসিক নির্দশনের শিলালিপি ইত্যাদির তথ্যদাতা ও লেখকের নাম-ঠিকানা, তারিখ ও স্বাক্ষরসহ ই-মেইল: historychhatak@gmail.com হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭১১৯৬৭৩৫৩ নাম্বারে পাঠাতে হবে।

সৃষ্টিশীল লেখার মাধ্যমে জাগিয়ে তুলুন নতুন ভাবনা, নতুন প্রজন্মের অনুপ্রেরণা। চলুন, শব্দ ছবিতে গড়ে তুলি নতুন প্রজন্মের অনুপ্রেরণা।

রুহুল ফারুক
সম্পাদক মাসিক শাহাজালাল
মোবাইল: ০১৭১১-৯৬৭৩৫৩
ই-মেইল: historychhatak@gmail.com

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট হবে ৪২,৭৬১ কেন্দ্রে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ৪২ হাজার ৭৬১টি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ইসি সচিব আখতার আহমেদ এই তথ্য জানান।

ইসি সচিব বলেন, আমরা চূড়ান্তভাবে ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করেছি। মোট ৬৪টি জেলার ৩০০টি সংসদীয় আসনে কেন্দ্রের সংখ্যা ৪২,৭৬১। কক্ষের হিসাবে পুরুষদের জন্য ১ লাখ ১৫ হাজার ১৩৭ এবং মহিলাদের জন্য ১ লাখ ২৯ হাজার ৬০২ কক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট কক্ষের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৯।

প্রাথমিকভাবে ১৪টি অস্থায়ী ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, একটি ভোটকেন্দ্রে গড়ে ৩ হাজার ভোটার থাকবে। এটিকে ক্যাচমেন্ট এরিয়া হিসেবে ধরা হয়েছে। ভোট ব্যবস্থাপনায় পরবর্তীতে প্রয়োজনে এই সংখ্যা সামঞ্জস্য করা হবে।

এর আগে গত ১০ই সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এরপর ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খসড়া নিয়ে দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করা হয়, যা নিষ্পত্তি করা হয় ১২ই অক্টোবর। এরপর ভোটকেন্দ্রের সম্ভাব্য তালিকা ২০শে অক্টোবর চূড়ান্ত করা হয়।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৮ (১) ও (২) অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের তালিকা সংরক্ষণ ও চূড়ান্ত করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২৫ দিন আগে গেজেট প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এদিকে ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন দু'টি বিষয়ে কিছুটা পিছিয়ে মন্তব্য করে ইসি সচিব বলেন, একটি হলো রাজনৈতিক দল নিবন্ধন, অন্যটি পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধন। ২২টি রাজনৈতিক দলকে আমরা প্রাথমিকভাবে বিবেচনাযোগ্য মনে করেছি। এদের বিষয়ে মাঠপর্যায়ে অতিরিক্ত কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, এই সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্পন্ন করতে পারবো। রোডম্যাপ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আখতার আহমেদ বলেন, আমরা সামান্য পিছিয়ে আছি, তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

বাকি সময়ের মধ্যেই সবকিছু কাভার করা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে পর্যবেক্ষক সংস্থার বিষয়ে তিনি বলেন, দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর পর্যালোচনা চলছে। কিছু প্রতিষ্ঠানের অযোগ্যতার বিষয় নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আমরা পর্যালোচনা করবো। আশা করছি, এই সপ্তাহের মধ্যেই পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধনও শেষ হবে।

নির্বাচন প্রস্তুতি কতোটা এগিয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব আখতার বলেন, যদি শতকরা হিসেবে বলেন, তাহলে বলতে পারি আমরা এখন ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ প্রস্তুত। রাজনৈতিক দল ও পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন এই সপ্তাহে সম্পন্ন হলে প্রস্তুতি শতভাগে পৌঁছাবে।

ওদিকে এনসিপি'র শাপলা প্রতীক ইস্যুতে এক প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, কমিশন ইতিমধ্যেই তাদের অবস্থান জানিয়েছে। এখন পর্যন্ত বিকল্প প্রস্তাব কমিশনের কাছে আসেনি। এখনো কমিশন আগের অবস্থানে আছে। কমিশন নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী দলটিকে প্রতীক বরাদ্দ দিয়ে চলতি সপ্তাহেই আদেশ জারি করবে বলেও জানান তিনি।

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে এনসিপি'র দাবির বিষয়ে আখতার আহমেদ বলেন, এই বিষয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই। রাজনৈতিক বিষয় কমিশনের এখতিয়ারের বাইরে। তিনি বলেন, আমরা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্বের জায়গা থেকে কাজ করছি। সবাই সহযোগিতা করলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

গণভোট নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যে বিষয়টি কমিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে আসেনি, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। এদিকে গত শনিবার রাতে নির্বাচন ভবনের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনার বিষয়ে আখতার আহমেদ বলেন, এটা নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। পুলিশ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করেছে। পুলিশ মামলা করেছে এবং তদন্ত করছে। যার কাজ, সেই করবে। কমিশন তার দায়িত্বেই মনোযোগ দিচ্ছে।

জোটে ভোট করলেও নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচন করতে হবে-এমন বিধান সংবলিত আরপিও সংশোধন নিয়ে বিএনপিসহ কিছু রাজনৈতিক দল আপত্তি জানিয়েছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আখতার আহমেদ বলেন, বর্তমানে বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়ে রয়েছে, কমিশন পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেবে।

আরেক প্রশ্নের জবাবে আখতার আহমেদ বলেন, আরপিও সংশোধনের আগে ঐকমত্য কমিশন দীর্ঘ সময় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছে। এখন পর্যন্ত কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় দেখা যায়নি। তাই অনুমাননির্ভর মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

দয়ামীর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে

Dayamir Union Welfare Trust UK

Election Circular 2025

ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি ২০২৫-২০২৮ইং

নতুন ট্রাস্টিশিপ গ্রহনের শেষ তারিখ ও মনোনয়নপত্র গ্রহণ

Monday, 10th November 2025, 8:00pm to 10:00pm | Venue : Bricklane Mosque Hall, 59 Brick Ln, London E1 6QL

মনোনয়নপত্র বাচাই, প্রত্যাহার, প্রার্থীদের চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ, ভোটার লিস্ট ও প্রতীক বরাদ্দ

Sunday, 16th November 2025, 8:00pm to 9:00pm | Venue : Bricklane Mosque Hall, 59 Brick Ln, London E1 6QL

Election Date: Sunday 7th December 2025

Micro Business Park, 50B Greatorex St, London E1 5NP — **Time:** 11:00am to 5:30pm

To become a new Trustee, provide 2 Copies Passport Size photo, with a Banker's draft of £100 or Cash (Cheque will not be accepted.)

Positions	Nomination Fees	Positions	Nomination Fees
Chairperson	£750	Assistant Treasurer	£150
Senior Vice Chairperson	£150	Organising Secretary	£150
2 x Vice Chairperson	each £150	Education Secretary	£150
General Secretary	£550	Press and Publicity Secretary	£150
2 x Assistant General Secretary	each £150	Women Secretary	£150
Treasurer	£450	Asst. Women Secretary	£150
		9x EC Members	each £100

Nomination fees are non-refundable and cash only.

Election Commission

Moshiur Rahman, Chief Election Commissioner, 07806 810 003
Masabbir Khan (Manik), Election Commissioner, 07944 886 374
Jamal Ahmed Khan, Election Commissioner, 07961 374 627

সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করবে।
আশা করি সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিম্মলিখিত নীতিমালা মেনে চলতে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করবেন।

- কোন প্রার্থী মনোনয়োন প্রত্র প্রত্যাহার করতে চাইলে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে নির্বাচন কমিশনকে লিখিত আবেদন করতে হবে।
- ব্যালট পেপারে সকল প্রার্থীর নাম ও পদবীর উল্লেখ থাকবে এবং বর্ণনুক্রমিক পদ্ধতিতে তা সাজানো হবে।
- প্রতিটি ব্যালট পেপারে ক্রমিক নম্বর থাকবে।
- প্রত্যেক ভোটারকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ব্যালট পেপার গ্রহণ করতে হবে।
- সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনে আপনার ঠিকানা যাচাই বাছাই করতে এবং প্রশ্ন করতে পারবেন।
- পরিচয়পত্র হিসাবে প্রত্যেক ট্রাস্টিকে অবশ্যই অরিজিনাল পাসপোর্ট, ফটোসহ ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ৬০ বছরের উর্ধ্বে ব্যক্তির জন্য ফ্রিডম পাস প্রযোজ্য হবে। এবং যে সকল ট্রাস্টির পাসপোর্ট হোম অফিসে জমা এবং হোম অফিসের বিবেচনাধীন, তারা অবশ্যই হোম অফিস কর্তৃক পদত্ত ফটোসহ আই এস.৯৬ ডকুমেন্ট সহ যে কোন একটি ঠিকানা সম্বলিত আইডি দেখিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
- কোন দলীয় প্রার্থী বা এজেন্ট ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে কোন আইন প্রয়োগ করতে পারবেন না বা কাউকে প্ররোচিত করতে পারবেন না। যেমন: জাল ভোট দেওয়া বা জাল ভোট দিতে প্ররোচিত করা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।
- ভোট গণনার সময় শুধুমাত্র প্রার্থীর এজেন্ট ও প্যানেল প্রধান উপস্থিত থাকতে পারবেন। প্রত্যেক প্রার্থীর একটি করে ভোট গণনা করা হবে।
- নমিনেশন দাখিলের পর প্রত্যেক প্যানেল থেকে একজন করে সমন্বয়ক বা প্রতিনিধির নাম নির্বাচন কমিশন বরাবরে দাখিল করতে হবে। যদি কোন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হয় অথবা কোন প্রস্তাব থাকে তাহলে সমন্বয়ক কর্তৃক লিখিত ভাবে জানাতে হবে।
- নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রার্থী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যে কোন কার্যকলাপের মাধ্যমে নির্বাচনী কাজে বাধা সৃষ্টি করলে তা নির্বাচনী কাজের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে।
- নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে যেকোনো সময় যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

কার্যকর পুলিশ বাহিনী গঠন খুবই জরুরি

৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের পর একটি নীতিবান ও দক্ষ পুলিশ বাহিনী তৈরী করা খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। আজ ১ বছরের পর হয়ে গেলেও তা হয়ে উঠেনি। পুলিশের উপর মানুষের আস্থা একটুও বাড়েনি। গত বছরের আন্দোলনের সময় অনেক বড় ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা অনেক বাড়াবাড়ি করেছে। প্রায় মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে। নির্বিচার গুলি চালিয়ে হাজারখানেক লোক হত্যা করেছে। তার ফলে জনগণের ক্রোধ পুলিশের ওপর আছড়ে পড়েছে। পুলিশের মধ্যে একটা ট্রমা তৈরি হয়েছে। তারা ডিউটি করতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা তো অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে না। তার ওপর তিন থেকে সাড়ে তিন মাস পর নির্বাচন। পুলিশ তো আমাদের লাগবে।

আমরা একটি পুলিশ বাহিনী তো আমদানি করতে পারব না, রাতারাতি গজিয়েও ফেলতে পারব না। যা আছে, তা দিয়েই আমাদের সামনে যেতে হবে। যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, যারা গুপ্তহত্যার মতো, ক্রসফায়ারের মতো ঘটনায় যুক্ত ছিল, মানবিক অপরাধ করেছে, তাদের বিচার হবে; বাকি সবাইকে সরকার আশ্বস্ত করবে যে তোমরা তোমাদের ডিউটি করতে পারবে, নির্ভয়ে। তোমাদের সিকিউরিটির দায়িত্ব আমাদের।আমরা ফ্যাসিবাদ থেকে গণতন্ত্রে পা দিতে চাইছি। সেই গণতান্ত্রিক দেশের উপযোগী একটি পুলিশ বাহিনী করা দরকার। এখন কি সে রকম হবে? সে সময় কি আমাদের হাতে আছে? পুলিশের কি কোনো সংস্কার হয়েছে? আমরা জানি না। সাধারণভাবে মানুষ যা দেখছে, তাতে পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না।সরকার যদি উদ্যোগী না হয়, সরকার যদি প্রো-অ্যাকটিভ না হয়, তাহলে পুলিশ প্রো-অ্যাকটিভ তো দূরের কথা, কিছুই করতে পারবে না। আমি এটা স্বীকার করি, কিন্তু তারপরও আমি বলি, পুলিশ বাহিনীর নিজের কি কিছু করার ক্ষমতা নেই? একজন আইজিপি কিংবা একটা গ্রুপ অব অফিসার কি কোনো ব্যতিক্রম দেখাতে পারতেন না?

আইজিপি বাহারুল আলম রাজনীতির প্রভাবমুক্ত পুলিশ বাহিনীর কথা বলেছেন, যেটা অবশ্যই জরুরি। এ প্রসঙ্গে তিনি নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার কথা বলেছেন। তাঁর দাবি হচ্ছে, পুলিশকে যেন দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্তভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়।বর্তমান সরকারের দায়িত্ব ছিল পুলিশের এই সংস্কারের কাজটা করার, কিন্তু কিছুই করা হয়নি। দুবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস পুলিশের সঙ্গে বসেছেন। কিন্তু তাতে পুলিশের মধ্যে কোনো আস্থা ফেরেনি। জনগণও পুলিশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়নি। কিন্তু এ অবস্থা তো অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারে না।

নির্বাচনের তিন থেকে সাড়ে তিন মাস মাত্র বাকি আছে। এই পুলিশ দিয়ে একটা ভালো নির্বাচন হতে পারবে-কেউ এ আশা ব্যক্ত করতে পারছেন না। আমি বলব, 'ইট ইজ বেটার দ্যান নেভার।'এখনো সময় আছে, যে সাড়ে তিন মাস আছে, তার মধ্যে অন্তত সরকার উদ্যোগটি নেবে, রাজনৈতিক দলগুলোকে ডাকবে। আইজিপি বাহারুল আলম আগামী নির্বাচন যে ভালোভাবে করতে পারবেন, তার জন্য নিজের কাঁধে সব দায়িত্ব নেননি। তিনি বলেছেন, এ জন্য অংশীদের সহযোগিতা লাগবে। সবার ওপরে জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা ছাড়া পুলিশ বা অন্য কোনো বাহিনী একা এটি করতে পারবে না।আমরা ফ্যাসিবাদ থেকে গণতন্ত্রে পা দিতে চাইছি। সেই গণতান্ত্রিক দেশের উপযোগী একটি পুলিশ বাহিনী করা দরকার। এখন কি সে রকম হবে? সে সময় কি আমাদের হাতে আছে? পুলিশের কি কোনো সংস্কার হয়েছে? আমরা জানি না। সাধারণভাবে মানুষ যা দেখছে, তাতে পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। এ কথা আইজিপি বাহারুল আলম নিজেও স্বীকার করেছেন।পুলিশ বাহিনীর জন্য জনগণের মধ্যে কোনোরকমের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়নি। আর পুলিশ বাহিনীতে যারা আছে, তাদের ট্রমা কাটেনি। তারা এখনো বুঝতে পারে না, কোন সময় কোন দায়িত্ব পালন করতে হবে! বেশির ভাগ সময় তারা নীরব দর্শকের মতো থাকে। অথচ ৫ আগস্টের পর থেকে এই সময় প্রধান দাবি ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ নিয়মশৃঙ্খলা এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচন যেদিন হোক, তা সামনে রেখে আমাদের পুলিশ বাহিনীকে যেন ঢেলে সাজানো হয়।সরকার ইচ্ছে করলে এবং একটু অর্থ ও সময় বের করতে এই সমস্যা অনেকটা সমাধান সম্ভব। যদিও অনেক সময় চলে গেছে। তারপর উদ্যোগ নিলে একটি নিরপেক্ষ বাহিনী গঠন সম্ভব যা হবে দেশের জন্য মঙ্গলজনক।

সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশের খসড়ায় সংশোধনী জরুরি

মোহাম্মদ মিয়া হোসেন

রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসাবে গণমাধ্যমেও সংস্কার শুরু হয়েছে। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন বেশকিছু সুপারিশসংবলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। সেই সঙ্গে অধ্যাদেশ আকারে জারি করার জন্য দুটি আইনের খসড়াও দাখিল করেছে। এর মধ্যে একটি হলো, বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ ও অপরটি সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ। সরকার ইতোমধ্যে এসব বিষয় নিয়ে কাজ করছে। আর শিগ্‌গির সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশটি পাশ হতে পারে বলে সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম গণমাধ্যমে জানিয়েছেন।

সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ-এর খসড়াটি সাংবাদিকতা পেশাকে অনেকটা সুরক্ষা দেবে বলে আশা করা যায়। এ অধ্যাদেশে ছয়টি অধ্যায় ও ২০টি ধারা রয়েছে। উক্ত অধ্যাদেশটি মোটা দাগে খুবই উপকারী মনে হলেও সংস্কার কমিশনের প্রদত্ত খসড়াটিতে বেশকিছু সংশোধনী জরুরি। অন্যথায় সংশোধনী ছাড়া কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী হুবহু অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হলে তা হিতে বিপরীত হতে পারে। সাংবাদিকতার সুরক্ষার বদলে হয়রানি বাড়তে পারে। আবার তদন্তের দুর্বলতার কারণে সাংবাদিকদের হয়রানির অভিযোগ অসত্য প্রমাণিত হলে উলটো সাংবাদিকের জেল-জরিমানা হতে পারে। এজন্য অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পর বিতর্ক এড়াতে বা নতুন করে উদ্ভূত সমস্যা যাতে সৃষ্টি না হয়, এজন্য অধ্যাদেশ পাশের আগে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা প্রয়োজন।

কোনো সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সহিংসতার বা হয়রানির শিকার হলে প্রতিকার পাওয়ার জন্য অভিযোগ দায়েরের বিধানটি প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা: ৮-এ বলা হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ধারা ৮। অভিযোগ দায়ের। (১) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মী সহিংসতার শিকার হইলে তিনি এখতিয়ারাধীন কোনো প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে লিখিতভাবে বা অনলাইনের মাধ্যমে বা তাহার কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন। (২) উপধারা (১) এ দায়েরকৃত অভিযোগ প্রাপ্তির পর প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত উক্ত অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের নিকট প্রেরণ করিয়া মামলা দায়েরের নির্দেশ দিবেন এবং ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ জারি করিবেন। (৩) যুক্তিসংগত কারণে উপধারা (২)এ-উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে উপস্থিত হইয়া বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিবেন এবং আদালত সহিংসতার শিকার সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর শুনানি গ্রহণ করিয়া তদন্তের জন্য আরও ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।'

উল্লেখিত ধারায় অভিযোগ দায়েরের জন্য আদালতে যাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। বর্তমানে কোনো সাংবাদিক সহিংসতার শিকার হলে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এ আইনের বিধানে থানায় অভিযোগ দায়েরের বিধান না থাকায় পুলিশ সাংবাদিকের কোনো অভিযোগ গ্রহণ করবে না। থানায় অভিযোগ দায়ের করলে সহজে ও বিনা খরচে প্রতিকার পাওয়া যায়। অপরদিকে আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে শুরুতে একটি খরচের বিষয় থাকে এবং তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ জন্য উক্ত ধারায় থানায় অভিযোগ দায়েরের বিধান রাখতে হবে। আর তদন্ত কাজটি সহজ করতে হবে। এখানে অভিযোগ তদন্তের জন্য ৩০ দিনের সময়সীমার কথা বলা হলেও তা বাস্তবে সম্ভব হবে না। আর দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার জন্য কোনো সময়সীমার কথা বলা হয়নি। তদন্তসহ দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য ধারা: ৮-এর সংশোধিত রূপটি এমন হতে পারে, '৮। অভিযোগ দায়ের।- (১) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মী সহিংসতার শিকার হইলে তিনি এখতিয়ারাধীন থানায় অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন অথবা এখতিয়ারাধীন কোনো প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে লিখিতভাবে তিনি নিজে বা তাহার কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত অভিযোগ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী যে কোনো তদন্ত সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত সম্পন্ন করে অথবা তদন্ত ছাড়াই ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ করিয়া ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করিবেন।'

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের খসড়ার ৯ নাম্বার ধারায় বিচার ও শাস্তির বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'ধারা ৯। অপরাধ ও শাস্তি।- কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি করিলে, উহা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রাভেদে অন্যূন ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড বা অন্যূন ১,০০,০০০ (এক লাখ) টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

উল্লেখিত এ একটি মাত্র ধারায় সব ধরনের অপরাধের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আর তাতে এক থেকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা অর্থদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। আদালত অভিযুক্ত আসামিকে কারাদণ্ড না দিয়ে শুধু জরিমানা করতে পারবেন। এ ধারায় সহিংসতার পরিমাণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা এমন পর্যায়ে পড়ে যে, গুরুতর আহত হয়ে হাপাতালে ভর্তি হতে হয়, অঙ্গহানি হতে পারে। এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখিও হতে পারে। এসব সহিংসতার জন্য এ ধরনের জেল অথবা জরিমানার বিধান খুবই দুর্বল শাস্তি হতে পারে। বিদ্যমান ফৌজদারি অপরাধ দণ্ডবিধিতে সহিংসতায় আঘাত ও গুরুতর আঘাতের অপরাধে আরও বেশি শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। এজন্য সহিংসতার ধরন অনুযায়ী এ ধারাটিতে আরও কয়েক ধরনের শাস্তির বিধান রাখা যেতে পারে।

অত্র অধ্যাদেশের খসড়ার ধারা ৪ ও ধারা ৫-এ সাংবাদিকতার পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে বাধা প্রদান না করা ও সোর্স জানতে চাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ না করার জন্য বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি এসব ধারা লঙ্ঘন করে, তাহলে কী ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে তা ধারা ৯তে বলা হয়নি। এসব কারণে ধারা ৯-এ শাস্তির বিধানে সংশোধন করা জরুরি।

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের খসড়ার ১৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে 'ধারা: ১৩। আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা এবং আপসযোগ্যতা।- এই অধ্যাদেশের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপসযোগ্য হইবে।' এ বিধান অনুযায়ী অত্র অধ্যাদেশ পাশ হলে সাংবাদিকদের হয়রানি বা নির্যাতন করলে বা সহিংসতা করার অপরাধে পুলিশ কোনো আসামিকে গ্রেফতার করে আদালতে চালান করার সঙ্গে সঙ্গেই জামিনে মুক্ত হয়ে বের হয়ে আসবে। কেননা অত্র আইনের সব অপরাধকে উক্ত ধারায় জামিনযোগ্য করা হয়েছে। যার ফলে আসামিরা সাংবাদিক নির্যাতনে আরও উৎসাহিত হবে। সুতরাং, এ ধারাটিরও সংশোধন করা জরুরি। এজন্য ধারা ৯তে সহিংসতার প্রকারভেদ অনুযায়ী কয়েক দফা শাস্তির বিধান থাকলে, তার মধ্য থেকে কম অপরাধের ধারাগুলো জামিনযোগ্য রেখে গুরুতর অপরাধের ধারাগুলো অজামিনযোগ্য রাখা যেতে পারে।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রস্তাবিত সাংবাদিকতা অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশের খসড়াটি ভালো মনে হলেও উল্লেখিত সংশোধনীগুলো জরুরি। কেননা থানায় অভিযোগ দায়েরের বিধান না রাখলে এ আইন পাশ হওয়ার পর পুলিশ নির্যাতিত সাংবাদিকদের কোনো অভিযোগ গ্রহণ করবে না। বরং আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেবে। আর টাকার অভাবে অনেকে আদালতে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে না। অপরদিকে সাংবাদিক নির্যাতনকারী আসামিদের শাস্তি আরও কঠোর না হলে এবং জামিনঅযোগ্য না হলে অপরাধীরা আরও উৎসাহিত হতে পারে বিধায় সংশোধনীগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন। আশা করি, সরকার অধ্যাদেশটি পাশ করার আগে উল্লেখিত সংশোধনীগুলোর বিষয়টি বিবেচনা করবে।

সিলেটে শোডাউনে নির্বাচনী উত্তাপ

সিলেট অফিস : দেশের বিভিন্ন আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীরা পেতে শুরু করেছেন 'গ্রিণ সিগন্যাল'। দলীয় হাইকমান্ড থেকে মনোনয়ন নিশ্চিত করতে মাঠে জোরালোভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় সিলেট জেলার ৬টি আসনের সবকটিতেই বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতারা নানাভাবে শোডাউন করে যাচ্ছেন।

সভা-সমাবেশ, গণমিছিল করে দলের হাইকমান্ডের কাছে নিজের জনপ্রিয়তা প্রমাণের চেষ্টা করছেন। গেল কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন নেতার শোডাউনে সিলেটে নির্বাচনী উত্তাপ বিরাজ করছে। এসব শোডাউনকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীরাও উজ্জীবিত হয়েছেন বলে দাবি করছেন দলের নেতারা।

দেশের মর্যাদাপূর্ণ আসনগুলোর মধ্যে সিলেট-১ অন্যতম। এ আসনটি থেকে রাতের ভোটখ্যাত ২০১৮ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এক লাখের বেশি ভোট পেয়েছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। ওই সময় সাধারণ ভোটারও ও বিএনপি দলীয় নেতাকর্মীদের ধারণা ছিল ভোটাররা আরও একঘন্টা ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে 'রাতের ভোট ভান্ডার' ছাপিয়ে মুক্তাদিরই শেষ হাসি হাসতেন।

২০১৮ সালে বিজয়ী হতে না পারলেও মাঠ ছাড়েননি মুক্তাদির। আসনটিতে বিএনপির একক প্রার্থী হিসেবেই ছিলেন তিনি। কিন্তু গত ২২ অক্টোবর চেয়ারপার্সনের আরেক উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার জিয়ারত শেষে শোডাউন করে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেন। এর আগে ৮ অক্টোবর হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজার জিয়ারত শেষে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচারণায় শুরু করেছিলেন খন্দকার মুক্তাদির।

এদিকে, সিলেটে প্রতিযোগিতা করে সবচেয়ে বেশি শোডাউন চলছে সিলেট-৩ ও ৬ আসনে। রবিবার ফেঞ্চুগঞ্জে বিশাল গাড়িবহর নিয়ে শোডাউন করেছেন সিলেট-৩ আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশী বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা এমএ মালিক। এর আগে শনিবার দক্ষিণ সুরমার চন্ডিপুলে শোডাউন করেছেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার এম এ সালাম।

গত ১৩ অক্টোবর সিলেটের যোগাযোগ ভোগান্তি নিরসনে চন্ডিপুলে বিশাল মানববন্ধন ও সমাবেশ এবং ২০ অক্টোবর চন্ডিপ্রসাদ স্কুল মাঠে বিশাল সমাবেশ করেছেন একই আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ূম চৌধুরী। আগামী ২৮ অক্টোবর চন্ডিপুল থেকে তিনি ফের গণমিছিলের আয়োজন করেছেন।

ওই আসনে অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ও কারানির্যাতিত সাবেক ছাত্রদল নেতা আবদুল আহাদ খানও সভা-সমাবেশ ও গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।

সিলেট-৪ আসনভূক্ত তিন উপজেলায় সমাবেশ করে প্রার্থীতার জানান দিচ্ছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকী।

রবিবার গোয়াইনঘাটে বিশাল গণমিছিল করেছেন জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও দুইবারের উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবদুল হাকিম চৌধুরী।

সাবেক বিএনপি নেতা এড. সামসুজ্জামান জামানও জৈন্তাপুরে শোডাউন করেছেন।

সিলেট-৬ আসনভূক্ত গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলায় দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ড. এনামুল হক চৌধুরী, ২০১৮ সালে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রার্থী বিএনপি নেতা ফয়সল আহমদ চৌধুরী, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আবুল কাহের চৌধুরী শামীম বিশাল বিশাল শোডাউন করে নিজেদের জনপ্রিয়তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতারা শোডাউন করছেন। মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতা একাধিক হলেও দলের মধ্যে কোন বিভক্তি নেই। সম্ভাব্য প্রার্থীদের তৎপরতা বাড়ায় নেতাকর্মীরাও উজ্জীবিত হয়ে ওঠেছেন। তবে শোডাউন করতে গিয়ে যাতে কোন জনদুর্ভোগ সৃষ্টি না হয় এ ব্যাপারে দল থেকে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

নবীগঞ্জে কন্যার প্রেম প্রেম খেলা অত:পর বাবার হাতে খুন

রাকিল হোসেন নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) থেকে : হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় ঘটেছে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। উপজেলার করগাঁও ইউনিয়নের কুড়িশাইল বেগমপুর গ্রামে মতিলাল দাস (৫০) নামের এক পিতা নিজ কন্যা পূর্ণিমা রানী দাস (২৫)-কে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকাল সারে ১০টার দিকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পারিবারিক কলহের জেরে ঘরে বসেই মেয়েকে দা দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেন মতিলাল দাস। খবর পেয়ে নবীগঞ্জ থানা পুলিশ ঘাতক পিতাকে আটক করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত পূর্ণিমা রানী দাস দুই সন্তানের জননী। তার স্বামীর বাড়ি বানিয়াচং উপজেলায় ছন্দলপুর গ্রামে। স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তার সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। এ নিয়ে স্বামী অসন্তুষ্ট থাকায় ছয় মাস আগে পূর্ণিমাকে বাবার বাড়ি নবীগঞ্জে পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু সেখানে এসেও তার আচরণে পরিবর্তন আসেনি। স্থানীয়রা জানান, পূর্ণিমা প্রায়ই মোবাইল ফোনে বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলতেন, যা নিয়ে গ্রামজুড়ে সমালোচনা চলত। এ কারণে পিতা মতিলাল দাস, যিনি একজন ধর্মীয় প্রকৃতির মানুষ ও নিয়মিত গীতাপাঠ করতেন,চরম লজ্জা ও মানসিক চাপে ছিলেন।

গ্রামবাসীর বরাতে জানা যায়, দুই দিন আগে পূর্ণিমা দুই সন্তানকে বাড়িতে রেখে প্রেমিকের সঙ্গে ঢাকায় যান। রবিবার সকালে ফিরে এসে চাচার বাড়িতে ওঠেন। খবর পেয়ে পিতা মতিলাল দাস সোমবার সকালে সেখানে গিয়ে মেয়েকে প্রশ্ন করেন তার এই আচরণ নিয়ে। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তিনি মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

পুলিশ জানায়, বাড়িতে ফিরে পূর্ণিমা ঘুমিয়ে পড়লে মতিলাল দাস রাগের মাথায় ঘরে রাখা দা দিয়ে মেয়ের গলায় আঘাত করেন। পরে তিনি নিজেই গ্রাম পুলিশকে খবর দিয়ে মেয়েকে নবীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

নবীগঞ্জ থানা পুলিশ তাকে আটক করে। পূর্ণিমার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো. কামরুজ্জামান বলেন, মানসিক যন্ত্রনার কারণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

নিহতের স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন,ঘটনাটি সম্পূর্ণ পারিবারিক কারণে ঘটেছে। এর সঙ্গে অন্য কারও সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। লাশ ময়না তদন্তের জন্য হবিগঞ্জ মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে এ মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এক কন্যার প্রাণ পিতার হাতে নিভে যাওয়ায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে পুরো এলাকা।

নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

কুলাউড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্রের মৃত্যু

কুলাউড়া সংবাদদাতা : কুলাউড়া-জুড়ী আঞ্চলিক সড়কে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারওয়ান আলম (২৪) নামের কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও চারজন আহত হয়েছেন। রোববার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মারওয়ান বড়লেখা উপজেলার কাঁঠালতলী গ্রামের ফয়সল আহমদের ছেলে। তিনি বড়লেখা সরকারি কলেজের ছাত্র ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত আনুমানিক ১২টার দিকে কুলাউড়া থেকে বড়লেখাগামী একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে বিপরীতদিক থেকে আসা একটি পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী মারওয়ান গুরুতর আহত হন। এতে আরও ৪ জন আহত হন। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে সবাইকে উদ্ধার করে কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক মারওয়ানকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতদের মধ্যে পিকআপচালক শ্রীমঙ্গলের আলম মুন্সী ও তার সহকারীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। অপর দুইজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেয়া হয়। কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওমর ফারুক বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনায় জড়িত পিকআপ ও মোটরসাইকেলটি জব্দ করেছে।

পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিকেসি তে বাংলাদেশী কাচ্চি বিরিয়ানি: মেনু টেস্টিংয়ে অন্য রকম অনুভূতি

তারেক চৌধুরী: গত বৃহস্পতিবার ছিল এক ব্যতিক্রমী সন্ধ্যা। দিনের কাজ শেষে আমি রওনা হই ইলফোর্ড থেকে এলিজাবেথ লাইন ধরে টোটেনহাম কোর্ট রোড স্টেশনের উদ্দেশ্যে। গন্তব্য- লন্ডনের ৮ মোর স্ট্রিট -এ অবস্থিত বিকেসি (বিরিয়ানি কাবাব চা) রেস্টুরেন্ট, যেখানে সন্ধ্যা ৭টায় একটি বিশেষ মেনু টেস্টিং অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

এই আমন্ত্রণটি আমি পেয়েছিলাম আমার সম্পাদক তাজ চৌধুরী-এর পক্ষ থেকে, যিনি আমাকে তাঁর পরিবর্তে অংশগ্রহণ করতে বলেন। রেস্টুরেন্টে যাওয়ার আগে আমার একটি সংক্ষিপ্ত আলাপ হয় রোশনি মুখার্জি-র সঙ্গে, যিনি বিকেসির -এর জনসংযোগটি দিকটি দেখভাল করেন।

আমার সঙ্গে ছিলেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট কিটন শিকদার। রেস্টুরেন্টে পৌঁছানোর পর রোশনি আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া সহকর্মী অনলাইনে জনপ্রিয় পলিটিকা টিভি চ্যানেলের প্রধান তানভীর আহমেদ , একটি প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশনা সংস্থার প্রতিনিধি মানামি, এবং কিছুক্ষন পরে যোগ দেন এটিএন বাংলার সংবাদ পাঠক এবং কমিউনিটিরস জনপ্রিয় উপস্থাপক কিসওয়ার মুনিয়া।

বিকেসির যাত্রা সম্পর্কে রোশনি আমাদের জানান:

“বিকেসির পূর্ণনাম 'বিরিয়ানি কাবাব চা' . রোশনি বলেন এর অর্থ বিরিয়ানি আর কাবাব খাবেন শেষে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন , যা আমাদের এশিয়ানদের একটা ট্র্যাডিশন যে খাবার শেষে এককাপ চা আমরা চাই। রোশনি বলেন এই বিকেসির গল্প এক আবেগ, অনুসন্ধান এবং লন্ডনের সঙ্গে আওধি স্বাদের অনন্য মিলনের গল্প ।২০২২ সালে মার্বেল আর্চ -এ যাত্রা শুরু, এরপর ২০২৩ সালে সোহোতে -তে বিস্তার। আমাদের লক্ষ্য- দেশি খাবার , দেশীয় ঐতিহ্য আর স্বাদকে লন্ডনে তথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা বা এ পৌঁছে দেওয়া, যাতে প্রতিটি থালায় আর খাবারে থাকে আনন্দ ও উৎসবের অনুভূতি।” আসল গল্পটাও তাই। তারা ইতোমধ্যে ব্রিটেনে বাঙালি উৎসব আয়োজন অরে পূজা পার্বনকে ধরে রাখছে খাবারের মাধ্যমে। তারা ইতোমধ্যে দেয়ালি , পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি দিবসে বাংলা বিশেষ খাবারে আয়োজন করেছে। তাদের এবারের আয়োজন বাংলাদেশী কাচ্চি বিরিয়ানি তথা বাংলাদেশী খাবার কে প্রমোট করা। আর সেজন্যই আমাদের এই নিমন্ত্রণ।

প্রথমে আমাদের পরিবেশন করা হয়: জালি কাবাব - মসলাদার, নরম ও মুখে গলে যাওয়া অনেকটা ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জালি কাবাবের মতোই। সঙ্গে ছিল ফিশ ফ্রাই - বাইরের দিকটা ক্রিস্পি, ভিতরে রসালো। তারপর আসলো আমাদের ঐদিনের বিশেষ আকর্ষণ ঢাকার কাচ্চি বিরিয়ানি। মাটির হাঁড়িতে পরিবেশিত কাচ্চি বিরিয়ানি, যা পুরোপুরি ঢাকা ছিল। ঢাকনা খুলতেই বেরিয়ে আসে সুগন্ধি মসলার মোহময় সুবাস।শেফ শুভজিৎ হাতে করে নিয়ে আসলেন হাতে তৈরি বিরিয়ানি মাটির পাত্র। একটু পরে শুভজিৎ পাত্রের মুখ খুললেন। বিরিয়ানির পাত্র খোলা মানে সুগন্ধি স্বাদের ভাণ্ডার উন্মোচনের মতো। ঢাকনা উঠানোর সাথে সাথেই প্রথম দেখা হয়

মশলার মৃদু ভাণ্ডার - এলাচ, জাফরান এবং লবঙ্গ - প্রতিটি মশলা সাবধানে বেছে নেওয়া হয় স্বাদ বৃদ্ধির জন্য। শুভজিৎ বলেন এই বিরিয়ানিটি ঐতিহ্যবাহী দম পদ্ধতিতে রান্না করা হয়, যেখানে উপাদানগুলি স্তরে স্তরে স্তরে এবং ধীরে ধীরে সিল করা হান্ডিতে নিখুঁতভাবে রান্না করা হয়, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সমস্ত স্বাদ নিখুঁতভাবে ভিতরে ঢেকে রাখা হয়। খোলার পর যে বাষ্প বের হয়, তাতে ম্যারিনেট করা মাংস বা বিভিন্ন ধরণের শাকসবজি, সুগন্ধি ভাত এবং তাজা ভেষজের ইঙ্গিত থাকে, যা সত্যতা এবং রন্ধনসম্পর্কীয় কারিগরিতার গল্প বলে। নিখুঁতভাবে রান্না করা, তুলতুলে ভাত এবং রঙিন সাজসজ্জা কেবল চোখকেই আনন্দিত করে না বরং এমন এক ভোজের প্রতিশ্রুতি দেয় যা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মোহিত করে।

রোশনি একটু মজা করে বলেন , এই বিশেষ মাটির পাত্র এটি উদযাপনের একটি পাত্র যা আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে ভাগ করে নিতে আনন্দিত হবেন। বিকেসিতে, বিরিয়ানির প্রাচীন রেসিপিটি নতুন জীবন পেয়েছে, যা টেকসইতার নীতির সাথে জড়িত। প্রতিটি হস্তনির্মিত মাটির বিরিয়ানি, বা হান্ডি, কেবল আপনার কাছের সেরা ভারতীয় বিরিয়ানির জন্য একটি পাত্র নয় - এটি পরিবেশ বান্ধব অনুশীলনের একটি আলোকবর্তিকা। স্থানীয় কারিগরদের নিষ্ঠার সাথে তৈরি, এই মাটির পাত্রগুলি মাটি থেকে খোদাই করা হয়, ঐতিহ্যবাহী ভাটিতে পোড়ানো হয় এবং ভূমির আত্মা বহন করে।

আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো মাটির খালি পাত্র দিয়েই সাজানো হয়েছে রেস্টুরেন্টের ছাদ বা সিলিং। সাথে বিশেষ সস ও সাইড ডিশ. শেফ ও ম্যানেজার শুভজিৎ আমাদের জন্য পরিবেশন করেন। কাশুন্দি সস - সরিষা ও অন্যান্য উপাদানে তৈরি, স্বাদে তীক্ষ্ণ ও অনন্য। ধনেপাতা সস - সতেজ ও সুগন্ধি . আর সঙ্গে ছিল ডাল মাখনি - ঘন ও মাখনযুক্ত ডাল আর মসলাদার ও রসালো মিট করি আরো কত কী।

শেফ আর্শ ঠাকুর ব্যাখ্যা করেন:“আমাদের প্রতিটি পদ প্রাচীন আওধি রান্নার কৌশল অনুসরণ করে তৈরি। স্থানীয় খামার থেকে সংগৃহীত তাজা ব্রিটিশ উপকরণ ব্যবহার করে আমরা লখনৌ থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিরিয়ানি রান্না করেছি যা স্বাদে আর গুনে অতুলনীয়। সন্ধ্যার শেষ পর্বে পরিবেশন করা হয় গাজরের হালুয়া আর গুলাব জাম। শেষ হয় গুড়ের চা দিয়ে। এভাবেই আমাদের একটু আনন্দময় সন্ধ্যার সমাপ্তি ঘটে। আর আমরা কিকেসি থেকে বের হয়ে এলিজাবেথ লাইনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। আপনারাও নভেম্বর মাসে এক চক্কর ঘুরে আস্তে পারেন। প্রয়োজনে সার্চ করুন বিকেসি ডটকম।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শেখ

কঠোরভাবে দেশ শাসন করা হাসিনা এখন ভারতে নির্বাসনে রয়েছেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, গত বছর নিহত আন্দোলনকারীদের পরিবারের কাছে তিনি ক্ষমা চাইবেন কি না, তখন হাসিনা বলেন, ‘আমি আমাদের জাতি হিসেবে হারানো প্রতিটি সন্তান, ভাই-বোন, আত্মীয় ও বন্ধুর জন্য শোক প্রকাশ করি এবং তা করতে থাকব।’

সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা গত বছরের বিক্ষোভ দমনের সময়কার কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেন। তবে তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তিগত দায় স্বীকার করেন না, আর ওই আন্দোলন ছিল একটি সহিংস বিদ্রোহ।

শেখ হাসিনার দাবি, বেশিসংখ্যক প্রাণহানির জন্য দায়ী ছিল ‘মাঠপর্যায়ে থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে পড়া।’ তিনি আরও বলেন, ‘একজন নেতা হিসেবে আমি অবশ্যই সামগ্রিক দায় স্বীকার করি, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছেড়ুযে আমি নিজে নিরাপত্তা বাহিনীকে জনতার ওপর গুলি চালাতে বলেছিলাম, এটা ঠিক নয়।’

শেখ হাসিনা দাবি করেন, প্রথম দিকের হত্যাকাণ্ড নিয়ে তাঁর সরকারই একটি স্বাধীন তদন্ত শুরু করেছিল, কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও তিনি একই কথা বলেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন, ‘আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি ব্যক্তিগতভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জনতার ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছি, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।’ তবে তিনি স্বীকার করেন, ‘চেইন অব কমান্ডের মধ্যে কিছু ভুল অবশ্যই হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, সরকারি কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত ছিল পরিমিত, সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এবং যতটা সম্ভব প্রাণহানি কমানোর লক্ষ্যে।’ তিনি এ প্রসঙ্গে ইনডিপেনডেন্টকে আরও বলেন, ‘মাঠপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা, যাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত কার্যক্রম পরিচালনাবিষয়ক নির্দেশিকা মেনে চলার কথা ছিল। এসব নির্দেশিকায় বিশেষ পরিস্থিতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া ছিল। এমনটা হতে পারে যে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যেগুলো ভুল ছিল।’

নিজের বিচার প্রসঙ্গে যা বললেন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্যক্রম চলছে শেখ হাসিনা ও তাঁর সহযোগীদের। শেখ হাসিনাকে ছাত্র আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মূল পরিকল্পনাকারী উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করা হয়েছে। অভিযোগ হচ্ছে, হাসিনা ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফলে প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হন।

শেখ হাসিনা দাবি করেছেন, ছাত্র আন্দোলনের সময়ের ১ হাজার ৪০০ মৃত্যুর সংখ্যাটি ‘অতিরঞ্জিত’। তাঁর ভাষায়, ‘এই সংখ্যা ট্রাইব্যুনালের প্রচারণার কাজে লাগে, কিন্তু বাস্তবে তা বাড়িয়ে বলা।’

এ নিয়ে সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা আরও বলেছেন, ‘যদি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, তাতে আমি অবাক হব না বা ভয়ও পাব না। এটি একটি প্রহসনের বিচার, যার পেছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কাজ করছে। এই ট্রাইব্যুনাল একটি প্রহসনের আদালত, যেটি পরিচালনা করছে আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে গঠিত একটি অনির্বাচিত সরকার। এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেকেই আমাকে সরাতে যেকোনো কিছু করতে পারে।’

ইনডিপেনডেন্ট প্রতিবেদনে লিখেছে, আদালতে এমন অডিও রেকর্ডিং বাজানো হয়েছে, যেখানে হাসিনাকে বলতে শোনা যায় যে তিনি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করতে বলছেন। তবে শেখ হাসিনা দাবি করেছেন, এই রেকর্ডিংগুলো প্রসঙ্গের বাইরে কেটে নেওয়া ও বিকৃত করা হয়েছে। হাসিনা এ নিয়ে বলেছেন, ‘সহিংসতা ঘটেছে মাঠপর্যায়ে থাকা কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তে, সরকারের আদেশে নয়।’

দ্য ইনডিপেনডেন্ট এ পর্যায়ে মন্তব্য করে বলেছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই রায় ঘোষণা হবে এবং সম্ভবত তিনি জানেন ইতিহাস তাঁকে সদয়ভাবে বিচার করবে না। যদিও শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘সহিংস বিদ্রোহের মুখে দেশ রক্ষায় সাংবিধানিক কর্তব্য পালনের জন্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোনো নেতাকে বিচারের মুখোমুখি করা উচিত নয়।’

শেখ হাসিনা সব দায় অস্বীকার করলেও দ্য ইনডিপেনডেন্ট মন্তব্য করেছে যে গত বছর বাংলাদেশে বিক্ষোভকারীদের ওপর যে দমন-পীড়ন চালানো হয়েছিল, তা বিশ্বকে শোকার্ত করে তুলেছিল। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উপআঞ্চলিক পরিচালক বাবু রাম পান্ত তখন বলেছিলেন, বাড়তে থাকা মৃত্যুর সংখ্যা বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের বিক্ষোভকারী বা ভিন্নমতের প্রতি একেবারেই অসহিষ্ণুতাকে তুলে ধরেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক তখন বলেছিলেন, ছাত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর আক্রমণ বিশেষভাবে দুঃখজনক ও অগ্রহণযোগ্য।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, এটি ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের সবচেয়ে সহিংস ঘটনা। পাশাপাশি মানবাধিকার সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরেই হাসিনা সরকারকে বিরোধীদের দমন, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, বিচারব্যবস্থার অপব্যবহার ও একতরফা নির্বাচনের জন্য অভিযুক্ত করেছিল।

দেশত্যাগ ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে

দেশত্যাগ প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, গত বছরের ৫ আগস্ট দেশে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ায় তিনি চলে যান। তিনি বলেন, ‘থেকে গেলে আমার জীবন যেমন ঝুঁকিতে পড়ত, আশপাশের মানুষদের জীবনও তেমনি বিপদে পড়ত।’ তবে নির্বাসনে থাকলেও তিনি বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে এখনো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর ভাষায়, ‘শুধু অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনই দেশকে সুস্থ করতে পারে।’

রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘কোনো সরকার যদি এমন নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়, যেখানে তাঁর দল থাকবে না, তবে তিনি সেই সরকারের অধীনে বাংলাদেশে ফিরবেন না। তিনি ভারতে থাকার পরিকল্পনা করেছেন।’

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ একদিন আবার বাংলাদেশের ভবিষ্যতে ভূমিকা রাখবে, সরকারে থাকুক বা বিরোধী দলে। আর এই দল পরিচালনার জন্য তাঁর পরিবার দরকার নেই। তিনি বলেন, ‘এটা আমার বা আমার পরিবারের বিষয় নয়। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সংবিধান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর। কোনো ব্যক্তি বা পরিবার দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না।’

তবে এ ক্ষেত্রে রয়টার্স উল্লেখ করে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী তাঁর ছেলে ও উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ গত বছর রয়টার্সকে বলেছিলেন যে দল চাইলে তিনি নেতৃত্বের কথা বিবেচনা করতে পারেন।

ভোট বর্জন নিয়ে

রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশ নিতে না দিলে তাদের লাখ লাখ সমর্থক নির্বাচন বর্জন করবে। তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা শুধু অবিচারই নয়, এটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। পরবর্তী সরকারের অবশ্যই নির্বাচনী বৈধতা থাকতে হবে। লাখ লাখ মানুষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। এখন যে অবস্থা রয়েছে, তাতে তারা ভোট দেবে না। আপনি যদি একটি কার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থা চান, তাহলে আপনি কোটি কোটি ভোটারকে বঞ্চিত করতে পারেন না।’

আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া হবে সে আশা প্রকাশ করেছেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, ‘আমরা আওয়ামী লীগের ভোটারদের অন্যান্য দলকে সমর্থন করতে বলছি না। আমরা এখনো আশা করি, বোধোদয় হবে এবং আমাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়া হবে।’

আর এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগসহ সব বড় রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে কোনো নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাঁর দলকে বাদ দিয়ে নির্বাচন আয়োজন করা মানে দেশে ভবিষ্যৎ বিভেদের বীজ বপন করা।

গুম নিয়ে কথা বলেননি

রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন, ক্ষমতাচ্যুতির পর তাঁর সমর্থকদের ওপর বড় ধরনের দমন অভিযান চালানো হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ নামে একটি অভিযানে হাজারো মানুষকে গ্রেপ্তার করে, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা রাষ্ট্র অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে।

এ নিয়ে রয়টার্স সবশেষে বলেছে, তবে নিজের শাসনামলে গোপন আটককেন্দ্রে নিখোঁজ হওয়া শত শত মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে শেখ হাসিনা কিছুই বলেননি।

দিল্লিতে কৃত্রিম বৃষ্টি নামাতে

ব্যর্থ হওয়ার পর সমালোচনার মুখে দাঁড়িয়েছে বিজেপি সরকার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এভাবে সাময়িক উপশমের পথে না হেঁটে সরকার বরং দূষণের উৎসে নজর দিক। যেসব কারণে প্রতিবছর হেমন্তের শুরু থেকে পুরো শীত মৌসুম দিল্লি বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, সেই কারণগুলো বন্ধ করা হোক। এভাবে কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জলে ফেলার দরকার নেই। দীপাবলির সময় বাজি পোড়ানো বন্ধ করতে পারেনি দিল্লির কোনো সরকারই। তবু আগের আম আদমি পার্টি (এএপি) সরকারের একটা চেষ্টা ছিল। চেষ্টা ছিল পরিবেশ আন্দোলন কর্মীদেরও। নানাভাবে চেষ্টা হয়েছিল মামলা করে বাজি পোড়ানো বন্ধের। সেই প্রচেষ্টা জন্ম দিয়েছিল দূষণহীন বাজির। তৈরি হয়েছিল ‘গ্রিন ক্র্যাকার’। যদিও তার আড়ালে দেদার বিক্রি হয়ে এসেছে দূষণকারী বাজিও। ফলে দূষণ সৃষ্টি হয়েছে যথারীতি।

দিল্লিতে ক্ষমতাসীন হয়ে বিজেপি সরকার সেই প্রচেষ্টাতেও জল ঢেলেছে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো বাজি পোড়ানোর সঙ্গে সনাতন ধর্মকে জুড়ে প্রচার শুরু করে দেয়, যারা বাজি বন্ধের উদ্যোক্তা, তারা সনাতন ধর্মবিরোধী। সেই প্রচার প্রভাব ফেলেছিল কি না অন্য কথা, দেখা গেল সুপ্রিম কোর্টও পুরোপুরি বাজি নিষিদ্ধ করতে পারলেন না। ফলে প্রতিবছরের মতো এবারও দিল্লির আকাশ-বাতাস দীপাবলির পর ঢেকে গেল গভীর ধোঁয়ার আস্তরণে। দূষণ হয়ে দাঁড়াল মাত্রাছাড়া।

এই দূষণ থেকে নিস্তার পেতেই কৃত্রিম বৃষ্টির আয়োজন। এই উদ্যোগ আম আদমি সরকারও নেওয়ার কথা ভেবেছিল, কিন্তু রূপায়ণ করতে পারেনি। বিজেপি তা করে ফেলল। রাজ্য সরকার তিন কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করে এই প্রকল্পে। দায়িত্ব দেওয়া হয় কানপুর আইআইটিকে।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে দ্রুত বডি-ওর্ন ক্যামেরা কেনার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী জাতীয় নির্বাচনকে স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বডি-ওর্ন ক্যামেরা দ্রুত ক্রয়ের নির্দেশ দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তিনি এ নির্দেশনা দেন।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনি, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের জন্য সম্ভাব্য সব প্রস্তুতি দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে।

ভোটারদের মধ্যে এমন আস্থা তৈরি করতে হবে, যাতে তারা অনুভব করেন যে নির্বাচনের জন্য একটি অনুকূল ও নিরাপদ পরিবেশ বিদ্যমান।'

তিনি নির্দেশ দেন, ডিসেম্বরের মধ্যেই বডি-ওর্ন ক্যামেরা ক্রয় প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে, যাতে নির্বাচনকালীন সময়ের সহিংসতা বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা যায়।

প্রফেসর ইউনূস আরো বলেন, 'নির্বাচনকেন্দ্রিক যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এমন একটি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যেখানে পরিস্থিতি অবনতির কোনো সুযোগ কেউ না পায়।'

বৈঠকে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব জানান, দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ বডি-ওর্ন ক্যামেরা মজুদ রয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করে পুলিশ সদস্যদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, নতুন ক্যামেরাগুলো এসে পৌঁছালে প্রতিটি জেলায় পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

তিনি আরো জানান, বডি-ওর্ন ক্যামেরার সাহায্যে নির্বাচনের সময় ভোটকেন্দ্রের পরিস্থিতি কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিংয়ের পাশাপাশি প্রতিটি থানা ও জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকেও তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

সালমান শাহ হত্যা মামলার আসামি, কে এই আজিজ মোহাম্মদ ভাই

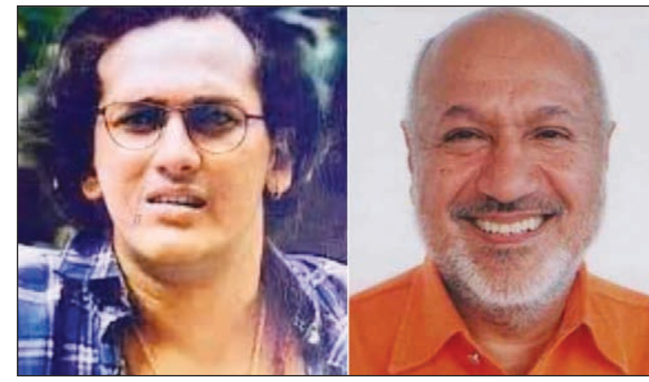

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ২৯ বছর আগে চিত্রনায়ক সালমান শাহর মৃত্যুর ঘটনায় আদালতের নির্দেশে ২১ অক্টোবর রমনা থানায় হত্যা মামলা হয়। মামলায় সালমান শাহর স্ত্রী সামিরা হকসহ ১১ জনকে আসামি করা হয়। এই আসামিদের দেশত্যাগ ঠেকাতে ইতিমধ্যে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে তথ্য পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। হত্যা মামলায় প্রধান আসামি নায়কের সাবেক স্ত্রী সামিরা হক। অন্য ১০ আসামির মধ্যে প্রযোজক আজিজ মোহাম্মদ ভাইও রয়েছেন। কিন্তু কে এই আজিজ মোহাম্মদ ভাই? নামের শেষে 'ভাই' থাকায় অনেকেই ধরে নেন তিনি কোনো গডফাদার বা মাফিয়া ডনের সঙ্গে যুক্ত। সত্যিটা একটু ভিন্ন। আসলে 'ভাই' শব্দটি তার পরিবারের বংশপদবি। তার বাবার নাম মোহাম্মদ ভাই, মায়ের নাম খাদিজা মোহাম্মদ ভাই। এমনকি নারীদের নামেও 'ভাই' আছে।

আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের পরিবার ১৯৪৭ সালে ভারতের গুজরাট থেকে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) আসে। পরিবার পারস্য বংশোদ্ভূত এবং 'বাহাইয়ান' সম্প্রদায়ের। উপমহাদেশের উচ্চারণে 'বাহাই' পরবর্তীতে 'ভাই' হয়ে গেছে।

পরিবারের আর্থিক অবস্থান সমৃদ্ধ। পুরান ঢাকায় বসবাস শুরু করা এই পরিবার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়। আজিজ মোহাম্মদ ভাই ১৯৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন, আরমানিটোলায়। তিনি নিজে ব্যবসা শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। তার ব্যবসা বিস্তৃত ঢাকা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, হংকং ও সিঙ্গাপুরে হোটেল ও রিসোর্ট পর্যন্ত। তবে মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণও আছে।

ব্যবসার পাশাপাশি ৯০-এর দশকে আজিজ মোহাম্মদ ভাই এমবি ফিল্মসের ব্যানারে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় আসেন। তার অধীনে ৫০টির মতো চলচ্চিত্র প্রযোজিত হয়েছে। দেশের বিজ্ঞাপন জগতে গ্যামার আনতেও তার অবদান উল্লেখযোগ্য।

তার জীবন কিছু বিতর্কিত ঘটনার সঙ্গেও যুক্ত। এরশাদের আমলে গ্রেপ্তার হন এবং চলচ্চিত্র নায়িকাসহ বিভিন্ন নারীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নানা কল্পকাহিনী ছড়ায়। ১৯৯৭ সালে আলোচিত হন সালমান শাহ হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে। বলা হয়, সালমান শাহ মারা যাওয়ার আগে পার্টিতে আজিজ মোহাম্মদ ভাইকে চুমু দেন তার স্ত্রী সামিরা হক। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সালমান শাহ চড় মারেন আজিজকে। এই ঘটনা অনেকের মতে হত্যার প্রাথমিক মোটিভ।

এর দুই বছর পর চিত্রনায়ক সোহেল চৌধুরীকে হত্যা করার ঘটনাতেও তার পরিবারের নাম আসে।

বর্তমানে আজিজ মোহাম্মদ ভাই সপরিবারে থাইল্যান্ডে বসবাস করেন এবং সেখানে থেকেই ব্যবসা পরিচালনা করেন। স্ত্রী নওরিন মোহাম্মদ ভাই দেশে এসে ব্যবসা দেখেন।

দেশে এক বছরে ২৫৮টি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গত এক বছরে দেশে ২৫৮টি রফতানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। মঙ্গলবার রাজধানীতে অডিটরিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।

উত্তরায় বিজিএমইএ ভবনে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন, চট্টগ্রাম বন্দরের মাশুল বাড়ানোসহ বিভিন্ন ইস্যুতে তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রফতানিমুখী শিল্পখাত নানা চ্যালেঞ্জের মুখে।

শ্রম আইন সংস্কার অবশ্যই প্রয়োজন, তবে তা যেন বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আইন এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে এটি শিল্পের টেকসই বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের অবস্থানকে শক্তিশালী করে।

সংবাদ সম্মেলনে সংশোধিত শ্রম আইন ২০২৫ পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়। তাদের দাবি, শিল্প, শ্রমিক ও অর্থনীতির বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় এমন একটি নতুন আইন প্রণয়ন।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, আমাদের প্রতিযোগী সক্ষমতা ধরে রাখতে হলে এবং এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পথ মসৃণ করতে হলে সরকারকে সময়োপযোগী উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা অনুরোধ করছি, রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এলডিসি উত্তরণের সময়সীমা অন্তত তিন বছর পিছিয়ে দেওয়া হোক।

চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা না বাড়িয়ে মাশুল ৪১ শতাংশ করা অযৌক্তিক বলেও মন্তব্য করেন মাহমুদ হাসান খান বাবু। তিনি বলেন, একলাফে ৪১ শতাংশ মাশুল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বিপর্যয় ডেকে আনবে রপ্তানি বাণিজ্যে।

মুফতি মুহিব্বুল্লাহর অপহরণের রহস্য ফাঁস!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গাজীপুরের টঙ্গী পূর্ব থানা এলাকার টিঅ্যান্ডটি বাজার জামে মসজিদের খতিব মুফতি মুহিবুল্লাহ মিয়াজী নিজেই পঞ্চগড়ে গিয়েছিলেন বলে স্বীকার করেছেন।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, আমি হাঁটতে গেছি। হাঁটতে যাওয়ার পরে আমার মাথায় আসলো যে আমি চলতে থাকি, যাই। কোন দিকে যাই, বলতে পারি না।

একপর্যায়ে আমি অটো পাইছি, অটোতে উঠছি, মীরের বাজার নামছি। নামার পরে মনে চাইল যে আমি জয়দেবপুর যাই। সিএনজি দিয়ে জয়দেবপুর গেছি। এরপরে আমার মাথায় আসলো যে আমি এখন এই বাসে উঠি।

বাসে উঠে শ্যামলী না কোন যায়গায় যেন নামাইছে। এইখান থেকে আমি আরেকটা বাসে উঠে গাবতলী গেছি। ওইখান থেকে আমি মনে চাইল যে আমি টিকিট করি। কই যাব, খেয়াল হইল যে আমি পঞ্চগড় যাই। অনেক রাতে পঞ্চগড় নামছি। নামার পরে হাঁটতেছিলাম, কোন দিকে হাঁটতেছি আমি জানি না চিনি না, হাঁটতেছিলাম।'

তিনি বলেন, 'একপর্যায়ে আমি দেখি যে পঞ্চগড় জেলা

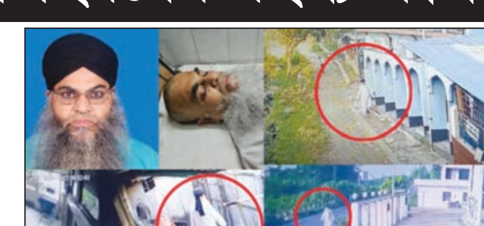

প্রশাসকের কার্যালয়, পুলিশ লাইনস এগুলো হেঁটে পার হয়ে গেছি। পার হয়ে গিয়ে আমি একটা শিকল কুড়িয়ে পাইলাম। ওইটা নিয়ে আমি এক যায়গায় প্রস্রাব করতে বসলাম।

প্রস্রাব করলাম আর পায়জামায় প্রস্রাব লাগল, এর পরে জামায়ও লাগল। জামা খুইলা ফালাইলাম, পায়জামাও খুললাম। কিন্তু খোলার পরে আবার পরতে হবে এই জিনিসটা আমি আর পারি নাই ঠাণ্ডায়। ঠাণ্ডায় ওইখানে শুইয়া পড়লাম আর পায়ে শিকল দিলাম। এইটা কেন করতেছি এইটার কোনো চিন্তাভাবনা আমার নাই, খালি যা মাথায় আসতেছে তা করতেছি।'

১৬৩৮টি ক্রেডিট কার্ডের মালিক কে এই মনীশ?

পোস্ট ডেস্ক : আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, ক্রেডিট কার্ডের কাজ কেনাকাটা বা বিল পরিশোধের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ, তাহলে মনীশ ধামেজার গল্প আপনাকে অবাক করে দিতে পারে। তিনি ক্রেডিট কার্ডগুলোকে তাদের চিরাচরিত ব্যবহারের বাইরে প্রসারিত করেছেন এবং সেগুলোকে আয়ের উৎসে পরিণত করেছেন। এর

জন্য ইতিমধ্যেই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অর্জন করেছেন তিনি। মণীশের কাছে ১৬৩৮টি বৈধ ক্রেডিট কার্ড রয়েছে এবং এই কার্ডগুলো শুধুমাত্র সংগ্রহের জন্য নয়। কোনো ঋণ না নিয়েই তিনি রিওয়ার্ড পয়েন্ট, ক্যাশব্যাক, ভ্রমণ এবং হোটেলের সুযোগ-সুবিধা পেতে এই কার্ডগুলো ব্যবহার করেন। তার কোনও ঋণ নেই, সম্পূর্ণ শূন্য ঋণের সাথে এই কার্ডগুলো ব্যবহার করেন মনীশ।

হায়দরাবাদের বাসিন্দা মণীশ ধামেজা। পড়াশোনা করেছেন কানপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ তিনি। পরবর্তীতে দূরশিক্ষায় সোশ্যাল ওয়ার্কেও মাস্টার্স করেন তিনি। বর্তমানে হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি সংস্থায় চিফ হোলসেল ব্যাঙ্কিং অফিসার পদে কর্মরত। তবে এখনও পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। জানা গেছে, অর্থনৈতিক সমস্ত দিক ঘেঁটে খুঁটিনাটি জানা তার শখ। সেই শখ থেকেই একের পর এক ক্রেডিট কার্ড। গিনেসকে মনীশ জানিয়েছেন, 'আমি মনে করি ক্রেডিট কার্ড ছাড়া আমার জীবন অসম্পূর্ণ ছিল। আমি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ভ্রমণ, রেল লাউঞ্জ, বিমানবন্দর লাউঞ্জ, খাবার, স্পা, হোটেল ভাউচার, ফ্লাইট টিকিট, শপিং ভাউচার, সিনেমা, কমপ্লিমেন্টারি টিকিট ইত্যাদি উপভোগ করি রিওয়ার্ড পয়েন্ট, এয়ারমাইল এবং ক্যাশব্যাক ব্যবহার করে।

বর্তমানে ১৬৩৮টি ক্রেডিট কার্ডের মালিক মনীশের প্রতিটি কার্ডের যাবতীয় তথ্য নাকি নখদর্পণে। প্রতিটি কার্ড এই মুহূর্তে অ্যাকটিভ। মনীশ ভারতে ২০১৬ সালের নোটবন্দীকরণের সময় তার অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেছিলেন। সেই সময় সরকার ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল করেছিল। তৎকালীন বিশৃঙ্খলার কথা স্মরণ করে মনীশ বলেন, সেই সময় লোকেরা নগদ তোলার জন্য ব্যাঙ্ক এবং এটিএমের বাইরে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতো। সরকারের এই সিদ্ধান্তে ভারতে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়। সেই সময় ক্রেডিট কার্ড আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আমাকে ব্যাংকে নগদ অর্থের জন্য হুড়োহুড়ি করতে হয়নি এবং আমি কেবল ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ডিজিটালভাবে অর্থ ব্যয় করেছিলাম। মনীশের কথায়, 'ক্রেডিট কার্ড আমার ভালোবাসা।'

গাজা দখলের নতুন পাঁয়তারা

পোস্ট ডেস্ক : গাজায় যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসেবে ফিলিস্তিনিদের জন্য কিছু অঞ্চল উন্মুক্ত রেখে সীমান্তসংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকাকে নেওয়া হয় হলুদ রেখার আওতায়। এই রেখার ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নেই ফিলিস্তিনিদের। অথচ সেখানে একসময় তাদের বসতি ছিল; জলপাই, আঙুর, স্ট্রবেরিসহ নানা ফলের বাগান। এখন ইসরায়েলের সামরিক যানের দাপট আর সেনাদের বুটের পদধ্বনি। কেউ প্রবেশের চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, বিশাল সীমান্ত এলাকা কি দখলে নিল ইসরায়েল? এমনটা হলে উপত্যকার অর্ধেকের কম এলাকায় থাকতে বাধ্য হবে ফিলিস্তিনিরা।

হলুদ রেখার কারণে মিসরের সঙ্গে গাজার যে সরাসরি সীমান্ত, সেটি আর থাকছে না। দক্ষিণের রাফা শহর পুরোটাই বিলীন; খান ইউনিসের বড় অংশ ইসরায়েলের দখলে চলে গেছে। দ্য গার্ডিয়ানের এক বিশেষ প্রতিবেদনে গত রোববার বলা হয়, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী বা আইডিএফ হলুদ রঙের কংক্রিট দিয়ে রেখা অঙ্কন করে দিচ্ছে। প্রতি ২০০ মিটার পরপরই হলুদ ব্লক চিহ্ন দিয়ে জানান দেওয়া হচ্ছে যে এটি সীমানারেখা।

যুদ্ধবিরতির অস্থায়ী রেখা গাজাকে প্রায় অর্ধেক করে ফেলেছে। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তজুড়ে আইডিএফ অসংখ্য সামরিক ফাঁড়ি তৈরি করেছে। সেই সঙ্গে রেখার দিকে এগিয়ে আসা যে কাউকে গুলি করছে। গাজার ৩১ বছর বয়সী মোহাম্মদ খালেদ আবু আল-হুসেনের বাড়ি খান ইউনিসের উত্তরে হলুদ রেখার কাছাকাছি এলাকায়। তিনি বলেন, আমরা যখন বাড়ির কাছে পৌঁছাই, তখনই প্রতিটি দিক থেকে গুলি আসতে শুরু করে। কখনও কখনও ছোট ছোট ড্রোন, কোয়াডকপ্টার আমাদের ওপরে ভেসে বেড়ায়; গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। তিনি বলেন, 'আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমরা প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের কবলে পড়ি। আমরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ি এবং গুলি থামা পর্যন্ত সেখানে থাকি।' তিনি বলেন, 'মনে হচ্ছে, যুদ্ধ শেষ হয়নি। যদি এখনও বাড়ি ফিরতে না পারি, তাহলে যুদ্ধবিরতির কী লাভ?'

ইসরায়েল গত রোববার জোর দিয়ে বলেছে, তারা গাজার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মন্ত্রীদের বলেছেন, তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবেন, কোথায় ও কখন আক্রমণ করতে হবে।

যুদ্ধবিরতির দুই সপ্তাহ পার হলেও প্রতিদিন গড়ে ২০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হচ্ছেন। অনেকে হলুদ রেখার কাছে গিয়ে মারা যাচ্ছেন। ফলে বাস্তুচ্যুতরা ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ এলাকায় ফিরে যেতে পারছেন না। এসব ঘটছে যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায়ে। এটি দ্বিতীয় পর্যায়ে যাওয়ার পথে রাজনৈতিক বাধা এখনও বিশাল, যার মধ্যে হামাসকে নিরস্ত্র করে বহুজাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ও রয়েছে। নেতানিয়াহুর শাসক জোটের কট্টরপন্থি শরিকরা গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার ও এর নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক বাহিনীর মোতায়েনের তীব্র বিরোধিতা করছে।

গণমাধ্যমে 'নতুন সীমান্ত' বলে প্রচারণা

এ অচলাবস্থার মধ্যেই মূলত হলুদ রেখাটি আরও স্থায়ী রূপ নিতে চলেছে। ইসরায়েলের গণমাধ্যমে এটিকে ক্রমবর্ধমানভাবে 'নতুন সীমান্ত' হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। ইয়েদিওথ আহরোনোথ পত্রিকায় সংবাদদাতা ইওভ জিতুন ভবিষ্যদ্বাণী করেন হলুদ রেখাটি 'একটি উচ্চ ও পরিশীলিত বাধায় পরিণত হতে পারে, যা গাজা উপত্যকাকে সংকুচিত করবে, পশ্চিম নেগেভকে প্রসারিত করবে এবং সেখানে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনের সুযোগ দেবে।'

রিফিউজি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সভাপতি ও সাবেক মার্কিন সাহায্য কর্মকর্তা জেরেমি কোনিনডিক বলেন, কার্যত এটি গাজার ক্রমবর্ধমান দখলের মতো দেখাচ্ছে।

গত ১০ অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। শর্ত অনুযায়ী, গাজার উপকূলীয় কিছু এলাকা ছেড়ে হলুদ রেখায় গিয়ে অবস্থান করবে আইডিএফ। এতে গাজা উপত্যকার ৫৩ শতাংশ এলাকা ইসরায়েলের দখলে চলে গেছে। বিবিসির স্যাটেলাইট বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রস্তাবিত রেখা থেকে নতুন হলুদ চিহ্নের রেখা কয়েকশ মিটার সামনে স্থাপন করা হয়েছে। এতে গাজার উল্লেখযোগ্য ভূমি দখল হয়েছে।

দখলদারিত্বের অবসান হলে অস্ত্র ছাড়বে হামাস

ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাস বলেছে, তারা অস্ত্র ছাড়তে রাজি। তবে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের দখলদারিত্বের অবসান হতে হবে। গতকাল সোমবার টাইমস অব ইসরায়েল জানায়, হামাসের প্রধান আলোচক খলিল আল-হায়া বলেছেন, সংগঠনটির নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব ও আগ্রাসী উপস্থিতির সম্পর্ক রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের ২০ দফা পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে হামাসকে অস্ত্র সমর্পণের শর্ত দিয়েছে।

ইসরায়েলের হামলা যুদ্ধবিরতির লঙ্ঘন নয় বলছেন রুবিও

রয়টার্স জানিয়েছে, গাজায় ইসরায়েলের হামলায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির লঙ্ঘন ঘটেনি বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। গতকাল সোমবার তিনি বলেন, গাজায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েলের হামলায় যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত যুদ্ধবিরতির লঙ্ঘন ঘটেছে বলে ওয়াশিংটন মনে করে না।

কোনো দেশই গাজায় সেনা পাঠাবে না: জর্ডানের বাদশাহ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবের আওতায় গাজায় শান্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিতে কোনো দেশ আগ্রহী হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, শান্তিরক্ষা মানে হচ্ছে স্থানীয় ফিলিস্তিনি পুলিশকে সহায়তা করা, যা জর্ডান ও মিসর বড় পরিসরে করতে ইচ্ছুক। তবে এতে সময় লাগবে। কিন্তু যদি আমাদের গাজার রাস্তায় অস্ত্র হাতে টহল দিতে হয়, তাহলে কোনো দেশই এমন পরিস্থিতিতে জড়াতে চাইবে না। এরই মধ্যে যুক্তরাজ্য জানিয়েছে, তারা গাজায় কোনো সেনা পাঠাবে না।

নতুন উচ্চতায় যুক্তরাষ্ট্র-জাপান মিত্রতা

পোস্ট ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প জাপানের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সঙ্গে বিরল খনিজ সরবরাহ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। দুই নেতার মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠককে তাকাইচির নেতৃত্বের এক প্রাথমিক বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তারা ঘোষণা দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সম্পর্ক এখন এক 'নতুন সোনালি যুগে' প্রবেশ করছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি। নতু নবাণিজ্য আলোচনার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের রপ্তানি পণ্যের ওপর ১৫ ভাগ শুল্ক আরোপ কার্যকর হয়েছে। বিষয়টি পূর্বে চুক্তিবদ্ধ হলেও মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত হয়।

সাংবাদিকরা বলছেন, তাকাইচির প্রতি যথেষ্ট সদিচ্ছা দেখাচ্ছেন ট্রাম্প। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাপানকে সবভাবে সহায়তা করার। তিনি বলেন, আপনার কোনো প্রশ্ন, সন্দেহ বা প্রয়োজন থাকলে, জাপানের জন্য যা কিছু করতে পারি, আমি করব। আমরা সবসময় পাশে থাকব। প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি ট্রাম্পকে নতুন সোনালি যুগের অংশীদার হিসেবে বর্ণনা করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকার প্রশংসা করেন। ট্রাম্পও তাকাইচির প্রশংসা করে বলেন, জাপান যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র। তাকাইচি 'জাপানের ইতিহাসে অন্যতম সেরা প্রধানমন্ত্রী'। তিনি আরও বলেন, জাপানের জন্য এটি এক বড় ব্যাপার- একজন নারী প্রধানমন্ত্রী পাওয়া সত্যিই যুগান্তকারী।

'গোল্ডেন এইজ' চুক্তিতে কী আছে?

চুক্তিতে বলা হয়েছে, উভয় দেশ তাদের আগের কৌশলগত বিনিয়োগ ও যৌথ স্বার্থসংক্রান্ত চুক্তিগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, এই সহযোগিতা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদার, প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত এবং বৈশ্বিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। দুই নেতা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবদের নির্দেশ দিয়েছেন 'নতুন সোনালি যুগের' বাস্তবায়নে আরও পদক্ষেপ নিতে।

বিরল খনিজ চুক্তির বিষয়বস্তু

আরেকটি চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও রেয়ার আর্থ উপাদানের সরবরাহ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে। ওয়াশিংটন চায় এই খনিজগুলোর ওপর চীনের প্রভাব কমাতে- যেহেতু চীন বর্তমানে এসব

উপাদানের প্রক্রিয়াকরণে প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং সম্প্রতি রপ্তানিতে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। কয়েক দিনে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একই ধরনের রেয়ার আর্থস চুক্তি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। জানা গেছে, জাপানে প্রচুর রেয়ার আর্থ খনিজ মজুদ থাকলেও এর বড় অংশ সমুদ্রতলের নিচে, যা উত্তোলন কঠিন।

অপহৃত জাপানি নাগরিকদের পরিবারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি দেখা করেন সেই সব জাপানি পরিবারের সঙ্গে, যাদের প্রিয়জনকে উত্তর কোরিয়া ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে অপহরণ করেছিল। জাপানি সরকারের তথ্য অনুযায়ী, কমপক্ষে ১৭ জন নাগরিককে অপহরণ করা হয়েছিল। যদিও অনেকের ধারণা, প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি। এগুলো মূলত গুপ্তচর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ ছিল, যেখানে অপহৃত জাপানিদের ব্যবহার করা হতো কোরিয়ান গুপ্তচরদের জাপানি ভাষা ও সংস্কৃতি শেখাতে। পরিবারগুলোর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ট্রাম্প বলেন, আমি আগেও এই পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করেছি। আমরা তাদের পাশে আছি, যুক্তরাষ্ট্র তাদের পাশে আছে। তিনি যোগ করেন, আমরা এতদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এখন আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করব।

রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চাপ

যদিও বৈঠকের পরিবেশ ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ, তবে ট্রাম্প জাপানের ওপর বাণিজ্যিক চাপও অব্যাহত রেখেছেন। বিশেষ করে গাড়ি, কৃষিপণ্য ও প্রযুক্তি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার অ্যাকসেস বাড়ানোর জন্য। তিনি জাপানকে আরও বেশি আমেরিকান চাল, সয়াবিন ও গাড়ি আমদানির আহ্বান জানান।

কিন্তু রপ্তানি নির্ভর জাপান জানে, কোনো শুল্ক যুদ্ধ তাদের অটোমোবাইল শিল্পের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই তাকাইচি দেশীয় শিল্প ও কৃষি লবিগুলোকেও খুশি রাখার চেষ্টা করছেন। বর্তমানে দুই দেশের সম্পর্ক মধুর। তবে বাস্তবে জাপানের জন্য কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এখন এক বড় চ্যালেঞ্জ।

বিএনপি-জামায়াত সম্পর্কে বাড়ছে

উপস্থাপন করা হয়েছে যা রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যে হয়নি। বিএনপি'র পক্ষ থেকে মঙ্গলবার এ নিয়ে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, ঐকমত্য কমিশন অনৈক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

এদিকে গণভোটের সময় নিয়ে দুই মেরুতে অনড় অবস্থানে রয়েছে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী। মঙ্গলবার (অক্টোবর ২৮) দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ সুপারিশ জমা দেন ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে দুটি বিকল্প সুপারিশ দিয়েছে ঐকমত্য কমিশন। দুটি প্রস্তাবের অধিকাংশ বিষয় একই। দুই সুপারিশেই জুলাই জাতীয় সনদে সংবিধান-সম্পর্কিত সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে প্রথমে 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ' নামে একটি আদেশ জারি; এরপর সংস্কার প্রস্তাবের বিষয়ে জনগণের সম্মতি নেওয়ার জন্য গণভোট নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

গণভোটের সময় নিয়ে সুপারিশে বলা হয়, 'উক্ত (জুলাই জাতীয় সনদ) বাস্তবায়ন আদেশ জারির অব্যবহিত পর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে যথোপযুক্ত সময়ে অথবা উক্ত নির্বাচনের দিন উক্ত আদেশ অনুসারে গণভোট অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।'

পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে গণভোটের সময় নিয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ না করার কারণ হিসেবে ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রীয়াজ বলেন, গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে সরকারকে কোনো সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেইনি। যেহেতু কমিশনের পক্ষ থেকে লজিস্টিক্যালি এবং অন্যান্য কারণে এটা বোঝা সম্ভব নয় এখন থেকে ৯০ দিন পর নাকি ৩০ দিন পর গণভোট করা যাবে। কমিশনের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও প্রস্তুতির বিষয়গুলো জানা নাই। সে জন্য আমরা বলেছি, এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি আরও বলেন, আজকেও সরকারকে বলে এসেছি আপনারা নির্বাচন কমিশনকে জিজ্ঞাসা করুন, তাদের সিদ্ধান্ত নিতে বলুন। কারণ, এই কাজটা আসলে নির্বাচন কমিশনের।

এদিকে গত ৫ অক্টোবর ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে বিএনপি-জামায়াতসহ সব রাজনৈতিক দল একমত হলেও এখন পর্যন্ত গণভোটের সময় নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি দলগুলো। বিশেষ করে প্রধান দুই দল বিএনপি এবং জামায়াত।

শুরু থেকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গণভোট চাচ্ছে বিএনপি। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী জাতীয় নির্বাচনের আগে নভেম্বর মাসে আলাদা গণভোট চায়। সবশেষ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) পর্যন্ত গণভোটের সময় নিজ নিজ অবস্থানে অনড় রয়েছে দল দুটি।

মঙ্গলবার বিকেলে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচনের দিন দুইটা ব্যালটের মাধ্যমে গণভোট হবে। এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এটা বিএনপির প্রথম দিন থেকে অবস্থান। এখনো সেই অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং আগামী দিনেও সেটার কোনো পরিবর্তন হবে না। আমাদের অবস্থান একেবারেই পরিষ্কার। কারা কী সুপারিশ করেছে, এটা তাদের সমস্যা।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর পুরো আলোচনায় বিএনপির অবস্থান ছিল গণভোট আর নির্বাচন একই দিনে হবে। দুটো ব্যালটের মাধ্যমে। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। নতুন করে এই বিষয়কে সামনে আনার কোনো সুযোগ নেই। সেটা যেই বলুক, যারাই প্রতিবেদন দিক, সেটা তাদের সমস্যা। এটা বিএনপির সমস্যা না। এই ব্যাপারে আলোচনার আর কোনো সুযোগ নেই।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার বদলে জাতীয় অনৈক্য প্রতিষ্ঠার একটা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, জুলাই সনদে থাকা সুপারিশ ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কার পরিষদ পাস না করলে অটোমেটিক পাস হয়ে যাবে, এটা হাস্যকর। পরীক্ষায় অটোপাসের মতো বিষয় সংবিধানে থাকতে পারে না। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই এমন সুপারিশ করেছে। তবে আইনানুগ ও সাংবিধানিক ভিত্তি বিবেচনায় সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা করি।

মঙ্গলবার সচিবালয়ে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুলের সঙ্গে বৈঠকের পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ এমন প্রতিক্রিয়া দেন।

অন্যদিকে মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশনকে ১৮ দফা সুপারিশ দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এসব সুপারিশে জাতীয় নির্বাচনের আগে আগামী নভেম্বর মাসে গণভোট চেয়েছে দলটি।

বৈঠক শেষে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার গণভোটের সময় নিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ১৮ দফার মধ্যে গণভোটকে জাতীয় নির্বাচনের আগে করতে হবে এবং সেটা আগামী নভেম্বরেই এই নির্বাচনটা সম্পন্ন করতে হবে।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, একই দিনে ভোট হলে নির্বাচন কেন্দ্রে সহিংসতা হতে পারে, দুই-চারটা কেন্দ্রে ভোট বন্ধ হতে পারে। জাতীয় নির্বাচনে প্রতীক, প্রার্থীর দ্বন্দ্বে ভোট বন্ধ হলে গণভোটের দশাটা কী হবে? একই দিনেই তো হবে, একই ভেন্যুতেই হবে। ভোট কাস্টিং কমে যাবে।

মিয়া গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, জাতীয় সনদ তৈরি হচ্ছে, জুলাই জাতীয় সনদে সেসব বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোকে পরিবর্তন করে যে সংস্কারগুলোর ব্যাপারে আমরা ঐকমত্য হয়েছি, জাতিকে সেটা জানতে হবে। জানার পরেই না তারা 'হ্যাঁ', 'না' ভোট দেবে। যদি একই দিনে ভোট হয়, তাহলে ভোটারও জানতে পারল না। সে জন্য আমরা বলেছি সংস্কার ও জাতীয় সনদের বিষয়গুলো নির্বাচন কমিশনকে পাবলিক করতে হবে। ওয়েবসাইটে দেবেন, জনগণ জানবে, ভোটাররা সিদ্ধান্ত নেবেন। সেটার জন্য নভেম্বরই উপযুক্ত সময়।

যা বললেন আলী রিয়াজ : জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ জমা দেয়ার পর রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানান ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ।

তিনি বলেন, আমরা জাতীয় নির্বাচনের দিন বা আগে গণভোট করার কথা সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছি। তবে এই আদেশ জারির পর থেকে যেকোনো দিন গণভোট করতে পারবে। তবে কবে করবে সেটার সিদ্ধান্ত সরকার নেবে, সরকারকে বলেছি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য।

আলী রীয়াজ বলেন, প্রয়োজনীয় সংশোধন সংযোজন, পরিবর্তনের জন্য আমরা সাংবিধানিক পাওয়ার হিসেবে জনগণের ক্ষমতা যেন ব্যবহৃত হয়, সেজন্য এই প্রস্তাব করেছি। আমরা আশা করি যে এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই তা অর্জন করা যাবে।

তবে আমাদের আরও একটি বিকল্প প্রস্তাব আছে জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের দ্বিতীয় বিকল্পেও বলা হচ্ছে-সরকার একটি আদেশ জারি করবেন। সেই আদেশের অধীনে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। গণভোটে একটি মাত্র প্রশ্ন থাকবে। তবে ওই আদেশের তফসিলে যে ৪৮টি বিষয় আছে সেগুলো অন্তর্বর্তী সরকার সেগুলোকে বিল আকারে প্রস্তুত করেও জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন।

ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, যখন বিল আকারে উপস্থাপিত হবে এবং গণভোটের মধ্যদিয়ে যদি জনগণের সম্মতি লাভ করা যায় তবে ওই বিলটি সংবিধান সংস্কার পরিষদের কাজে সহযোগিতা করবে। এটা কোনো অবস্থাতেই কেবলমাত্র তাদের গ্রহণের জন্য দেয়া হবে না। এটি যেন তাদের (সংবিধান সংস্কার পরিষদ) কাজের সহযোগিতা করে।

আলী রীয়াজ বলেন, সংবিধান সংস্কার পরিষদ জাতীয় সংসদের যিনি স্পিকার হবেন তিনি সংবিধান সংস্কার পরিষদের সভাপতিত্ব করবেন। তার অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার ওই সভার সভা ওই পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে সংস্কার পরিষদে গঠিত সভাপতি প্যানেল থেকে ওই পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সংবিধান সংস্কার পরিষদ তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন এবং কোনো অবস্থাতেই এমন পরিস্থিতির সূচনা হবে না যে সরকারের দেয়া বিলগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। আমরা এটা আস্থা রাখতে চাই।

সুপারিশের প্রধানত তিনটি ভাগ আছে উল্লেখ করে আলী রীয়াজ বলেন, প্রথমটি হচ্ছে যে সকল বিষয়ে সাংবিধানিক বিষয় সংশ্লিষ্ট নয়, সে সমস্ত বিষয়ে সরকার যেগুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারেন সেটা যেন অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে সে সমস্ত বিষয় বাস্তবায়িত করা হয়। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এর মধ্যে সুপারিশের অনেক কিছুই আছে যেগুলো সরকারি নির্দেশ এমনকি অফিস অর্ডার দিয়েও বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো যেন সরকার দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে। এ দুটো বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনোরকম ভিন্নমত নেই এবং এটা আলোচনার মধ্যদিয়ে যখনই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা সেটা সরকারকে অবহিত করেছি।

কোনগুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে কোনগুলো অফিস অর্ডারের মাধ্যমে করা যাবে জানিয়ে ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সাংবিধানিক বিষয়গুলোতে অনেক অনেক বিষয়ে ঐকমত্য আছে। কিছু বিষয়ে ভিন্ন মত আছে। এই সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে বাস্তবায়নের একটি আইনি ভিত্তি প্রদান এবং বাস্তবায়নের পথ নির্দেশ করার জন্য আমরা আমাদের তৃতীয় সুপারিশে কীভাবে এগুলোকে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তার সুপারিশ করেছি।

তিনি বলেন, সংবিধান সংশ্লিষ্ট ৪৮টি বিষয়ের ব্যাপারে আমরা সরকারকে পরামর্শ দিয়ে বলেছি দুটো। বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে সরকারের হাতে আছে। এর দুটো বিকল্পেরই কিছু কিছু জিনিস এক কিন্তু সামান্য ভিন্নতাও আছে আমাদের প্রস্তাবে, আমরা সরকারকে অনুরোধ করেছি, পরামর্শ দিয়েছি যে সরকার যেন অবিলম্বে একটি আদেশ জারি করে। এই আদেশের বিষয় হবে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ সংবিধান সংস্কার বিষয়ক। সরকারের এই আদেশের অধীনে সরকার একটি গণভোটের আয়োজন করবেন।

তিনি বলেন, গণভোটে জনগণের কাছে আমরা সুপারিশ করেছি সরকার যেন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সেটি হচ্ছে এই যে আদেশ এবং আদেশের তাফসিলে অন্তর্ভুক্ত ৪৮টি সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে জনগণের সম্মতি আছে কিনা? আমরা যে সুপারিশ করেছি তাতে বলা হয়েছে যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ একইসঙ্গে সংবিধান সংস্কার পরিষদ এবং জাতীয় সংসদ হিসেবে কার্যকর থাকবে।

সংবিধান সংস্কার পরিষদ কার্যকর থাকবে ২৭০ দিন উল্লেখ করে আলী রীয়াজ বলেন, এই সময়ের মধ্যে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্যরা জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত এবং গণভোটে যদি সকলের জনগণের সম্মতি পাওয়া যায় সেই বিষয়গুলো সংবিধানে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজন সমস্ত রকম বিধি-বিধান প্রয়োজনীয় সংশোধন সংযোজন বিয়োজন পরিবর্ধন পরিমার্জন করবেন।

তিনি আরও বলেন, এরপরে যেটা আমরা বলেছি সেটি হচ্ছে একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে একটি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা করা। সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সুপারিশ ছিল ভোটের সংখ্যানুপাতে ১০০ সদস্যের একটি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা করা। সেই মোতাবেক যদি জনগণের সম্মতি পাওয়া যায়, তবে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার ২৭০ দিনে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সময়ের সঙ্গে আরও ৪৫ দিনের মধ্যে উচ্চকক্ষ গঠন বিষয়ক প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হবে।

ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলোর 'নোট অব ডিসেন্ট' নিয়ে কী হবে-এমন প্রশ্নের জবাবে আলী রীয়াজ বলেন, কমিশন এগুলো জনগণের কাছে নিয়ে যেতে সরকারকে অনুরোধ করেছেন। জনগণের রায় পাওয়ার পর রাজনৈতিক দল সিদ্ধান্ত নেবে। কমিশন সংবিধানের ৪৮ বিষয়ে জনগণের সম্মতি-অসম্মতিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে ইতিবাচক ফল না এলে কী হবে, এমন প্রশ্নে জনগণের ওপর আস্থা রাখার কথা বলে আলী রীয়াজ বলেন, গণভোটে পাস না হলে গণভোট পাস হবে না। তার মানে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে।

লাতিন আমেরিকার দেশ চিলিতে সংবিধান নিয়ে দুইবার গণভোট ব্যর্থ হওয়ার উদাহরণ টেনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই অধ্যাপক বলেন, প্রথমবার চিলিতে একটা সংবিধান তৈরি করে দেয়া হলো গণভোটে, সেটা হারলো। কেউ কেউ বললেন, এটা অনেক বেশি দক্ষিণপন্থি হয়ে উঠেছিল অথবা বামপন্থি হয়ে উঠেছিল। একেকজনকে একটা বললো। তারপর আবার এটা সংশোধন-সংযোজন করা হয়, করে আবার গণভোটে দেয়া হয়েছিল। আবারো ফেল করেছে। পাস না করলে তার মানে হচ্ছে যে, জনগণ তাহলে গ্রহণ করছেন না। এই জন্য আমি বলছি আবার, জনগণের ওপর আস্থা রাখুন।

এসময় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, সফর রাজ হোসেন, ড. মো. আইয়ুব মিয়া, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার ও প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ দক্ষ কর্মী নেবে

উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার এসডিজি-বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ উপস্থিত ছিলেন।

'ন্যাশনাল বিজনেস সাপোর্ট কম্বাইন্ড কোঅপারেটিভস' হলো ৬৫টিরও বেশি কোম্পানির একটি জাপানি ব্যবসায়িক ফেডারেশন যারা সম্প্রতি দক্ষ বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের সুবিধার্থে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওআই) স্বাক্ষর করেছে।

এ চুক্তির লক্ষ্য জাপানে বাংলাদেশিদের প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেশন এবং কর্মসংস্থানের জন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা, যার মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম (টিআইটিপি) এবং স্পেসিফাইড স্কিলড ওয়ার্কার্স (এসএসডব্লিউও) এর মতো কর্মসূচির আওতায় একলাখের বেশি কর্মী নিয়োগ করা হবে। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জানান, স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় প্রথম ধাপে আগামী বছর দুই হাজার দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। পরবর্তীতে ২০২৭ সালে ছয় হাজার ও ২০২৮ সালে ১৮ হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে।

এর মধ্যে নির্মাণ খাত, সেবাখাত, এভিয়েশন খাত, গার্মেন্টস ও কৃষিতে সবচেয়ে বেশি কর্মী প্রয়োজন বলে জানান তারা। পাশাপাশি, আগামী দিনে গাড়িচালক, অটোমোবাইল ও রিসাইক্লিং খাতে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়বে বলেও জানান তারা। বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে খুলনা ও গাজীপুরের কাপাসিয়ায় দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সম্ভাব্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যেই এনবিসিসি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা কেন্দ্র দুটি পরিদর্শন করেছেন।

এ সময় প্রধান উপদেষ্টা কর্মীদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে কোনো ঘাটতি রয়েছে কি না জানতে চান। প্রতিনিধিদলের প্রধান, ন্যাশনাল বিজনেস সাপোর্ট কো-অপারেটিভ ফেডারেশন (এনবিসিসি) এর চেয়ারম্যান মিকিও কেসাগায়ামা বলেন, আমি গত মার্চ মাসে ট্রেনিং সেন্টার দুটি পরিদর্শন করেছিলাম। এবার এসে অবাক হয়েছি। সাত মাসের মধ্যে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা খুবই সন্তুষ্ট। আমরা আশাবাদী আগামী বছরই দুই হাজার দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিতে পারব। তবে প্রশিক্ষকদের ভাষাগত দক্ষতায় উন্নতি করা গেলে আরও ভালো হতে পারে বলে জানান তিনি।

১২৮ জন জুলাই যোদ্ধার গেজেট বাতিল

গণঅভ্যুত্থানে আহতদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত গেজেট তালিকায় কিছু কিছু জুলাই যোদ্ধা আহত নন, আন্দোলনে সম্পৃক্ত থেকে আহত হননি এবং কয়েক জনের নামে একাধিক গেজেট প্রকাশিত হওয়ার তথ্য মেলে। এ অবস্থায় জেলা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ময়মনসিংহ বিভাগের ২১ জন, সিলেট বিভাগের ২৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ৩৯ জন, খুলনা বিভাগের ৯ জন, রংপুর বিভাগের তিনজন, ঢাকা বিভাগের ১৪ জন, রাজশাহী বিভাগের ১৩ জন, বরিশাল বিভাগের দুজনসহ মোট ১২৮ জনের গেজেট বাতিল করা হয়েছে। যারা প্রতারণার মাধ্যমে জুলাই যোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন ও বেআইনিভাবে সরকারের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে। সরকার জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের 'জুলাই শহীদ' ও আহতদের 'জুলাই যোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জুলাই শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সরকার এককালীন অর্থ সহায়তা ছাড়াও মাসিক ভাতা দিচ্ছে।

সরকার দুই দফায় গণঅভ্যুত্থানে ৮৪৪ জন জুলাই শহীদের নামের গেজেট প্রকাশ করে। পরে ৮ জনের গেজেট বাতিল করা হয়।

অতি গুরুতর আহতদের ক-শ্রেণি, গুরুতর আহতদের খ-শ্রেণি ও সাধারণ আহতদের গ-শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকার এরই মধ্যে ক-শ্রেণির ৬০২ জন, খ-শ্রেণির এক হাজার ১১৮ জন ও গ-শ্রেণিতে ১২ হাজার ৩৮ জন জুলাই যোদ্ধার গেজেট প্রকাশ করেছে।

সংসদ নির্বাচন বানচালের আশঙ্কা

বড় শক্তি নিয়ে বানচালের চেষ্টা করবে। হঠাৎ করে আক্রমণ চলে আসতে পারে। এই নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে। যত ঝড়ঝঞ্ঝাই আসুক না কেন, আমাদের সেটা অতিক্রম করতে হবে।'

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার (২৯ অক্টোবর) যমুনায় নির্বাচনি প্রস্তুতি সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের প্রথম সভায় তিনি এ আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

অপরদিকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। এ লক্ষ্যে নির্বাচনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আগামী ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে সব প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার বিকালে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব কথা বলেন।

প্রেস সচিব বলেন, আগামী ১লা নভেম্বর থেকে নির্বাচনকালীন পদায়ন শুরু হবে। জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব বণ্টনের জন্য ৬৪ জেলার তালিকা করা হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি ও আত্মীয়-স্বজনদের এলাকায় পদায়ন করা হবে না। এছাড়া গত ৩ নির্বাচনে যারা রিটার্নিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট ও প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের এবারের নির্বাচনে রাখা হবে না।

শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচন ঘিরে দেশের ভেতরে-বাইরে থেকে 'এআই' দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নানা অপপ্রচার হতে পারে। উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তা ঠেকানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এছাড়া সামাজিক মাধ্যমে মিসইনফরমেশন ও ডিসইনফরমেশনের জন্য কমিটি করা হবে।

প্রধান উপদেষ্টার বরাত দিয়ে তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন- নির্বাচন বানচালে দেশের ভেতর থেকে, বাহির থেকে অনেক অপশক্তি কাজ করবে। বড় শক্তি নিয়ে তারা নির্বাচন বানচালে চেষ্টা করবে। হঠাৎ করে আক্রমণ চলে আসতে পারে। এই নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে। যত ঝড়-ঝাপ্টা আসুক আমাদের সেটা অতিক্রম করতে হবে।

এক মাসে ১ কোটি ১৭ লাখ মানুষের ওমরাহ পালন

বেশি বিদেশি তীর্থযাত্রী ছিলেন, যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সৌদি আরবে এসেছিলেন।

হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় ও সাধারণ কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে ঘোষণা করেছে যে, তারা ওমরাহযাত্রীদের প্রতিটি ধাপের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে সেবা মানোন্নয়নের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে। একই সঙ্গে, তারা এমন নতুন ডিজিটাল ও কার্যকরী সিস্টেম উন্নয়ন করছে, যা তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণ পরিকল্পনা থেকে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সম্পূর্ণ যাত্রা আরও উন্নত করবে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই বৃদ্ধি সৌদি আরবের উন্নত ডিজিটাল সিস্টেম, সমন্বিত লজিস্টিকস এবং আধুনিক সেবার সফল বাস্তবায়নের ফল। এসব ব্যবস্থার কারণে হজ ও ওমরাহযাত্রীদের জন্য সফর ও আনুষ্ঠানিকতা পালন এখন অনেক সহজ, নিরাপদ ও আরামদায়ক হয়ে উঠেছে।

এই প্রবৃদ্ধি সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যার লক্ষ্য হজ, ওমরাহ ও মসজিদ দর্শন ব্যবস্থাকে আধুনিক করা, দুই পবিত্র মসজিদে সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করা এবং বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের জন্য একটি আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা তৈরি করা।

জামায়াতের সাথে জোটে কওমি

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে তারা জোট নয়, আসনভিত্তিক সমঝোতায় যেতে চান। তবে বিএনপি শিবিরে এই নতুন জোট তেমন কোনো উদ্বেগ সৃষ্টি করেনি। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর আনুষ্ঠানিকভাবে এই জোটের ঘোষণা আসবে বলে জানা গেছে। এরই মধ্যে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ চলছে এবং শরিকদের কাছে শতাধিক আসন ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছে জামায়াত।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক বলেন, বৃহত্তর ইসলামী স্বার্থে আমরা এক জায়গায় ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি। অর্ধশতাধিক প্রার্থী রয়েছে, যারা শক্ত অবস্থান নিয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করছে।

ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব ইউনুছ আহমাদ বলেন, একটি আসনে ইসলামের পক্ষে একজন প্রার্থী থাকবে। যেখানে যে দল ভালো সম্ভাবনা তৈরি করতে পেরেছে, সেখানে তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেউ বেশি পাবে, কেউ কম পাবেএটাই বাস্তবতা। তফসিল ঘোষণার পরপরই আমরা সমঝোতার অবস্থান স্পষ্ট করবো।

অন্যদিকে, এমন কৌশলের পাল্টা হিসেবে দেওবন্দ আদর্শের বিভিন্ন ইসলামী গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে বিএনপি। ইতিমধ্যে কওমি ঘরানার সবচেয়ে পুরনো দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামীর চার নেতাকে নির্বাচনী কাজে যুক্ত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ভোটের মাঠে জামায়াত জোটের তেমন কোনো প্রভাব নেই। তার ভাষায়, "অনেক জিরো প্লাস জিরো প্লাস জিরো ইজ জিরো। তাই এগুলো নিয়ে আমরা অত চিন্তা করি না। বিএনপিও তো ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী দল। নির্বাচনের আগে ইসলামের জিকির তুলে রাজনীতি করা দেশের জন্য সঠিক আচরণ নয়। আর জামায়াতকে আমরা এখন আর তেমন শক্তিশালী দল হিসেবে দেখি না।"

এদিকে, আসন সমঝোতা হলেও ইসলামীপন্থী জোটে এখনো একক কোনো নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। জোট ক্ষমতায় গেলে কে হবেন প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধী দলীয় নেতা, সে বিষয়েও এখনো সুরাহা হয়নি।

এনসিপির নেতৃত্বে নতুন জোট!

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক জোট গঠিত হতে যাচ্ছে। বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নয়, বরং জুলাই আন্দোলনের সমন্বয়কদের দ্বারা গঠিত নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর নেতৃত্বে এই জোট আত্মপ্রকাশ করছে। এবি পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদ সহ মোট ৯টি দল নিয়ে গঠিত এই জোট আগামী ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটের মাঠে বড় দলগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দলগুলোর শীর্ষ নেতারা ইতোমধ্যে কয়েক দফা ফলপ্রসূ বৈঠক করেছেন এবং দ্রুতই অমীমাংসিত বিষয়গুলো চূড়ান্ত করে জোট ঘোষণা করা হবে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি জুলাই আন্দোলনের সমন্বয়কদের নেতৃত্বে 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' (এনসিপি) আত্মপ্রকাশের পর গুঞ্জন উঠেছিল যে দলটি বিএনপি বা জামায়াতের সঙ্গে জোটে যাচ্ছে। একইভাবে ২০২০ সালে আত্মপ্রকাশ করা জামায়াতের সংস্কারপন্থি দল হিসেবে পরিচিত এবি পার্টি নিয়েও বিএনপির সঙ্গে জোটের গুঞ্জন ছিল।

তবে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু নিশ্চিত করেছেন যে, তারা বিএনপি বা জামায়াতের সঙ্গে নয়, বরং এনসিপিসহ জুলাই অভ্যুত্থানের পক্ষের নয়টি দল নিয়ে নতুন জোট গঠন করছেন। এ বিষয়ে দুই দফা ফলপ্রসূ আলোচনাও হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, যে নয়টি দল একজোটে যাচ্ছে তার মধ্যে বাম ও প্রগতিশীল ঘরানার ছয়টি রাজনৈতিক দলের প্ল্যাটফর্ম 'গণতন্ত্র মঞ্চ' রয়েছে। দলগুলো হলো- নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, ভাসানী জনশক্তি পার্টি এবং জেএসডি। এর বাইরে বাকি তিনটি দল হলো- এনসিপি, এবি পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদ।

জোট গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমীন এবং গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ দলগুলোর নেতারা ক্যামেরার সামনে বিস্তারিত খোলাসা না করতে চাইলেও, জোট গঠনের বিষয়ে প্রায় সব দলই আশাবাদী।

নির্বাচন নাও হতে পারে: মোহাম্মদ তাহের

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, জাতীয় নির্বাচন কোনো কারণে না-ও হতে পারে, কিন্তু জুলাই সনদ* একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যা সবার আগে বাস্তবায়ন করা জরুরি।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর মগবাজারে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কমনওয়েলথের ইলেকটোরাল সাপোর্ট শাখার উপদেষ্টা ও প্রি-ইলেকশন অ্যাসেসমেন্ট প্রধান লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজ নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদল।

ডা. তাহের বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে জামায়াত, এনসিপি সহ বেশ কয়েকটি দলই মনে করেএকটি বিশেষ আদেশের মাধ্যমে গণভোট আয়োজন করা এখন সময়ের দাবি। তিনি বলেন, "এনসিপি যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা দ্রুত কার্যকর করতে হবে এবং সেই আদেশের ওপর ভিত্তি করেই গণভোট আয়োজন করা উচিত।"

তার মতে, জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটই হবে সবচেয়ে যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নভেম্বরের মধ্যেই গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে। ডা. তাহের বলেন, "জুলাই সনদ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রয়োজনে কিছু অতিরিক্ত ফান্ড ব্যয় করেও এটি গণভোটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলোতেও এই চাপ অব্যাহত থাকবে।"

এ সময় তিনি ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। বলেন, "প্রতিটি কেন্দ্রে সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাবসহ সব বাহিনীর স্থায়ী অবস্থান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।" তিনি আরও দাবি করেন, এবার এসব বাহিনীকে কেবল স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে নয়, বরং নির্বাচনকালীন সময়জুড়ে স্থায়ীভাবে মাঠে রাখতে হবে, যাতে ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

বাংলাদেশের রিজার্ভ ও মূল্যস্ফীতি নিয়ে

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'আইএমএফ প্রতিনিধি দল এই অগ্রগতির প্রশংসা করেছে। তবে এই প্রবণতা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মূলত চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া এবং ব্যাংক খাতের স্থিতিশীলতা ওপর জোর দেয়া হয়।

বৈঠকে আলোচ্য মূল বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল তারল্য পর্যবেক্ষণ, ঝুঁকি-ভিত্তিক তত্ত্বাবধান বাস্তবায়ন, নির্দিষ্ট কিছু ব্যাংকে আমানত উত্তোলনে বিধিনিষেধ এবং একীভূত ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা।

এর আগে আইএমএফ কর্মকর্তারা অর্থ সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরে তারা অর্থ বিভাগে ম্যাক্রো-ইকোনমিক ও বাজেট উইংয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন।

লন্ডনে বিএ এক্সচেঞ্জ ইউকের এজেন্ট

সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি হলে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এবং বিএ এক্সচেঞ্জ বোর্ডের ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কাশেম । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর তানভির মোহাম্মদ আজিম । গ্রাহকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বিএ এক্সচেঞ্জ ইউকের সিইও শের মাহমুদ এবং হেড অব অপারেশনস্ এন্ড মানি লন্ডারিং রিপোর্টিং অফিসার মোহাম্মদ রাহিম ।

সাংবাদিক ও টিভি প্রেজেন্টার তাইসির মাহমুদ-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিএ এক্সচেঞ্জ ইউকের নতুন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা কে.এম. আবু তাহের চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট নবাব উদ্দিন, ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর পারভেজ আহমেদ, কমিউনিটি নেতা আবদুল মতিন চৌধুরী, প্রফেসর মুমিতুর রেজা চৌধুরী, প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান খান, শাহজালাল হাউজিং এস্টেট প্রবাসী অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি শাহ শেরওয়ান মোহাম্মদ কামালী, জকিগঞ্জ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি আবুল হোসেন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএ এক্সচেঞ্জ বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কাশেম বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদেরকে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের অনুমতি দিয়েছে । আমরা এতদিন শুধু লন্ডন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা দিতে পেরেছি, এখন এই সেবার পরিধি যুক্তরাজ্যের প্রতিটি শহরে বিস্তৃত হবে । ফলে সহজেই প্রবাসীরা রেমিটেন্স পাঠাতে পারবেন । ব্যাংক এশিয়া আধুনিক ব্যাংকিংয়ের জন্য অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর তানভির মোহাম্মদ আজিম বিএ এক্সচেঞ্জের গ্রাহকসেবার ভূয়শী প্রশংসা করে বলেন, গ্রাহকের কমিটমেন্ট রক্ষার মাধ্যমে বিএ এক্সচেঞ্জ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । সার্ভিসকে আরো সহজ করার মাধমে বৈধ পথে আরো বেশি রেমিটেন্স পাঠানো সম্ভব।

বিএ এক্সচেঞ্জ ইউকের সিইও শের মাহমুদ বলেন, যুক্তরাজ্যের প্রতিটি শহরে আমরা এজেন্ট নিয়োগ করবো। গ্রাহকরা ইন্সটেন্ট ক্রেডিট সুবিধা পাবেন । অর্থাৎ, ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে লন্ডন থেকে রেমিটেন্স প্রেরণের ৫ মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশে বেনিফিশিয়ারির একাউন্টে টাকা জমা হয়ে যাবে । আগামী বছর থেকে যারা মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করবেন তাদের কোনো ফি পরিশোধ করতে হবে না। তাছাড়া গ্রাহকের সুবিধার্থে সপ্তাহের সাতদিনই আমাদের অফিস খোলা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে । তবে আমাদের অ্যাপ সার্ভিস ২৪ ঘন্টাই চালু রয়েছে । ভবিষ্যতে বিকাশ ও নগদ মাধ্যমে দেশে অর্থ প্রেরণ করা যাবে।

বিএ এক্সচেঞ্জ ইউকের হেড অব অপারেশন্স ও মানি লন্ডারিং রিপোর্টিং অফিসার মোহাম্মদ রাহিম বলেন, আমরা প্রিপেইড ট্রাভেল কার্ড চালু করেছি । বাংলাদেশে যাওয়ার সময় যেকেউ এই কার্ড রিচার্জ করে নিয়ে গেলে, দেশের যেকোনো এটিএম বুথ থেকে ক্যাশ টাকা তুলতে এবং কেনাকাটা করতে পারবেন। তাছাড়া, যারা বছরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাঠান তাদের জন্য ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রয়েছে ফ্রি মিট এন্ড গ্রীট ব্যবস্থা ।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট নবাব উদ্দিন বলেন, এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করার পর কমিউনিটির মানুষ যাতে প্রতারণার শিকার না হোন, সে বিষয় নজর রাখতে হবে । তিনি বিএ এক্সচেঞ্জের কাস্টমার সার্ভিসের ভূয়শী প্রশংসা করেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র কাস্টমার সার্ভিস অফিসার সৈয়দ ইসলাম ও কাস্টমার সার্ভিস অফিসার সুমাইয়া আক্তার ঝুমুর । অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদি ক্যারল, বাবলুল হক ও মি. মার্টিন।

ভেস্তে গেল পাকিস্তান-আফগানিস্তান শান্তি

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আল জাজিরাকে একজন কর্মকর্তা বলেছেন, আফগান দলের জন্য 'কাবুল থেকে পাওয়া নির্দেশনা' আলোচনাকে জটিল করে তুলছে।

তবে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পেছনে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের 'সমন্বয়ের অভাবকে' দায়ী করেছে আফগানিস্তান। দেশটির গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, পাকিস্তানি পক্ষ 'স্পষ্ট যুক্তি উপস্থাপন করছে না'। তারা 'আলোচনার টেবিল ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

আলোচনায় আফগান দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক বিষয়ক উপমন্ত্রী হাজি নাজিব, যদিও পাকিস্তান তাদের প্রতিনিধিদের নাম প্রকাশ্যে প্রকাশ করেনি।

এদিকে আলোচনায় যুদ্ধবিরতি ভেস্তে যাওয়ার পর পাকিস্তানি জনগণের সুরক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার। আজ বুধবার সামাজিক মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে আফগানিস্তানের দিক থেকে কোনো আশ্বাস পাওয়া যায়নি। তারা মূল বিষয় থেকে সরে গেছে। দোষারোপ ও ছলচাতুরী করেছে। এভাবে আলোচনায় কোনো কার্যকর সমাধান পৌছানো যায়নি।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান শান্তির মনোভাব নিয়েই আফগানিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল। তিনি কাবুলকে 'পাকিস্তানবিরোধী সন্ত্রাসীদের প্রতি অবারিত সমর্থন' দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করে বলেন, আমরা সন্ত্রাসবাদের হুমকি থেকে আমাদের জনগণকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া অব্যাহত রাখব।

৯ অক্টোবর কাবুলে বিস্ফোরণের ঘটনায় তালেবান কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানকে দায়ী করে। এরপরই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সীমান্ত সংঘাত শুরু হয়। তালেবানের দাবি, কাবুলে পাকিস্তান বিমান হামলা চালায়। এর জবাবে সীমান্তে গুলি ছোঁড়া হয়। আর পাকিস্তানের দাবি, তালেবান বেসামরিক নাগরিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। ফলে সেনারাও পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য হয়।

প্রাথমিকভাবে ৪৮ ঘন্টার যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর, ১৯ অক্টোবর দোহায় আলোচনার মাধ্যমে দ্বিতীয় দফায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। পরে শান্তিচুক্তিতে পৌছাতে ইস্তাম্বুলে আলোচনার আয়োজন করা হয়।

পাকিস্তান ও আফগান তালেবান এক সময় যৌথ নিরাপত্তা স্বার্থের কারণে মিত্র ছিল। ২০২১ সালে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় ফিরে তালেবান। এরপর থেকে দেশটির বিরুদ্ধে ইসলামাবাদের অভিযোগ, সশস্ত্র সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান বা টিটিপিকে আশ্রয় দিচ্ছে তারা। এ প্রেক্ষাপটে গত সপ্তাহে দুই দেশের মধ্যে সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে কয়েকশ লোক নিহত হন। এ নিয়ে দোহায় শান্তি আলোচনার পর উভয় দেশই যুদ্ধ বন্ধ করে 'স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার' দিকে কাজ করতে সম্মত হয়।

কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে আলজাজিরা জানায়, কাতারের রাজধানী দোহায় পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে এক দফা আলোচনার পর 'উভয় পক্ষই তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্রবিরতি এবং দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুসংহত করার জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়। দুই পক্ষই আগামী দিনে অস্ত্রবিরতির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে এবং নির্ভরযোগ্য ও টেকসই পদ্ধতিতে এর বাস্তবায়ন যাচাইয়ের জন্য পরবর্তী বৈঠকেও সম্মত হয়েছে। ফলে উভয় দেশে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা অর্জনে অবদান রাখা সম্ভব হবে।

পাকিস্তানভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের তথ্যমতে, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে দুই দেশের সংঘাতে অন্তত দুই হাজার ৪১৪ জন নিহত হয়েছে। গত বছর সীমান্ত সংঘাতে উভয় পক্ষের দুই হাজার ৫৪৬ জন নিহত হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে সীমান্তে হামলা বেড়েছে। তা ছাড়া পাকিস্তান আফগান শরণার্থীদের বিতাড়িত করার পর থেকে টিটিপি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কয়েক দশকের সংঘাত থেকে পালিয়ে অন্তত ৩০ লাখ আফগান শরণার্থী এখন পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে।

বাংলা পোস্ট'র বার্তা সম্পাদক হিসেবে

দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকার সংবাদ বিভাগে মর্যাদাপূর্ণ আসনে থেকে কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাজ্য থেকে সম্প্রচারিত বাংলা টিভি এবং চ্যানেল এস-এ সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেছেন।

তিনি দৈনিক উত্তরপূর্ব, দৈনিক সিলেটের ডাক, দৈনিক শ্যামল সিলেটসহ অসংখ্য দৈনিক ও সাপ্তাহিকে নিয়মিত কলাম লিখেন।

অনুসন্ধানী এই সাংবাদিকের করা অনেক প্রতিবেদন দেশে বিদেশে সাড়া ফেলেছে।

বিশ্বের প্রথম রোবটমন্ত্রী কে এই ডিয়েলো

কিছু চলে গেছে এআইয়ের দখলে। এই যে কমপিউটারে কম্পোজ থেকে শুরু করে মোবাইল, গাড়ি, উড়োজাহাজ- যা কিছু আজ আমাদের সামনে তার সবকিছুতে রয়েছে এআইয়ের ছোঁয়া। কিন্তু মন্ত্রী হিসেবে রোবট এমনটা এর আগে শোনা যায়নি। সেই দায়িত্বে এখন ডিয়েলো। তাকে দেখতে আপাদমস্তক একজন নারী। আলবেনিয়ার ইসলামিক পোশাকে তিনি সবার সামনে। এ বিষয়ে উইকিপিডিয়া বলছে, ডিয়েলাহলো একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ব্যবস্থা। আলবেনিয়ার ন্যাশনাল এজেন্সি ফর ইনফরমেশন সোসাইটি (একেএসএইচআই বা আকশি) উন্নত করেছে। এটি ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইআলবেনিয়া প্ল্যাটফর্মে ভার্চুয়াল সহকারী হিসেবে চালু হয়। এর কাজ হলো নাগরিকদের অনলাইন সরকারি সেবা প্রদান ও ডিজিটাল নথি সংগ্রহে সহায়তা করা। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বে প্রেসিডেন্টের এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এডি রামা'কে একটি ভার্চুয়াল এআই মন্ত্রী তৈরির ও পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া হয়। এরপর ডিয়েলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'রাষ্ট্রীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মন্ত্রী' হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে এটি বিশ্বের প্রথম এআই ব্যবস্থা, যাকে মন্ত্রিসভা পর্যায়ে সরকারী পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ডিয়েলা তৈরি হয় আকশির আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ল্যাবরেটরিতে। সেখানে মাইক্রোসফট প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দেয়। ওপেনএআইয়ের বড় ভাষা মডেলগুলো 'অ্যাজুরে' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। আকশি নাগরিকদের অনুরোধের জবাব দেয়ার জন্য ওয়ার্কফ্লো ও স্ক্রিপ্ট ডিজাইন করে। প্রথম সংস্করণ ডিয়েলা ১.০ প্রকাশিত হয় ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে। এটি ইআলবেনিয়া পোর্টালে টেক্সটভিত্তিক চ্যাটবট হিসেবে চালু হয়- যা নাগরিকদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি সেবার দিকনির্দেশনা দিত। কয়েক মাস পর ডিয়েলা ২.০ সংস্করণে যোগ হয় ভয়েস ইন্টারঅ্যাকশন ও একটি অ্যানিমেটেড অবতার। ঐতিহ্যবাহী আলবেনীয় পোশাক পরিহিত এক নারী। তিনি উত্তর আলবেনিয়ার ঐতিহাসিক অঞ্চল জাদ্রিমার সংস্কৃতি প্রতিনিধিত্ব করেন। ডিয়েলার অবতারের জন্য কণ্ঠ ও চেহারার মডেল দেন অভিনেত্রী আনিলা বিশা। এর চুক্তি ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ডিয়েলার মাধ্যমে ৩৬,০০০-এর বেশি সরকারি নথি এবং প্রায় ১,০০০ সেবা প্রাপ্তি সহজতর হয়।

মন্ত্রী পর্যায়ের দায়িত্ব: ২০২৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ডিয়েলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'রাষ্ট্রীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মন্ত্রী' হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এই নিয়োগের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে একটি ভার্চুয়াল এআই মন্ত্রণালয় গঠন ও পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া হয়। সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার দায়িত্ব ধীরে ধীরে ডিয়েলার কাছে হস্তান্তর করার পরিকল্পনা আছে। যাতে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস করা যায়। এই পদক্ষেপটি ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের শর্ত অনুযায়ী দুর্নীতিবিরোধী সংস্কারের অংশ। প্রধানমন্ত্রী এডি রামা বলেন, ডিয়েলা নিশ্চিত করবে যে সরকারি টেন্ডার শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত হবে। বলকান ইনসাইট তাদের প্রতিবেদনে মন্তব্য করে, ডিয়েলাকে ঘিরে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা যাচ্ছে তা অমূলক নয়। মানসম্মত মানদণ্ড ও ডিজিটাল রেকর্ডের মাধ্যমে সিদ্ধান্তগ্রহণের স্বচ্ছতা ও জনআস্থা বৃদ্ধি সম্ভব। তবে তারা সতর্ক করে দেয় যে সরকারি দরপত্র মূল্যায়নে এআই ব্যবহারে জবাবদিহিতা, প্রক্রিয়াগত ন্যায়বিচার ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে গভীর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। ২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী রামা সংসদে ডিয়েলার একটি ভিডিও ভাষণ প্রদর্শন করেন। সেখানে ডিয়েলা বলেন, আমি মানুষকে প্রতিস্থাপন করতে আসিনি, বরং তাদের সাহায্য করতে এসেছি।

এই উপস্থাপনায় বিরোধী এমপিরা তীব্র প্রতিবাদ জানান। কারণ তারা সংসদ অধিবেশনে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেন। বিরোধী ডেমোক্রেটিক পার্টির সংসদীয় নেতা গাজমেন্ট বারধি বলেন, ডিয়েলা একটি প্রচারণামূলক কল্পনা- এই সরকারের দৈনন্দিন দুর্নীতি ঢাকতে ব্যবহৃত একটি ভার্চুয়াল মুখোশ। সেই অধিবেশন, যেখানে নতুন মন্ত্রিসভা ও সরকার কর্মসূচি নিয়ে বিতর্ক হওয়ার কথা ছিল, মাত্র ২৫ মিনিটে শেষ হয়ে যায়। ৮২ জন সমাজতান্ত্রিক এমপি পক্ষে ভোট দেন, আর বিরোধীরা ভোটে অংশ নেননি। রাজনৈতিক বিশ্লেষক আন্দি বুশাটি এই ঘটনাকে 'অভূতপূর্ব' বলে অভিহিত করেন। কারণ সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার প্রচলিত বিতর্ক ছাড়াই অধিবেশন শেষ হয়।

আল্লাহর সংরক্ষিত সীমা ও মানুষের দায়িত্ববোধ

মুফতি সাইফুল ইসলাম

ইসলামী শরিয়ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। হালাল ও হারামের সীমারেখা আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যেন মানুষ সঠিক ও ভুলের পার্থক্য বুঝে চলতে পারে। মহনবী (সা.) হাদিসে হালাল, হারাম ও সন্দেহজনক বিষয়ের পার্থক্য তুলে ধরেছেন এবং অন্তরের বিশুদ্ধতার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন-

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ "إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ".

নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছিঃ অর্থাৎ- বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, রাবী বলেন; (এ সময় নু'মান তার আঙ্গুল দুটি দ্বারা কানের দিকে ইশারা করেন, নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না।

যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে, আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত চারণভূমির পাশে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে সে পশু তার ভেতরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক রাজারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়গুলো। জেনে, রেখো, দেহের মধ্যে এক টুকরা মাংস আছে।

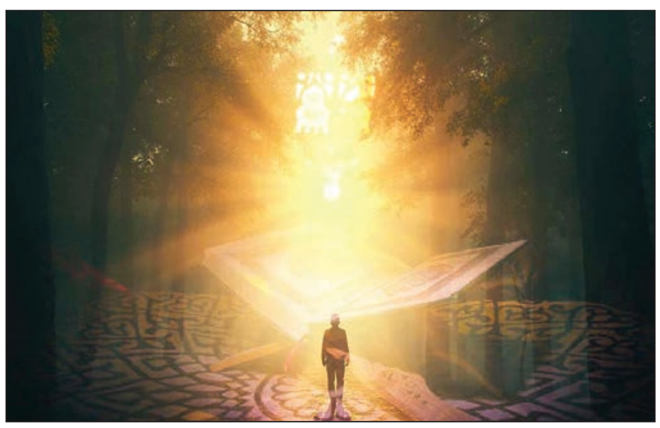

যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, তা হলো 'কালব' হৃদয়। (সহিহ মুসলিম হাদিস: ১৫৯৯)

হাদিসের ব্যাখ্যা

হালাল ও হারাম স্পষ্ট

ইমাম নববী (রহ.) বলেন: 'এটি ইসলামের একটি অন্যতম দিকনির্দেশনামূলক হাদিস। এতে জানানো হয়েছে যে, কোরআন ও সুন্নাহতে বহু বিষয় স্পষ্টভাবে হালাল ও হারাম বলে নির্ধারিত।' (শরহ মুসলিম, নববী, ১১/২৭) হালাল মানে: যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) স্পষ্টভাবে অনুমোদন করেছেন। হারাম মানে: যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) ﷺ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। এই দুয়ের মধ্যে কোনো দ্ব্যর্থতা নেই। যেমন- নামাজ, সাদকা, হালাল খাদ্য; আর হারাম হলো-মদ্যপান, সুদ, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি।

সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ (الشبهات)

এগুলো এমন বিষয়, যার বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ সাধারণ মানুষের কাছে অজানা থাকে-যেমন, কোনো খাবার বা আয় হালাল না হারাম তা নিশ্চিত নয়। ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) বলেন: 'এই সন্দেহজনক বিষয়গুলো আলেমদের কাছে পরিষ্কার, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য তা অস্পষ্ট। তাই নবী (সা.) তাদের সাবধান করেছেন যাতে তারা নিজেদের দ্বীন রক্ষা করতে পারে।' (ফাতহুল বারী, ১/১২৭)

ইমাম নববী বলেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহভীরুতার কারণে সন্দেহজনক জিনিসও ত্যাগ করে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদ রাখে।'

(শরহ মুসলিম)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এ বিষয়ে বলেন: 'যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে, সে আসলে আল্লাহর 'সংরক্ষিত সীমানা' থেকে দূরে অবস্থান করছে-এটাই তাকওয়ার পরিপূর্ণতা।' (ই'লামুল মুওয়াক্কি'ইন, ১/৪৩)

সংরক্ষিত চারণভূমি (الحمى)

রাসুল (সা.) উদাহরণ দির্য়েছেন একজন রাজা ও তার সংরক্ষিত এলাকার। যেমন রাখাল যদি সীমার কাছে পশু চরায়, একসময় পশুগুলো ভিতরে ঢুকে পড়বেই।

ইবনু রজব আল-হানবলী (রহ.) বলেন: 'এই উপমার মাধ্যমে মহানবী (সা.) বোঝাতে চেয়েছেন-যে ব্যক্তি হারামের কাছাকাছি যায়, সে অবশেষে তাতে পতিত হতেই পারে। তাই তাকওয়ার প্রকৃত অর্থ হলো দূরত্ব বজায় রাখা।' (জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, হাদীস নং ৬)

'হৃদয়' বা 'কালব'-এর তাৎপর্য

মহানবী (সা.) শেষে বলেছেন, 'দেহে একটি মাংসখণ্ড আছে... তা হলো হৃদয়।'

ইমাম নববী বলেন: 'হৃদয় যদি সৎ থাকে, তবে মানুষের কর্ম, বাক্য, দৃষ্টি-সব কিছুই সৎ হয়ে যায়; আর হৃদয় যদি বিকৃত হয়, তার প্রভাব পড়ে সব আমলে।" (শরহ মুসলিম)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) হৃদয়কে বলেন- 'কলক বা হৃদয় হচ্ছে এমন এক রাজা, যার অধীন পুরো দেহ রাজ্য। যদি রাজা সঠিক পথে থাকে, গোটা রাজ্য সুশাসিত থাকে।' (ইগাসাতুল্লাহফান, ১/৬৯)

সারসংক্ষেপ:

হালাল-হারাম স্পষ্ট-এগুলোর সীমা অতিক্রম করা মারাত্মক।

সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকা তাকওয়ার চূড়ান্ত রূপ।

আল্লাহর সংরক্ষিত সীমা লঙ্ঘন করা মানে হারামে পতিত হওয়া।

অন্তরের বিশুদ্ধতা (কালবের সাফাই) সকল আমলের ভিত্তি।

নবীর কাপড় নিয়ে পাথরের দৌড়

মুফতি সাইফুল ইসলাম

মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলংকার হলো লজ্জা (হায়া)। ইসলামে এটি ঈমানের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। নবী-রাসূলগণ ছিলেন হায়া, পবিত্রতা ও চরিত্রবানের সর্বোত্তম আদর্শ। তাদের মধ্যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন অতুলনীয় লজ্জাশীল ও পরিশুদ্ধ।

তার এই গুণকে কেন্দ্র করেই বনি ইসরায়েলের কিছু লোক অন্যায় অপবাদ দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে সেই অপবাদ থেকে মুক্ত করতে এক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيرًا، لاَ يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ، اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسَتُّرَ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ وَإِمَّا آفَةٌ. وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى فَخَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ، فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا

'আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসা আলাইহিস সালাম অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি সবসময় শরীর আবৃত রাখতেন।

লজ্জার দরুন তাঁর শরীরের কোনো অংশই দেখা যেত না। বনি ইসরায়েলের কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে খুব কষ্ট দিতো। তারা বলত, তিনি যে শরীরকে এত বেশি আবৃত করে রাখেন, তাঁর একমাত্র কারণ হলো, তাঁর শরীরে কোনো ত্রুটি আছে। হয়তো শ্বেত রোগ অথবা একশিরা বা অন্য কোনো রোগ।

আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলেন মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তারা যে অপবাদ রটিয়েছে, তা থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন। একদিন মুসা আলাইহিস সালাম নির্জন স্থানে গিয়ে একাকী হলেন। তারপর পরনের কাপড় খুলে একটি পাথরের ওপর রেখে গোসল করলেন। গোসল সেরে যখনই তিনি কাপড় নেওয়ার জন্য সেদিকে এগিয়ে গেলেন আকস্মাৎ পাথরটি তাঁর কাপড় নিয়ে দৌড় শুরু করল।

এরপর মুসা আলাইহিস সালাম লাঠি হাতে নিয়ে পাথরটির পেছনে পেছনে ছুটলেন।

তিনি বলতে লাগলেন, হে পাথর আমার কাপড় দাও! হে পাথর আমার কাপড় দাও!

পরিশেষে পাথরটি বনি ইসরায়েলের একটি জনসমাবেশে গিয়ে পৌঁছলো। তখন তারা মুসা আলাইহিস সালামকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখল। তারা প্রত্যক্ষ করল, তিনি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ। তারা তাঁকে যে অপবাদ দিয়েছিল সেসব দোষ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

তারা মুসা আলাইহিস সালামকে দেখার পর পাথরটি থামল। তখন মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন। আর হাতের লাঠি দিয়ে পাথরটিকে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর কসম! এতে পাথরটিতে তিন, চার, কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে যায়।' (বুখারি, হাদিস : ৩৪০৪)

মুসা আলাইহিস সালামের যুগের লোকেরা সকলেই কাপড় খুলে গোসল করতো। এটিকে তারা উত্তম মনে করত। যেভাবে জাহেলি যুগের লোকেরা উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করাকে উত্তম মনে করতো। আর মুসা আলাইহিস সালাম যেহেতু অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন তাই তিনি স্বভাবগত লজ্জার দরুন লজ্জাস্থান আবৃত করে গোসল করতেন। এতে তাঁর কওমের লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো যে, মুসার শরীর ঢেকে রাখার কারণ হলো, তাঁর শরীরে কোনো সমস্যা আছে। তাঁর নিজ গোত্র কর্তৃক আনিত এই অপবাদটি মুসা আলাইহিস সালামের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিলো। তাই আল্লাহ তাআলা পাথর দ্বারা অলৌকিক ঘটনাটি ঘটিয়ে তাঁকে ত্রুটিমুক্ত বলে প্রমাণ করলেন।

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের সম্মান ও মর্যাদা নিজেই রক্ষা করেন। লজ্জা ও পরিশুদ্ধতা কখনো দুর্বলতার নয়, বরং এটি মহান চরিত্রের চিহ্ন। মুসা আলাইহিস সালাম যেমন হায়াকে নিজের জীবনের অংশ করেছিলেন, তেমনি প্রতিটি মুমিনকেও তাঁর অনুকরণে শরীর ও চরিত্রে পরিশুদ্ধ থাকা উচিত।

রাসুল (সা.) অন্যের পাপকাজ প্রকাশ করতে বারণ করেছেন

ইকবাল হোসেন ইমন

পাপকাজের প্রতি আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বারবার ক্ষমা করার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ যদি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু না হতেন তাহলে মানুষের জন্য পরকাল নিশ্চিত কষ্টদায়ক হতো। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে বা নিজের প্রতি জুলুম করে বসে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে অবশ্যই আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুই পাবে।

' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১১০)

আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও গোপনীয়তা অবলম্বনকারী-এ দুটি মহান গুণ সামনে রেখে আমরা পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব পাপ গোপন রাখার অসীম তাৎপর্য। নিজের পাপ ও অন্যের পাপ গোপন রাখার জন্য ইসলামে তাগিদ দেওয়া হয়েছেল।

পাপ গোপন রাখার তাৎপর্য

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সব উম্মতকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করা হবে। শর্ত হলো, নিজের কোনো পাপ হয়ে গেলে সেটি গোপন রাখতে হবে।

গোপনে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। কাউকে বলে বা প্রচার করে সাক্ষী বানানো যাবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমার সব উম্মতকে ক্ষমা করা হবে, তবে প্রকাশকারী ছাড়া। আর নিশ্চয়ই এটি বড় অন্যায় যেকোনো ব্যক্তি রাতের বেলা অপরাধ করল, যা আল্লাহ গোপন রাখলেন।

কিন্তু সে সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে আল্লাহ তার কর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার ওপর আল্লাহর দেওয়া আবরণ খুলে ফেলল।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৬৯)

এ ছাড়া কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মুমিন ব্যক্তিকে অত্যন্ত কাছাকাছি নিয়ে, স্বীয় আবরণে আবৃত করে তার পাপের স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন, 'আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দেব। তারপর তার নেকের আমলনামা তাকে দেওয়া হবে।

কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, জালিমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৪৪১)

অন্যের পাপ গোপন রাখার তাৎপর্য

অন্যের পাপ গোপন রাখার ফজিলত অনেক বেশি। দুনিয়ায় অন্যের দোষ গোপন রাখলে কিয়ামতের দিন নিজের দোষ গোপন রাখা হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো বান্দা যদি অন্য কোনো লোকের ত্রুটি-বিচ্যুতি দুনিয়ায় আড়াল করে রাখে আল্লাহ তাআলা তার ত্রুটি-বিচ্যুতি কিয়ামত দিবসে আড়াল করে রাখবেন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৪৮৯)

অন্যের পাপ প্রকাশ করে সম্মানহানি করা নিষিদ্ধ

কারো পাপ অপরের কাছে প্রচার করে তার সম্মানহানি করা ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। আর মুমিনের সম্মান আল্লাহ তাআলার নিকট পবিত্র কাবার থেকেও বেশি। যেমনটি ইবনে উমর (রা.) কাবার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি কতই না মহান! তুমি কতই না সম্মানিত, কিন্তু তোমার চেয়েও মুমিনের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক বেশি।'

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
৩১.১০.২৫ শুক্রবার	5:33	6:50	01:00	2:46	4:45	7:30
১০.১১.২৫ শনিবার	5:35	6:52	12:45	2:44	4:42	7:30
০২.১১.২৫ রবিবার	5:36	6:53	12:45	2:43	4:40	7:30
০৩.১১.২৫ সোমবার	5:38	6:55	12:45	2:41	4:38	7:30
০৪.১১.২৫ মঙ্গলবার	5:39	6:57	12:45	2:40	4:36	7:30
০৫.১১.২৫ বুধবার	5:41	6:59	12:45	2:38	4:35	7:30
০৬.১১.২৫ বৃহস্পতিবার	5:42	7:00	12:45	2:36	4:33	7:30

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

ফিফপ্রোর ২৬ জনের তালিকায় মেসি-রোনালদোসহ যারা

পোস্ট ডেস্ক : ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে পৌঁছালেও পায়ের জাদু কমেনি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (৪০)-লিওনেল মেসির (৩৮)। হাঁটুর বয়সী খেলোয়াড়দের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন। শুধু লড়ছেন না, পাল্লা দিয়ে গোল করে যাচ্ছেন। তার স্বীকৃতিই পাচ্ছেন রোনালদো-মেসি।

ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্যই ২০২৫ ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশের ২৬ সদস্যের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছেন দুই কিংবদন্তি। তাদের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছেন বছরজুড়ে ক্লাবগুলোর হয়ে মাঠ মাতানো তারকা ফুটবলাররা। সর্বোচ্চ ৭ জন পিএসজি থেকে জায়গা পেয়েছেন।

২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের ৩ আগস্ট পর্যন্ত কমপক্ষে ৩০ ম্যাচের পারফরম্যান্সের হিসেবে সংক্ষিপ্ত সংস্করণে জায়গা পেয়েছেন খেলোয়াড়রা।

আগামী ৩ নভেম্বর সেরা একাদশ ঘোষণা করা হবে। বিশ্বের ২০ হাজার পেশাদার

ফুটবলার ভোট দিয়ে এই তালিকা চূড়ান্ত করেছেন।

ফিফপ্রোর সেরা ২৬ড়

গোলরক্ষক : জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা (পিএসজি/ম্যানচেস্টার সিটি, বেলজিয়াম), থিবো কোর্তোয়া (রিয়াল মাদ্রিদ, বেলজিয়াম), অ্যালিসন বেকার (লিভারপুল, ব্রাজিল)।

ডিফেন্ডার : আশরাফ হাকিমি (পিএসজি, মরক্কো), মার্কিনিওস (পিএসজি, ব্রাজিল), নুনো মেন্দেস (পিএসজি, পর্তুগাল), উইলিয়াম সালিবা (আর্সেনাল, ফ্রান্স), ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড (লিভারপুল/রিয়াল মাদ্রিদ, ইংল্যান্ড), পাউ কুবারসি (বার্সেলোনা, স্পেন), ভার্জিল ফন ডাইক (লিভারপুল, নেদারল্যান্ডস)।

মিডফিল্ডার : জোয়াও নেভেস (পিএসজি, পর্তুগাল), কোল পালমার (চেলসি, ইংল্যান্ড), পেদ্রি (বার্সেলোনা, স্পেন), ফেদেরিকো ভালভের্দে (রিয়াল মাদ্রিদ, উরুগুয়ে), জুড বেলিংহাম (রিয়াল মাদ্রিদ, ইংল্যান্ড), কেভিন ডি ব্রুইনা (ম্যানচেস্টার সিটি/নাপোলি, বেলজিয়াম), লুকা মদরিচ (রিয়াল মাদ্রিদ/এসি মিলান, ক্রোয়েশিয়া), ভিতিনিয়া (পিএসজি, পর্তুগাল)।

ফরোয়ার্ড : উসমান দেম্বেলে (পিএসজি, ফ্রান্স), কিলিয়ান এমবাপ্পে (রিয়াল মাদ্রিদ, ফ্রান্স), লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি, আর্জেন্টিনা), রাফিনিয়া (বার্সেলোনা, ব্রাজিল), ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (আল নাসর, পর্তুগাল), আর্লিং হলান্ড (ম্যানচেস্টার সিটি, নরওয়ে), মোহাম্মদ সালাহ (লিভারপুল, মিসর), লামিনে ইয়ামাল (বার্সেলোনা, স্পেন)।

বিপিএলে দল নিতে আগ্রহী ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পরবর্তী আসরে দল নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে দশটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। বিসিবি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। এর মধ্যে পুরনো চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের দিয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে ট্রায়েঙ্গেল সার্ভিস নামের একটি প্রতিষ্ঠান বিড ধরেছে বলেও জানা গেছে।

বাকি ছয়টি ফ্র্যাঞ্চাইজি নতুন। এর মধ্যে রাজশাহী থেকে দল নিতে দুটি প্রতিষ্ঠান

দল ধরে রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন বিপিএলের সফলতম দল ফরচুন বরিশাল দল নিতে আগ্রহ দেখায়নি।

বিপিএলে পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে বসুন্ধরা গ্রুপের রংপুর রাইডার্স আসন্ন ডিসেম্বরের আসরে অংশ নিতে দরপত্র জমা দিয়েছে। খুলনা টাইগার্সের সঙ্গে ছিল মাইন্ড ট্রি। তারা এবারও বিপিএলে অংশ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। হারলেন গ্রুপের ঢাকা ক্যাপিটালস বিপিএলে থাকতে দরপত্র জমা দিয়েছে।

এছাড়া গত মৌসুমে বিপিএলের বিতর্কিত ফ্র্যাঞ্চাইজি সামির কাদের চৌধুরীর এসকিউ স্পোর্টস এবারও চিটাগং কিংস নামে দল নেওয়ার জন্য দরপত্র জমা দরপত্র জমা দিয়েছে। এর মধ্যে আছে নাবিল গ্রুপ। রাজশাহী কিংস নামে দল নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে দেশ ট্রাভেলস।

ফরচুন বরিশাল না থাকলেও বরিশাল থেকে দল নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে আকাশবাড়ী হলিডেজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। সিলেট স্ট্রাইকার্স নামে দল নিতে জগলু এন্ড ক্রিকেট উইথ সামি নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে দরপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

কুমিল্লা থেকে দল নিতে এসএস গ্রুপ দরপত্র জমা দিয়েছে। তারা কুমিল্লা ফাইটার্স নামে দল আনতে চায়। এছাড়া নোয়াখালী থেকে বাংলা মার্ক একটি প্রতিষ্ঠান বিপিএলে দল নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে।

আবারো আফগান নারী ফুটবলারদের ‘পুনর্জন্ম’

পোস্ট ডেস্ক : তালেবান সরকার আফগানিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের পর নারীদের ফুটবল খেলার ওপর পুরোপুরিভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এমনকি জন্মভূমি ছেড়ে পালাতে হয় দেশটির নারী ফুটবলাদের। অবশেষে চার বছর পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফের দেশের জার্সিতে মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছেন তারা। মরক্কোতে ফিফার আয়োজিত চার দলের এক প্রীতি টুর্নামেন্টে শরনার্থী হিসেবে খেলছেন আফগান মেয়েরা, তাদের দলের নাম আফগান উইমেন ইউনাইটেড।

প্রতিযোগিতাটি শুরু হয়েছে গত রোববার। সেখানে আফগানিস্তানের শরনার্থী ফুটবল দলের সঙ্গে খেলছে চাদ, তিউনিসিয়া ও লিবিয়া। ইতালিতে বসবাস করা আফগানদের অধিনায়ক ফাতিমা হায়দারি বার্তা সংস্থা এপিকে বলেন, ‘একসঙ্গে দেখা হওয়া, জড়িয়ে ধরা, একসঙ্গে খেলা, এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। খেলোয়াড় হিসেবে জানি যে জীবনে চ্যালেঞ্জ, কষ্ট আসবেই। তবে সবসময় উত্তরণের একটি পথ থাকে। হাল ছাড়লে চলবে না, কখনওই না।’ ২০১৮তে সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলে আফগানিস্তান। ২০২১-এ তালেবান সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর দেশের মেয়েদের সবধরনের খেলাধুলা বন্ধ হয়ে যায়। বহু নারী খেলোয়াড় তখন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। কেউ তো ধরা না পড়ার ভয়ে নিজের জার্সিও পুড়িয়ে ফেলেন।

সবকিছু মিলিয়ে যেন দীর্ঘ আর্তনাদ ফুটে ওঠে হায়দারির কণ্ঠে, ‘আমরা এমন কিছু পার করেছি, যা ভাবতেও ভয় লাগে। নিজের দেশ, বন্ধু, পরিবার, সব ফেলে এসেছি। এখনো কিছু মেয়েকে খেলতে না দেখতে পারা কষ্ট দেয়। আমরা তাদের কণ্ঠস্বর হতে চাই।’ কাসাব্লাঙ্কায় রোববারের ম্যাচে চাদের কাছে ৬-১ গোলে হেরে যায় আফগান উইমেন ইউনাইটেড। দলের একমাত্র গোলটি করেন মনোজ নূরী। তবুও স্বস্তির বার্তা দিয়ে নূরী বলেন, ‘আমি এখন নিরাপদ, নিজেকে মুক্ত মনে হয়। আমি শুধু খেলতে চাই, স্বপ্ন দেখতে চাই। শুধু আমার নয়, সেইসব আফগান মেয়েরা যারা ফুটবল খেলতে চায়, এটি তাদের সবার স্বপ্ন।’

আফগানিস্তানের মেয়েদের আবার মাঠে ফেরানো লক্ষ্যে কাজ করেন দলের সাবেক অধিনায়ক খালিদা পোপাল, তার সাবেক সতীর্থ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো। এ বিষয়ে পোপাল বলেন, ‘অগণিত বাধা এবং চ্যালেঞ্জের পর চার বছর পেরিয়ে আবারও মেয়েরা আফগান দল হিসেবে ফুটবল খেলছে। অবশ্য দলের নামে এখনো কোনো দেশের নাম নেই। এটি ভালো লাগার মতো একটা শুরু, তবে যথেষ্ট নয়।’

বর্তমানে আফগান নারী দলের কিছু খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপ-আমেরিকায় অবস্থান করছেন। দলের কোচ পলিন হামিল জানান, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডে ক্যাম্প করে ফিফা ৭০ জন খেলোয়াড়কে ডাকে। পরে সেখান থেকে মরক্কো টুর্নামেন্টের জন্য ২৩ জনকে বেছে নেয়া হয়। নারী ফুটবল দল নিয়ে এখনও ফিফা কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি, আবার আফগান ফুটবল ফেডারেশনকে নিষিদ্ধও করেনি। পোপাল বলেন, ‘আমরা আফগান নারী দল ও স্বাধীন ফুটবল ফেডারেশন হিসেবে স্বীকৃতি চাই। যাতে মেয়েদের মুখ বন্ধ না করা হয় এবং তারা নিজেরাই নিজেদের পথ নির্ধারণ করতে পারে।’

ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৫ দলে ব্রাজিল কিংবদন্তির ছেলে!

পোস্ট ডেস্ক : ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার থিয়াগো সিলভার ছেলে ইয়াগো সিলভা ডাক পেয়েছেন ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৫ দলের ট্রেনিং ক্যাম্পে! সেন্ট জর্জস পার্কে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই ক্যাম্পে ইংলিশ ফুটবলে প্রথমবারের মতো পা রাখছেন চেলসির এই কিশোর প্রতিভা।

ইয়াগো ও তার বড় ভাই ইসাগো দুজনেই চেলসির একাডেমিতে খেলছেন। তাদের বাবা থিয়াগো সিলভা ২০২০ সালে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) থেকে চেলসিতে যোগ দেওয়ার পরই দুই ভাই ক্লাবটির একাডেমিতে ভর্তি হন।

দুজনের জন্ম ব্রাজিলে হলেও ফিফার নিয়ম অনুযায়ী ইংল্যান্ডে পাঁচ বছর ধরে বসবাস করার কারণে তারা ইংল্যান্ডের পক্ষে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

থিয়াগো সিলভা ৪১ বছর বয়সে বর্তমানে ফিরেছেন নিজের শৈশবের ক্লাব ফ্লুমিনেন্সে। ব্রাজিল জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক দলের হয়ে ১১৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে রক্ষণ সামলেছেন।

ইয়াগো বর্তমানে চেলসির অনূর্ধ্ব-১৫ দলে খেলছেন। অন্যদিকে, তার ভাই ইসাগো (১৬) ডিফেন্ডার হিসেবে চেলসির অনূর্ধ্ব-১৮ দলে খেলেন।

ইনস্টাগ্রামে ইয়াগো লিখেছেন, ‘ইংল্যান্ড দলে প্রথমবারের মতো ডাক পাওয়া গর্বের মুহূর্ত। কঠোর পরিশ্রম অব্যাহত থাকবে।’

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যভাগে অনুষ্ঠিত হবে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৫ দলের ইউরোপিয়ান ডেভেলপমেন্ট টুর্নামেন্ট, যেখানে ইয়াগোকে দেখা যেতে পারে। ২০২৫ সালের শুরুর দিকে ফ্লুমিনেন্স ও চেলসির মুখোমুখি হওয়ার আগে থিয়াগোর স্ত্রী বেলে সিলভা ফিফাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, ‘থিয়াগো এখন ব্রাজিলে খেললেও আমি আর ছেলেরা এখনো লন্ডনেই আছি। এখানে মানুষজন আমাদের অনেক ভালোবাসে। রাস্তায় হাঁটলেও সবাই থিয়াগোকে অভিনন্দন জানায়, ছেলেদেরও উৎসাহ দেয়। চেলসির ভবিষ্যৎ হিসেবে তাদের দেখছে এখানকার লোকেরা।’

প্রাসাদ কিনছেন ইয়ামাল!

পোস্ট ডেস্ক : মাত্র ১৮ বছর বয়সেই বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় তারকাদের একজন হয়ে উঠেছেন লামিনে ইয়ামাল। বার্সেলোনার এই তরুণ উইঙ্গার শুধু মাঠে নয়, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও এখন সবচেয়ে আলোচিত নাম। স্প্যানিশ দৈনিক ‘এল পেইস’ জানিয়েছে, ইয়ামাল শিগগিরই কিনতে যাচ্ছেন একটি বিলাসবহুল বাড়ি। যেটি একসময় ছিল বার্সা কিংবদন্তি জেরার্ড পিকে এবং কলম্বিয়ান পপতারকা শাকিরার যৌথ আবাস।

২০১২ সালে নির্মিত এই বিশাল সম্পত্তি বার্সেলোনার একটি অভিজাত এলাকায় অবস্থিত। পুরো জায়গার আয়তন প্রায় ৩,৮০০ বর্গমিটার, যেখানে রয়েছে তিনটি বাড়ি, মূল ভবনসহ দুটি আলাদা আবাস। এ ছাড়া আছে ইনডোর ও আউটডোর সুইমিংপুল, টেনিস কোর্ট, জিমনেসিয়াম, একাধিক টেরেস, এমনকি একটি রেকর্ডিং স্টুডিওও!

পিকে ও শাকিরা ২০২২ সালে আলাদা হওয়ার পর এই বাড়িটি বিক্রির জন্য তোলা হয়। শুরুতে দাম ধরা হয়েছিল ১৪ মিলিয়ন ইউরো, তবে একাংশ বিক্রি হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে বাকি দুইটি বাড়ির মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ মিলিয়ন ইউরো। ইয়ামাল এই দুই বাড়ি কিনতে আগ্রহী বলে জানা গেছে।

প্রতিবেদনে আরো জানানো হয়েছে, ইয়ামাল নিজের রুচি অনুযায়ী বাড়িটি সংস্কার করার জন্য অতিরিক্ত কয়েক মিলিয়ন ইউরো খরচের পরিকল্পনাও করেছেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন এই তরুণ তারকা, তিনি আগেই মা, বাবা ও দাদির জন্য আলাদা বাড়ি কিনেছেন।

অর্থনৈতিকভাবে ইয়ামাল এখন ইউরোপের অন্যতম সচ্ছল তরুণ ফুটবলার।

বার্সেলোনার সঙ্গে তার নতুন ছয় বছরের চুক্তিতে বছরে ৩০ মিলিয়ন ইউরো বেতন পাচ্ছেন তিনি। সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপন ও বাণিজ্যিক চুক্তি মিলিয়ে তার বার্ষিক আয় দাঁড়াতে পারে ৪৩ মিলিয়ন ডলার, যা তাকে বিশ্বের শীর্ষ দশ আয়ের ফুটবলারের তালিকায় জায়গা করে দেবে।

ব্যক্তিগত জীবনেও ইয়ামাল এখন আলোচনায়। আর্জেন্টাইন গায়িকা নিকি নিকোল-এর সঙ্গে তার প্রেমের খবর ছড়িয়েছে সম্প্রতি। ২৫ বছর বয়সী এই শিল্পী বলেছেন, ‘আমি খুব ভালোবাসি,’ যা অনেকের কাছে শাকিরা-পিকে যুগলের এক রোমাঞ্চকর প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। মজার বিষয় হলো, যদি নিকোল ইয়ামালের সঙ্গে ওই বাড়িতে ওঠেন, তবে সেটি হবে পিকে ও শাকিরার মতোই এক ‘ফুটবলার-মিউজিশিয়ান’ যুগল।

জুলাই বিপ্লব এবং পুনর্গঠিত ভূরাজনীতি

ড. মাহফুজ পারভেজ

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সাক্ষাৎ-এর ছবিটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পায়। বিশ্বমিডিয়া তখন ঘটনাটিকে শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের দীর্ঘদিনের বরফ গলতে শুরু করেছে বলে উল্লেখ করে। বলা হয়, 'বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের নতুন গতি'।

উল্লেখ্য, জুলাই ২০২৪ সালের পর থেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেবল দেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আসেনি, বরং দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতেও এসেছে ব্যাপক পালাবদল, যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের নৈকট্য ও উষ্ণতা এবং ২০ বছর পর যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের (জেইসি) পুনরুজ্জীবন।

এ মাসের শেষের দিকে জেইসির নবম অধিবেশন বসছে ঢাকায়। যাকে বলা হচ্ছে, কেবল একটি অর্থনৈতিক ফোরাম নয়, বরং এটি একটি রাজনৈতিক-কূটনৈতিক প্রতীকী ঘটনা। ধারণা করা হচ্ছে, এ বৈঠক দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস, আঞ্চলিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণের একটি শক্তিশালী কাঠামোগত উদ্যোগ। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের বর্তমান পুনর্জাগরণকে কেবল অতীতের রাজনৈতিক বরফ গলানো হিসাবে দেখা যথেষ্ট নয়; এটি দক্ষিণ এশিয়ার নীতি-রাজনীতির পুনর্গঠনের সূক্ষ্ম সূচনা।

জেইসি বৈঠক এ পুনর্গঠনের প্রতীকী ও বাস্তব দুই দিকেই প্রভাব ফেলছে, যা কয়েকটি স্তরে ব্যাখ্যা করা যায় : ১. একমুখী পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তে বাংলাদেশ এখন বহুমুখী কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আগে যা ছিল ভারতকেন্দ্রিক, তা এখন বহুস্তরীয় চেহারা পেয়েছে। বাংলাদেশ যে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে আগ্রহী, তার প্রামাণ্য দলিল বাংলাদেশ-পাকিস্তান নৈকট্য।

২. পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আবেগ নয়, বরং বাস্তবতাভিত্তিক কৌশলগত স্বার্থই যে গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশ সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের নিবিড়তা বৃদ্ধি ছাড়াও রোহিঙ্গা ইস্যুতে আবেগের বাইরে এসে বাস্তবভিত্তিক কৌশলগত পথে চলতে চেষ্টা করছে বাংলাদেশ।

৩. বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, জেইসি আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের নীতি এখন অর্থনৈতিক নিরাপত্তানির্ভর পররাষ্ট্রনীতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যেখানে বাণিজ্য, মুদ্রা, বিনিয়োগ এবং বাজার অ্যাকসেস ইত্যাদি বিষয় জাতীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার অংশ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

৪. পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় স্বাতন্ত্র্যবাদী অবস্থান ও স্বাধীন কূটনীতি কৌশলের পরিচয় দিতে চেষ্টা করছে। বিশেষ করে, এ অঞ্চলের অপরাপর শক্তিগুলোর দিক থেকে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত এড়িয়ে বাংলাদেশ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে নীতি ও কৌশলগত সক্ষমতার প্রমাণ দিচ্ছে।

স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ক্রমশ একটি স্বতন্ত্র ও ভারসাম্যপূর্ণ পথে এগোচ্ছে। পাকিস্তানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংলাপ, চীনের ভূ-অর্থনৈতিক ব্লকের (BRI Corridor) সঙ্গে বাংলাদেশের সম্ভাব্য সংযোগকে পুনরুজ্জীবিত করছে। এসব পররাষ্ট্রনীতিগত পদক্ষেপের ফলে বঙ্গোপসাগর হয়ে উঠছে আঞ্চলিক শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতার কেন্দ্র। আর বাংলাদেশ এ অঞ্চলে একটি 'মেরিটাইম ডিপ্লোমেসি হাব' হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বেশ এগিয়েছে, যা জুলাই ২০২৪-পরবর্তী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির গতিধারাকেও উপস্থাপন করছে।

সন্দেহ নেই, জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতির মানচিত্রে একটি নতুন গতি যোগ করছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকার মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংলাপ পুনর্জাগরণ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) নিষ্ক্রিয়তাকে নতুন আঞ্চলিক মৈত্রীর সক্ষমতার স্তরে নিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশের মানবিক ও উন্নয়নভিত্তিক সহযোগিতার দিকগুলোকেই পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখছে। বাংলাদেশ সম্ভবত চেষ্টা করছে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক বিভাজনের অভিজ্ঞতা থেকে উত্তরণের পথ প্রশস্ত করতে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক পুনর্গঠিত আঞ্চলিক ভূরাজনীতির সূচনা করতে পারে।

আরেকটি অগ্রগতি জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী পরিস্থিতিতে পুনর্গঠিত ভূরাজনীতির স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর তা হলো, বাংলাদেশ-তুরস্ক আকাশ প্রতিরক্ষা চুক্তি। এতে দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত পরিস্থিতি পালটে দেওয়ার মতো এক যুগান্তকারী সামরিক ঘটনার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে পুরো অঞ্চল, যার নেতৃত্বে আছে বাংলাদেশ। মিডিয়ার খবরে প্রকাশ, আঙ্কারার সঙ্গে ঢাকার একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পথে। যার আওতায় অত্যাধুনিক এসআইপিইআর দূরপাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও তুরস্কের সক্ষমতা-প্রমাণিত যুদ্ধ-ড্রোন হাতে পেতে চলেছে ঢাকা।

এশিয়া টাইমসের এক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে এটিকে কেবল একটি অস্ত্র চুক্তি মনে হলেও বাস্তব প্রেক্ষাপটে এটি আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলোর মাঝে সুকৌশলে নিজেদের পথ তৈরি করে নেওয়া একটি জাতির স্বাধীনতার সাহসী সামরিক অঙ্গীকার। বাংলাদেশের জন্য এটি তার ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার প্রশ্ন, অন্যদিকে তুরস্কের জন্য এটি বৈশ্বিক মঞ্চে নিজেদের সামরিক শক্তির কৌশলী প্রদর্শনী। আর প্রতিবেশী ভারতের জন্য নিঃসন্দেহে এটি এক নতুন, অপ্রত্যাশিত এবং নিরন্তর কৌশলগত মাথাব্যথার জন্ম দিয়েছে।

শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই নয়, পুরো আঞ্চলিক পরিস্থিতিতেই ভারত বর্তমানে রয়েছে কোণঠাসা অবস্থায়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চাপ চলছে ভারতের। ট্রানজিট ও বাণিজ্য সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা ভারতের অবস্থানকে সংকীর্ণ করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতের কার্যক্রম বাংলাদেশ বিরোধিতার প্রমাণ দিচ্ছে, যার মধ্যে সীমান্ত হত্যাকাণ্ড ও মিডিয়ায় বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা অন্যতম। সর্বশেষ তথ্য হলো, ভারতের ত্রিপুরায় তিন বাংলাদেশিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, যার তীব্র নিন্দা ও কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ। বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই ডিভিশনের চাম্পারহাওড় জেলার বিদ্যাবিলে কুপিয়ে এবং তির মেরে তিন বাংলাদেশিকে হত্যা করে ভারতীয়রা। ভিকটিমের পরিবার বলছে, সীমান্ত থেকে ধরে নিয়ে ভারতীয়রা তাদের হত্যা করেছে। ১৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় হবিগঞ্জের বাল্লার সীমান্তে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়। ১৭ অক্টোবর সকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জঘন্য ওই হত্যাযজ্ঞ সর্বজনীন মানবাধিকার ও আইনের শাসনের গুরুতর লঙ্ঘন, যা চরমভাবে অগ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশ সরকার এ শোচনীয় ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সেই সঙ্গে অবিলম্বে ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত পরিচালনা করতে এবং এ ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রোধে আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জোর দিয়ে বলেছে, সীমান্তের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, জাতীয়তা নির্বিশেষে ব্যক্তির মানবাধিকারের পূর্ণ সুরক্ষা জরুরি।

নেপালের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রটিতে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে তীব্র ভারত-বিরোধিতা বিদ্যমান। নেপাল দীর্ঘকাল ধরে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নেপাল ভারতের নীতিমালা ও সীমান্তবিষয়ক অবস্থানের বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে। বিশেষ করে কাঠমান্ডু ও দিল্লির মধ্যে বাণিজ্য, পানিবণ্টন, সীমান্ত ইস্যু এবং ভূরাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধ লক্ষ করা গেছে। এ অবস্থায় নেপাল চীনের সঙ্গে অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালী করছে। নেপালের তরফে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) প্রকল্পে অংশগ্রহণ, রেলওয়ে ও সড়ক সংযোগে বিনিয়োগ সে দেশে ভারতের প্রভাবকে সীমিত করছে।

অন্যদিকে, দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকা বহুকাল ভারতের প্রভাব কেন্দ্রের অংশ হলেও দেশটির অর্থনৈতিক সংকট এবং ঋণ সমস্যা ভারতের প্রভাবকে সীমিত করছে। বিশেষ করে চীনের বিনিয়োগ-যেমন হাম্বানটোটা বন্দর ও অন্যান্য অবকাঠামোগত প্রকল্প শ্রীলংকাকে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করছে। তাছাড়া ভারতের উপস্থিতি ও নীতি শ্রীলংকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে, যা ভারতের আঞ্চলিক প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করছে। এছাড়া ভারতের নীতি নিয়ে শ্রীলংকার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ভারতের কৌশলগত অবস্থানকে আরও জটিল করছে।

আরেক দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা ও নীতি সম্পর্কিত সহযোগিতায় দীর্ঘদিন যুক্ত থাকলেও সাম্প্রতিক নির্বাচনি ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে ভারতের প্রভাব থেকে সরে আসছে। চীনের বিনিয়োগ, বিশেষ করে বন্দর, হোটেল ও পর্যটন খাতে মালদ্বীপকে ভারতের প্রভাবের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। মালদ্বীপের অবস্থান ভারত ও চীনের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় চীন ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে সেখানে ভারতের নীতি প্রয়োগকে সীমিত ও জটিল করেছে। দেখা যাচ্ছে, ভারতের সঙ্গে বর্তমানে কোনো প্রতিবেশী দেশেরই সুসম্পর্ক নেই।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোয় ভারতের নীতি ও শাসনের প্রতি বিরোধিতার কারণ বহুমাত্রিক। প্রতিটি দেশ নানাভাবে ভারতের ওপর ক্ষুব্ধ, বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট। একসময় ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাংলাদেশও জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে নিজের ভূরাজনীতিকে পুনর্গঠন করেছে। এ পুনর্গঠন দেশকে স্বকেন্দ্রিক, মাল্টিভেক্টর এবং স্বাধীন নীতি গ্রহণের সক্ষমতা প্রদান করেছে। ফলে ভারতের ঐতিহ্যবাহী প্রভাব ও কৌশলগত অবস্থান হ্রাস পাচ্ছে। এটি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক শক্তি ভারসাম্যকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করছে, যার প্রভাব ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হবে।

বাংলাদেশের জন্য পরিবর্তিত আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটি সুযোগ হিসাবে দেখার পরিসর তৈরি হয়েছে, যার সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহার করার মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রধানত নিজের সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে নজর দিতে পারবে; যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বন্দর ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারবে। তাছাড়া রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক স্বাধীনতা ব্যবহার করে আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ এড়াতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমঝোতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে বাংলাদেশ। বিশেষত, রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যু, সীমান্ত নিরাপত্তা, পানিবণ্টন সমস্যা, নদী ও সমুদ্রসীমা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে বাংলাদেশ, যা বাংলাদেশের আঞ্চলিক প্রভাব বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Consultation launched on right to work checks to gig economy

Six-week consultation will run until 10 December 2025

Post Desk: After announcing a record number of arrests for illegal working, the Home Office launched a consultation on expanding the range of employers and businesses required by law to carry out checks on workers to prevent illegal working this week.

The Home Office said that more than 8,000 people were arrested for illegal working between October 2024 and September 2025 following 11,000 raids by Immigration Enforcement. Describing it as the "largest enforcement crackdown on illegal working since records began," the department noted that arrests were up 63% on the previous year.

Home Office launched a six-week consultation to extend the requirement to carry out right to work checks to businesses hiring gig economy and zero-hours workers in sectors such as construction, food delivery, beauty services, courier operations, and warehousing. The new requirements will be brought in under the Border Security, Asylum and Immigration Bill.

Under existing legislation, all employers must carry out right to work checks before employing someone under a contract of employment. However, casual, self-employed, and gig economy workers are currently outside the right to work scheme's scope, which the Government says creates opportunities for unscrupulous employers to exploit individuals without lawful immigration status.

As the Home Office announced in March, businesses that fail to conduct right to work checks will face severe penalties under the new rules, including fines of up to £60,000 per illegal worker, potential business closures, director disqualifications, and prison sentences of up to five years.

The consultation seeks views on how these new requirements should be applied and enforced, as well as ways to simplify the process for compliant businesses. You can access all materials related to the consultation and find out how to respond on GOV.UK. Responses need to be submitted by the end of 10 December 2025.

Meanwhile, new research has highlighted potential modern slavery risks in the UK housebuilding sector, suggesting that some forms of labour exploitation may be "hidden in plain sight." A report by King's Business School for the Modern Slavery and Human Rights Policy and Evidence Centre found that despite housebuilding accounting for around 40% of UK construction output, it is often underrepresented in existing research on labour exploitation. The study identified gaps in understanding how casual, subcontracted, and informal work arrangements can leave workers, particularly migrants, vulnerable to unpaid wages, unsafe working conditions, and more severe forms of exploitation such as forced labour and debt bondage.

The researchers noted that the sector's reliance on complex supply chains, labour intermediaries, and so-called 'bogus' self-employment creates barriers for enforcement and oversight. They called for improved data collection, stronger reporting pathways, and clearer enforcement protocols to address risks before they escalate.

With regard to illegal working, the report noted: "The prevalence of illegal working in the construction sector is another recognized issue, leading to health and safety risks while increasing workers' vulnerability to exploitation and abuse. CCSCHEME (2024) conducted an industry survey involving over 550 participants, which revealed that 81% believed illegal working had risen over the last 15 years. Data obtained by Construction News through the Freedom of Information (FOI) Act showed that arrests for illegal working more than doubled from 82 in 2022 to 214 in 2023 (CN, 2024). During our interview with the [Home Office], they indicated that there is currently no established baseline to assess whether illegal working has increased."

Home Office announces significant changes to the Windrush compensation scheme

Post Desk: The Home Office has announced a major overhaul of the Windrush Compensation Scheme to address long-standing concerns about excessive bureaucracy delaying victims of the Windrush scandal from receiving compensation.

New measures will speed up payments and expand eligibility for financial redress. Victims of the scandal will now be able to receive up to 75% of their compensation award in advance while their claims are reviewed, and for the first time, they will be compensated for lost pension contributions and withdrawals made during periods of financial hardship. Priority processing will be given to applicants aged over 75 and those with serious health conditions. The revised scheme will also reimburse immigration fees wrongly paid, account for wage inflation, and recognise the difficulties of returning to work after unemployment.

The Home Office says that the changes will apply retrospectively.

Home Secretary Shabana Mahmood said on Friday:

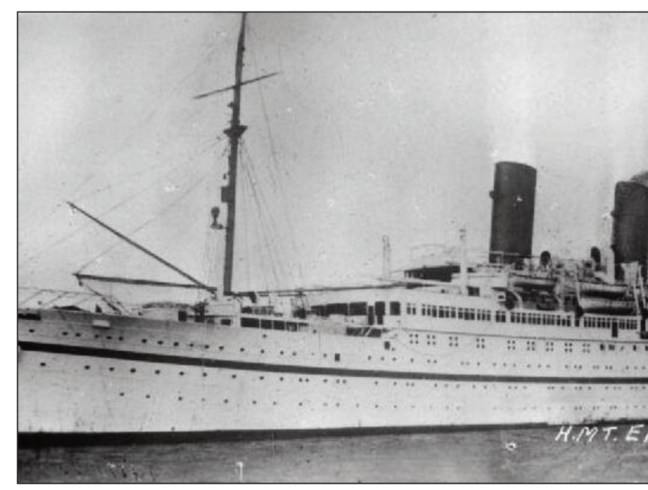

"It is unacceptable that many victims are still waiting for compensation all these years later. That changes today. We will deliver justice so that those suffering financial hardship through no fault of their own are paid for their lost pension savings. I will leave no stone left unturned until everyone affected receives the justice they deserve."

Smart Edge Real Estate
Where location meets opportunity

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)

UK OFFICE
57, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL

DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."
TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

Billionaires vs the Public: Who Truly Shapes New York's Future?

By Shofi Ahmed

Billionaires vs the public—who are the real force shaping our cities now, and who will define their future? In this election, the contest could not be starker. Now is the time to speak out, to write on stone: Vote Zohran Mamdani to speak in volume for the public.

With every dollar spent by the city's richest few to preserve their privilege, thousands of ordinary New Yorkers raise their voices for justice, dignity, and a city that belongs to all. This is not just another election; it's a test of who truly owns New York—those who hoard power behind closed doors, or the people who build, serve, and sustain this city every single day.

As the billionaire class rallies behind Mamdani's opponents, flooding the airwaves with slick attack ads and pouring millions into backroom campaigns, a grassroots movement has surged in defiance. The question is no longer whether the public can stand up to the wealthy elite—it's whether we will do it now, together, and for good. Zohran Mamdani does not stand alone. He stands with tenants fighting eviction, workers demanding fair pay, students dreaming of opportunity, and communities demanding their place at the table. To vote Mamdani is to cast your lot with the many, not the moneyed few—to inscribe your choice, indelibly, on the future of this city.

The Billionaires' Barricade: When Money Fears the Masses

This election season, the city's billionaires have thrown off their masks. Instead of building bridges, they build barricades—spending millions to keep the gates of power closed. Michael Bloomberg, Wall Street moguls, and property tycoons have lined up behind Andrew Cuomo, not out of love for New York, but from fear that a Mamdani victory would end the age of unchecked privilege.

Their weapons are not ideas or vision, but floods of money. Super PACs churn out attack ads, mailers pile up in mailboxes, and every commercial break whispers the same worn-out story: that only the already-powerful can be trusted with more power. But the energy on New York's streets tells a different tale. Here, in the neighborhoods and union halls, hope is not for sale.

For every attempt to drown out the movement with cash, another neighbor knocks a door, another student phonebanks, another family finds its voice. The billionaire barricade is real, but so is the people's determination to break through.

A Campaign of Courage and Conviction

Mamdani's campaign is a beacon for all who believe in justice over cynicism. He has marched with essential workers, stood against hate, and refused to let his faith or his family's story be twisted by those who seek to divide. In every debate, in every policy, he insists: New York belongs to all who call it home, not just those who can afford to buy influence.

He has laid out a vision for affordable housing, accessible education, and streets safe from both crime and discrimination. These aren't empty promises—they are the lived realities he fights to deliver, backed by years of standing shoulder to shoulder with the city's most vulnerable.

The Choice Is Stark, the Moment Is Now

This is more than a race between candidates; it is a clash between two models of power. One is built on the illusion that wealth equals wisdom, that money can substitute for a mandate. The other is built on community, on solidarity, and on the radical belief that every voice matters.

When you walk into the voting booth, you will not be alone. The eyes of the city, and indeed the country, are watching to see if the people can prevail over the plutocrats. Now is the time to choose. Will New York be shaped by the hands of the many, or the whims of the wealthy few?

Write It on the Stone: Vote Mamdani

Let your vote be more than a mark on a ballot—let it be a message, chiseled into the bedrock of our city's future. Vote for Zohran Mamdani, and vote for a New York that lifts every voice, not just those echoing in the halls of power. The billionaires have had their say. Now, let the city speak.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1070 ◆ Friday 31 October - Thursday 06 November 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

জাতীয় সংসদ নির্বাচন.....২০২৬

জামায়াতের সাথে জোটে কওমি এনসিপির নেতৃত্বে নতুন জোট

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শুরু হয়েছে নির্বাচনী উত্তাপ। কেউ নির্বাচনের পক্ষে প্রকাশ্যে কথা বললেও আবার কেউ কেউ নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়েও প্রকাশ্যে কথা বলছেন না। অনেকে ভেতরে ভেতরে কোমর শক্ত করছেন। যেদিন নির্বাচন হউক না কেন যার যার পক্ষে কর্মী সমর্থক তৈরী করে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর কেন্দ্রীয় নেতারা তৃণমূলে তাদের ম্যাসেজ পৌছে দিতে নানা ইস্যুতে বক্তব্য প্রদান করে যাচ্ছেন। বিএনপি নির্বাচনের পক্ষে থেকেও সমালোচনা করছে সরকারের। জামায়াত পিআর এর পক্ষে থেকে কৌশলী রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। করছে নতুন ঐক্য। এনসিপিও তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিষিদ্ধ থাকার কারণে আওয়ামীলীগ মাঠে না থাকায় তাদের ভোটও ফ্যাক্টর ভাবছে দলগুলো। তবে জাতীয় পার্টি তাদের রাজনীতিকে অনেকটা আড়ালে রেখেছে। সব মিলিয়ে দেশে চলছে আশা নিরাশার খেলা।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোটে কওমি ঘরানার ৫ দল

জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক আদর্শিক সম্পর্কের কারণে বিএনপির সঙ্গে ইসলামপন্থী দলগুলোর ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। তবে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সেই সম্পর্কের সেতুবন্ধন অনেকটাই ভেঙে যায়। পরবর্তীতে পিআরসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে ইসলামপন্থী দলগুলোর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই দূরত্ব আরও স্পষ্ট হয়। বিএনপির সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হওয়ার পর ধর্মভিত্তিক দলগুলো পরস্পরের আরও ঘনিষ্ঠ হয় এবং নির্বাচনী জোট গঠনের সম্ভাবনা জোরালো হয়ে ওঠে।

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আদর্শিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী দলগুলোর সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সমঝোতা হতে পারে। কার সঙ্গে জোট হবে বা সমঝোতা হবে, তা সময়মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দেশের কওমি ঘরানার অধিকাংশ বড় দল দেওবন্দ আদর্শের অনুসারী, যাদের সঙ্গে জামায়াতের মওদুদী মতবাদ নিয়ে দীর্ঘদিনের মতভেদ রয়েছে। তবে সেই আকিদাগত বিভেদ সরিয়ে নির্বাচনী সমঝোতায় আসতে চায় ইসলামীপন্থী পাঁচটি দল। তিনশ আসনের মধ্যে অন্তত একশ আসন দাবি করছে ইসলামী আন্দোলন, মামুনুল হকের নেতৃত্বাধীন খেলাফত মজলিস চাইছে ৫০টি আসন, আর বাকি তিন দলের দাবি ৭০ থেকে ৮০টি আসন।

দলগুলোর নেতারা জানান, আকিদাগত মতভেদ ভুলে --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের রিজার্ভ ও মূল্যস্ফীতি নিয়ে আইএমএফর সন্তোষ প্রকাশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বজায় রাখার ক্ষেত্রে দেশটির কর্মক্ষমতা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

বুধবার রাজধানীতে আইএমএফের পঞ্চম রিভিউ মিশনের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত প্রথম দফার বৈঠকের পর এই মন্তব্য এসেছে। ঋণ কর্মসূচির শর্তাবলির অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য আইএমএফ দলটি ঢাকায় এসেছে।

ক্রিস পাপেজোরজিউর নেতৃত্বে মিশনটি আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করবে। তারা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিস্তারিত

পর্যালোচনা ও আলোচনা করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাসসকে জানান, আইএমএফ দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে এবং বর্তমান স্তর নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

তিনি বলেন, আইএমএফ দলটি উল্লেখ করেছে যে, --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে বিএ এক্সচেঞ্জ ইউকের এজেন্ট রিক্রুটমেন্ট উদ্বোধন ও গ্রাহক সমাবেশ

লন্ডন, ২৯ অক্টোবর ২০২৫ : বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণকে উদ্বুদ্ধ করতে বাংলাদেশের ব্যাংক এশিয়া'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিএ এক্সচেঞ্জ ইউকের উদ্যোগে এজেন্ট রিক্রুটমেন্ট উদ্বোধন ও গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে ব্যাংকের উর্ধতন কর্মকর্তাসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট বক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ।

২৫ অক্টোবর শনিবার --১৭ পৃষ্ঠায়

ভেস্তে গেল পাকিস্তান-আফগানিস্তান শান্তি আলোচনা

পোস্ট ডেস্ক : চার দিন ধরে চলা শান্তি আলোচনা শেষে স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছাতে পারেনি এক সময়ের মিত্র দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। শান্তি চুক্তিতে পৌঁছাতে তুরস্ক ও কাতারের মধ্যস্থতায় ইস্তাম্বুলে ধারাবাহিক আলোচনা শেষে কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি দুই দেশ। আলোচনা সফল না হওয়ার জন্য আফগানিস্তানকে দোষারোপ করেছে পাকিস্তান। অন্যদিকে আফগানিস্তানও দুষছে পাকিস্তানের প্রতিনিধি টিমকে। এ অবস্থায় দেশ দুটির মধ্যে চলমান উত্তেজনার বরফ সহসা গলার কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না বিশ্লেষকরা।

যদিও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলছেন, দুই দেশকে পূর্ণাঙ্গ সংঘাত থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য 'শেষ চেষ্টা' অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে দোহায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরের পরও তা আলোর মুখ না দেখায় দেশ দুটির মধ্যে নতুন করে শত্রুতার আশঙ্কা আরও প্রবল হয়ে উঠছে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা।

পাকিস্তানি নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সোমবার প্রায় ১৮ ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়েছে। তারা ইসলামাবাদের মূল দাবি- কাবুলের তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আফগান প্রতিনিধি দলের অবস্থান পরিবর্তন করার অভিযোগ এনেছেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলা পোস্ট'র বার্তা সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ পেলেন এম. হাসানুল হক উজ্জল

স্টাফ রিপোর্টার : লন্ডন থেকে প্রকাশিত প্রচার সংখ্যায় শীর্ষে থাকা বাংলা সংবাদপত্র 'বাংলা পোস্ট' এর বার্তা সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল। এর আগে তিনি ২০১৫ সালে বাংলা পোস্ট-এ যোগদান করেন এবং বাংলাদেশ থেকে দায়িত্ব পালন করতেন। সম্প্রতি তিনি লন্ডনে বসবাস শুরু করলে বাংলা পোস্ট কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটির মর্যাদাপূর্ণ এই পদে তাঁকে নিয়োগ প্রদান করেন।

সাংবাদিক এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ৯০র দশকে সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান করেন। তিনি জাতীয় দৈনিক রূপালীতে যোগদানের মাধ্যমে মহান এ পেশায় কর্ম জীবন শুরু করেন পরবর্তীতে বাংলা বাজার পত্রিকা, দৈনিক ইনকিলাব, সিলেট থেকে প্রকাশিত দৈনিক মানচিত্র, --১৭ পৃষ্ঠায়

সিলেটে ভাড়াটিয়া, গৃহকর্মী, ড্রাইভারদের তথ্য দিতে পুলিশের আহবান

সিলেট অফিস : সিলেট নগরের ভাড়াটিয়া, গৃহকর্মী, ড্রাইভারদের তথ্য আহবান করে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিলেট মহানগর পুলিশ। বুধবার গণমাধ্যমে প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই গণবিজ্ঞপ্তি জারির কথা জানান সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী।

গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নাগরিক সুরক্ষা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনের লক্ষ্যে সিলেট মহানগর পুলিশ (এসএমপি) সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মহানগর এলাকার বাড়িওয়ালা, ভাড়াটিয়া, গৃহকর্মী, ড্রাইভার, কেয়ারটেকার এবং মেস বা কলোনির বাসিন্দাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ডিজিটাল ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে। তাই আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সিলেট মহানগরীর সকল নাগরিককে নির্ধারিত

ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি), জন্মসনদ, ছবি, মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ফটোকপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দেওয়ার আহবান জানানো হয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, এই উদ্যোগের মাধ্যমে মহানগর এলাকার নাগরিকদের হালনাগাদ তথ্য সহজে সংরক্ষণ করা যাবে, যা ভবিষ্যতে অপরাধ দমন ও তদন্ত কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk